গো-জীবন

চতুর্থ ভাগ

বা

হোমিওপ্যাথি-মতে পশু-চিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসক
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-
প্রণীত ও প্রকাশিত।
(মহানাদ—হুগলী)

বাণীপ্রেস;
৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।
১৩১৫ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসিদ্ধিদাতার কৃপায় গো-জীবন চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হইল। এবারে ইহাতে হোমিওপ্যাথি-মতে পশু-চিকিৎসা লিখিলাম।

এই পুস্তক প্রণয়ন-কার্য্যে আমাকে অনেকগুলি পুস্তকের সাহায্য লইতে হইয়াছে, তন্মধ্যে ডাঃ জে, বাস-প্রণীত Veterinary Homœopathy পুস্তকখানিই আমার প্রধান অবলম্বন।

আমার ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা যতদূর সম্ভব পুস্তকখানিকে সাধারণের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিতে পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে এই পুস্তকের সাহায্যে গরুগুলির চিকিৎসার জন্য হোমিও-প্যাথিক্ ঔষধের প্রচলন হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

মহানাদ,
১৫ই মাঘ, ১৩১৫ সাল। } শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

আবশ্যকীয় ঔষধের তালিকা।

ঔষধের নাম।	শক্তি।
অরাম-মেটা	৬
আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্	৩০
আর্ণিকা	৩,৩০
আইওডিয়াম্	৩০
আর্সেনিক	৩,৩০,২০০
ইউফ্রেসিয়া	৬
ইগ্নেসিয়া	২০০
ইউপেটোরিয়ম্	৩,৩০
ইপিকাক	৩০,২০০
একোনাইট	৩
এণ্টিম-টার্ট	৬
এসিটিক-এসিড্	৩০
এপিস	৬
এলুমিনা	৩০
এলোজ	৩০,২০০
এসাফিটিডা	৬
এমন-মিউর	৩০
এসিড্-নাইট্রিক	২০০
এসিড্-স্যালিসিলিক	৬
ওপিয়াম্	৩০,২০০
কেলি-সালফ্	৩০
কেলি-বাইক্রম্	৬
কলচিকাম্	২০০
কলোফাইলাম্	৩০
কলোসিন্থ	৬,৩০
ক্যাপ্‌সিকাম্	৩০

ঔষধের নাম।	শক্তি।
কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস্	৩০
কুপ্রাম্	৬
কষ্টিকাম্	২০০
কোনায়াম্	৩০
ক্যান্থারিস্	৬
ক্যামোমিলা	১২
ক্যাম্ফার	৬
ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব	৩০
ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস	৩০
কলিন্‌জোনিয়া	৬
ক্রোকাস	৬
গ্ল্যাণ্ডারিণ্	২০০
গ্র্যাফাইটিস্	২০০
চায়না	৩০,২০০
চেলিডোনিয়াম্	৬
জিঙ্কাম্	২০০
টেরিবিন্থ	৬
ড্রসেরা	৩০
ডালকামারা	৩০
থুজা	১২,৩০
নক্সভমিকা	৩০,২০০
নক্স-মস্কেটা	৩০
নেট্রাম-মিউর	২০০
পডোফিলাম্	৬
পালসেটিলা	৩০
প্লাম্বাম্	২০০

আবশ্যকীয় ঔষধের তালিকা।

ঔষধের নাম।	শক্তি।	ঔষধের নাম।	শক্তি।
ফস্ফরাস্	৩০	ল্যাকেসিস্	৬
ফস্ফরিক-এসিড্	৩০	স্কুইলা	৩০
ফাইটোলেক্কা	৩০	স্পঞ্জিয়া	৩০,২০০
ব্যারাইটা-কার্ব্ব	৩০	ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	৩০,২০০
বেলেডোনা	৩,৩০	ষ্ট্র্যামোনিয়াম্	৩০,২০০
ব্যাপিটিসিয়া	৩	স্যাঙ্গুইনেরিয়া	৩০
ব্রাইওনিয়া	৩০	সাইলিসিয়া	৩০,২০০
ব্রমিয়াম্	৩০	সালফার	৩০,২০০
ভিরেট্রাম্	৩০	সিম্ফাইটাম	৩
ভ্যাক্সিনিনাম্	২০০	সিকুটা	৩০,২০০
ভ্যারিওলিনাম্	২০০	সোরিনাম্	২০০
মার্কুরিয়াস-সল্	৬	সিপিয়া	৩০,২০০
মার্কুরিয়াস-ভাইবাস্	৬	সিনা	৩০,২০০
মার্কুরিয়াস্-কর	৩০	সিকেলি	৩০
মার্ক-প্রটো-আইওড্	২০০	স্যাবাইনা	৩০
মিলিফোলিয়াম্	৩০	সিমিসিফিউগা	৩০
ম্যালাণ্ড্রিনাম্	২০০	হাইওসায়েমাস্	৩০,২০০
রুটা	৬	হাইপারিকাম্	৬
রসটক্স	৩০	হিপার-সালফার	৬,২০০
লিডাম্	৬	হাইড্রোফোবিন্	২০০
লাইকোপোডিয়াম্	৩০	হাইড্রোসিয়ানিক্-এসিড্	৬

বাহ্যিক বা উপরে লাগাইবার ঔষধ।

আর্ণিকা, এচাইনেসিয়া, ক্যালেণ্ডিউলা, ক্যান্থারিস, বোরাক্স, রসটক্স, লিডাম্, সিম্ফাইটাম, সিয়ানোথাস্, হাইপারিকাম্।

এই পুস্তকের স্থানে স্থানে ঔষধের সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে ঐ সকলের পুরানাম সহজেই জানিতে পারা যায়, সেজন্য উহার তালিকা দেওয়া হইল না।

গো-জীবন

চতুর্থ ভাগ

বা

হোমিওপ্যাথিমতে পশুচিকিৎসা।

'Knowledge of a part of any science is better than ignorance of the whole.'

প্রথম অধ্যায়।

উদ্দেশ্য।

আজ-কা'ল হোমিওপ্যাথির প্রচার সর্ব্বত্র। বঙ্গের প্রায় প্রতি পল্লীতেই অনেক গৃহস্থ হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ রাখিয়া, তাহার সাহায্যে পরিবারবর্গের ও প্রতিবেশীগণের অনেক পীড়া নিজেরাই আরাম করিয়া থাকেন। ঐ সঙ্গে সেই সকল হোমিও-প্যাথিক্ ঔষধ দ্বারা গৃহপালিত পশুগণের সকল প্রকার পীড়া আরোগ্য করিবার উপায় জানা থাকিলে, আরও যে কত সুবিধা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। বড়ই দুঃখের বিষয় যে আজ পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথি-মতে পশু-চিকিৎসার্থ পুস্তক একখানিও মুদ্রিত

হয় নাই। হোমিওপ্যাথিক্‌ ঔষধে যে, মনুষ্যের ন্যায় পশু, পক্ষী প্রভৃতি জীবমাত্রেরই পীড়া সকল, অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য্য-ভাবে আরোগ্য হইতে পারে, ইহা আমাদের দেশে এখনও অনেকে অবগত নহেন। এক্ষণে সেই হোমিওপ্যাথিমতে পশু-চিকিৎসা-তত্ত্ব প্রচার করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

এই পুস্তকখানি মোটের উপর গোজাতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই লিখিত হইল, কিন্তু ইহার সাহায্যে গো, মহিষ, কুকুর, ছাগল, ঘোড়া প্রভৃতি সমুদয় পশুগণেরই চিকিৎসা করা যাইতে পারিবে।

হোমিওপ্যাথি।

"বিষস্য বিষমৌষধম্‌", "সমঃ সমং শময়তি" ইত্যাদি মন্ত্র সকল আমরা বহুকাল পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম। এ মন্ত্র আমাদের ভারতেই সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিত হইয়াছিল ; কিন্তু এ সাধনায় আমরা সিদ্ধিলাভ করিতে পারি নাই। এই সঞ্জীবনী মন্ত্রের অভাবে আমরা দিন দিন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিলাম। যেন অনিশ্চিত উপায়ে কোনরূপে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আসিতেছিলাম। স্থূলশক্তিসম্পন্ন ঔষধের সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের গত্যন্তর ছিল না। ভগবানের ইচ্ছায় ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা হানিমান পাশ্চাত্য দেশে হোমিওপ্যাথির মূলসূত্র ঐ মহামন্ত্র (Similia Similibus Curanter) প্রচার করেন। ইহার প্রায় ৫০ বৎসর পরে মহানুভব ডাক্তার বেরিণী ভারতে ঐ মুক্তিমন্ত্র সঞ্জীবিত করেন। আজ এই সূক্ষ্ম-শক্তি-প্রভাবে আমাদের দেহ

ও মন নূতন করিয়া গঠিত হইতেছে, আমাদের নষ্টস্বাস্থ্য আমরা আবার ফিরিয়া পাইতেছি। কৃত্রিম উপায়ে আমাদের রোগ-দমনের জন্য যে সকল আগন্তুক রোগ (ঔষধ-সৃষ্ট ব্যাধি) আমাদের দেহে সৃষ্ট হইয়া স্থায়ীরূপে বাস করিতেছিল, যে সকল নবাগত আশুপ্রাণনাশক তরুণ রোগ আমাদিগকে প্রবলবেগে আক্রমণ ও নিধন করিত, আজ তাহাদিগকে আমরা এই সাধনা-বলে সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত করিতে সমর্থ হইতেছি। বাধা, বিঘ্ন, বিদ্রূপ হোমিওপ্যাথির গতি রোধ করিতে পারে নাই। এখন হোমিওপ্যাথিক ঔষধের উপকারিতা আর কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। হোমিওপ্যাথির রোগারোগ্যকারিণী-শক্তিতেই জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে।

রোগ-নির্ণয়।

জীবদেহই রোগের বাসগৃহ ও ক্রীড়াক্ষেত্র। সুস্থ অবস্থার ব্যতিক্রম হইলেই তাহা রোগ বা অসুস্থতা। যে সকল কষ্ট-দায়ক লক্ষণ অসুস্থতা আনয়ন করে, সেই লক্ষণ সমষ্টিই রোগ। ঐ সকল লক্ষণ দূরীভূত হইলেই রোগও দূর হয়।

মানুষের চিকিৎসায় আমরা দুইপ্রকার উপায়ে লক্ষণ সংগ্রহ করিয়া থাকি।

১। রোগীর উপলব্ধিগত লক্ষণ (Subjective symptoms) অর্থাৎ রোগী যাহা বলিয়া থাকে।

২। চিকিৎসকের পরীক্ষাগত লক্ষণ (Objective symptoms), অর্থাৎ চিকিৎসক যাহা দেখিতে পান।

নানা স্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বেদনা, মনের ভাব, মুখের স্বাদ প্রভৃতি লক্ষণ কেবল রোগীই অনুভব করিতে পারে, রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই সকল লক্ষণ পাওয়া যায়। ঐ সকল লক্ষণ কেবল মানুষের চিকিৎসাতেই জানিতে পারা যায়, বাক্‌শক্তিহীন পশুগণের চিকিৎসায় তাহা সহজে জানিবার উপায় নাই। নিতান্ত শিশুগণ সেই সকল উপলব্ধিগত লক্ষণ (Subjective symptoms) প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়াই, শিশুগণের চিকিৎসা "গো-চিকিৎসা" নামে খ্যাত। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ যেমন শিশুদিগের ভাষা বুঝিতে সক্ষম হন, তদ্রূপ পশুগণ কথা কহিতে না পারিলেও তাহাদিগের মনোভাব কতকটা বুঝা যাইতে পারে। সেজন্য চিকিৎসা-শাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

মানুষের চিকিৎসাতেও উপলব্ধিগত লক্ষণ সকল রোগীতে পাওয়া যায় না। অনেক প্রকার রোগে যখন রোগী অজ্ঞান অচৈতন্য থাকে, তখন উপলব্ধিগত লক্ষণ একেবারেই পাইবার উপায় থাকে না। কিন্তু তাহাতে চিকিৎসার কোন অসুবিধা ঘটে না, তখন পরীক্ষাগত লক্ষণের সাহায্যেই চিকিৎসক সেই বাক্‌শক্তিহীন মৃতকল্প রোগীকে পুনর্ব্বার সুস্থতা প্রদানে সক্ষম হয়েন। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, উপলব্ধিগত লক্ষণ না পাইলেও কেবলমাত্র পরীক্ষাগত লক্ষণের সাহায্যেও রোগী আরাম করিতে পারা যায়।

যাহা হউক, পশুদিগের চিকিৎসায় পরীক্ষাগত লক্ষণই (Objective symptoms) প্রধান সহায়। মানুষের চিকিৎসাতেই হউক আর গরুর চিকিৎসাতেই হউক, বিশেষ মনো-

যোগের সহিত যিনি যত অস্বাভাবিক অবস্থা বা লক্ষণ সমূহ সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তিনিই চিকিৎসা-কার্য্যে তত শীঘ্র সফলতা লাভ করিতে পারিবেন। এই সকল লক্ষণ সংগ্রহ করিতে পারিলেই রোগ-নির্ণয় করা হয়। রোগের নাম লইযা ব্যস্ত হওয়া একরূপ অনর্থক। রোগী দেখিতে পারিলে, বোগ দেখিবার পূর্ব্বেই রোগী আরাম হইযা যায়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় লক্ষণ-সংগ্রহই রোগ-নির্ণয়; কারণ, বোগ-লক্ষণই রোগের নিদান।

ঔষধ-নির্ব্বাচন।

রোগীর লক্ষণ সকলের সমষ্টিই একটি বোগ। তাহাব ঠিক সদৃশ একটি ঔষধ নিরূপণ করিতে হইবে, অর্থাৎ রোগীব লক্ষণেব সহিত ঔষধের লক্ষণ ভাল করিয়া মিলাইযা ঔষধের ব্যবস্থা কবিতে হইবে। ঔষধের বাক্স দেখিয়া পৃক্রিশ্শন করিলে হইবে না, রোগী দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসায রোগের চিকিৎসা করিতে হয না, রোগীর চিকিৎসা করিতে হয়। রোগী যখন যেরূপ অবস্থায থাকিবে, তাহার ঔষধও ঠিক সেই রকম পাওযা যাইবে, খুঁজিয়া লইতে পারিলেই হয়। লক্ষণানুরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে, রোগ যাহাই কেন হউক না, রোগী আরাম হইয়া যাইবে। রোগীর লক্ষণের সহিত ঔষধের লক্ষণ ঐক্য করাকেই ঔষধ-নির্ব্বাচন বলা যায়।

পীড়ার লক্ষণের সহিত পুস্তকস্থিত ঔষধের লক্ষণ খুব ভাল-

রূপে মিলাইয়া ঔষধ দিতে পারিলে, অতি অল্প ঔষধে, এমন কি, দুই এক মাত্রায় অতি আশ্চর্য্যভাবে রোগ আরাম হইয়া যায়। লক্ষণ মিলাইয়া ঔষধ দিতে না পারিলে অর্থাৎ রোগীর লক্ষণে ও ঔষধের লক্ষণে পরস্পর ঐক্য না থাকিলে, সে ঔষধে রোগীর রোগ আরোগ্য হয় না। প্রকৃত ঔষধ দিতে বিলম্ব হয়, তাহা বরং ভাল, তথাপি যা তা ঔষধ (চোক বুজিয়া, শুধু ঠাকুর ধেয়াইয়া) দেওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। যতক্ষণ ঔষধ ঠিক করিতে না পারা যাইবে, ততক্ষণ ঔষধ দেওয়া আবশ্যক হইলে, কেবল দুগ্ধ শর্করা (Sugar of milk) অথবা অনৌষধি বটিকা (Unmedicated globules) ব্যবহার করাই সুযুক্তি।

এই পুস্তকের স্থানে স্থানে ঔষধ-নির্ব্বাচন-সঙ্কেত বিশদরূপে বর্ণন করা যাইবে।

ঔষধ খাওয়াইবার উপায়।

সুগার অফ্ মিল্‌ক্ (দুগ্ধ শর্করা) ও গ্লোবিউল্‌সের বটিকার) সহিত ঔষধ দেওয়াই ভাল। নূতন শিশিতে কতকগুলি 'গ্লোবিউল্‌স্ রাখিয়া যে কয় ফোঁটা ঔষধ দিলে তাহা উপযুক্তমত সিক্ত হইতে পারে, সেই পরিমাণ ঔষধ দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া লইলেই সকল বড়িগুলিতে ঔষধ লাগিয়া যায়। ঔষধ বেশী দেওয়া হইলে বড়িগুলি গলিয়া যায়। কতকগুলি সুগার অফ্ মিল্ক সাদা কাগজে ঢালিয়া তাহার উপর আবশ্যকমত কয়েক ফোঁটা ঔষধ দিয়া ভালরূপে মিশাইয়া লইয়া, তাহা [illegible] যে কয় মাত্রা দরকার, পৃথক্ কাগজে ভাগ করিয়া লইতে হয়। কেহ

কেহ ময়দার উপর ঔষধ ঢালিয়া খাওয়াইয়া থাকেন। পরিষ্কৃত জলপূর্ণ নূতন শিশিতে ঔষধ দেওয়া যায়, কিন্তু পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ জল পাওয়া কঠিন। এক চামচ জলই একবারের ঔষধ দিবার পক্ষে যথেষ্ট হয়। সর্ব্বাপেক্ষা সুগার অফ্ মিল্ক অথবা গ্লোবিউলস্ ব্যবহার করাই সুবিধাজনক এবং সচরাচর মফঃস্বলের চিকিৎসকগণ উহাই নিঃসন্দেহে ব্যবহার করেন। বর্ষাকালের সজল বাতাসে বড়ি গলিয়া যায়, সে সময়ে সুগার অফ মিল্ক ব্যবহার করাই ভাল।

ঔষধ দিবার জল, শিশি ও খাওয়াইবার কাচের গ্লাস বা পাথর বাটী, কাগজ, হাত প্রভৃতি অপরিষ্কার থাকিলে কিম্বা সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ সহযোগে ঔষধের গুণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ঔষধে রৌদ্র লাগাও দোষনীয়, সেজন্য ঔষধ দিবার সময় বা খাওয়াইবার সময় যাহাতে রৌদ্র না লাগিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ঔষধের বাক্সও নূতন, পরিষ্কৃত বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সযত্নে উত্তম স্থানে রাখা কর্ত্তব্য।

মাত্রা-নিরূপণ।

যেরূপ অগ্নির প্রত্যেক কণিকারই দাহিকা-শক্তি আছে, তদ্রূপ শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রত্যেক বিন্দুতেই রোগারোগ্যকারিণী শক্তি নিহিত আছে, কোনওরূপে একটু শরীরস্থ হইলেই হয়। ঔষধের মাত্রা যতই কেন হউক না, উহার নিকট রোগের ক্ষমতা নিশ্চয়ই পরাভূত হইবে।

যেমন পূর্ণবয়স্ক মানুষের পক্ষে গ্লোবিউলস্ ৬টি, বালকের

৪টি কি ২টি, আবার খুব ছোট শিশুর একটিও দেওয়া হয়, সেইরূপ পূর্ণবয়স্ক গো, মহিষের পক্ষে গ্লোবিউলস্ ১২।১৪টি, তদপেক্ষা অল্প বয়স্কের পক্ষে ৬, ৪ বা ২টি গ্লোবিউলস্ দেওয়া যাইতে পারে। গবাদির তিন বৎসর বয়স হইলেই পূর্ণমাত্রা দেওয়া যায়। জলে ঔষধ দিতে হইলে মানুষের এক ফোঁটা পূর্ণমাত্রা, কিন্তু গো ও মহিষের পক্ষে প্রত্যেক মাত্রায় ১০ ফোঁটা, ঘোড়ার ৬ ফোঁটা, কুকুব ও ভেড়া ছাগল প্রভৃতির দুই হইতে চাবি ফোঁটা পূর্ণমাত্রাব ব্যবহৃত হয। অল্পবয়স্কের পক্ষে অল্প মাত্রা।

পর্য্যায় প্রথা।

কোন কোন পীড়ায পর্য্যাযক্রমে (alternately অল্টার-নেট্লি) ঔষধ ব্যবহৃত হয। অল্পবিশ্বাসী এলো-হোমিওপাথ বা নূতন চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকেই কোন কোন রোগে দুই এক ঘণ্টা অন্তর পর্য্যাযক্রমে ঔষধ দিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বহুদর্শী চিকিৎসকগণেব মতে তাহা অত্যন্ত দোষনীয। এরূপ প্রথায় যে আরোগ্যে বিলম্ব ঘটে, তাহাতে সংশয় নাই। লক্ষণ মিলাইযা একটি ঔষধ দিতে না পারিলেই ২।৩টি ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার কবা আবশ্যক হইয়া পড়ে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতে হইলে এককালে ২।৩টি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া পরিশ্রমের দায হইতে মুক্তিলাভ করিতে যাওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

একোনাইটের সহিত বেলেডোনা, বেলেডোনা ও মার্কিউ-

রিযাস, ব্রাইওনিয়া ও ফস্‌ফরাস্, আর্সেনিক ও ভিরেট্রাম, নাক্স ও ইপিকাক্ প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধের পর্য্যায ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ফল কথা, বয়োবৃদ্ধির সহিত যেমন শৈশবের চপলতা আপনা আপনি ত্যাগ পায়, তদ্রূপ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্বে সঠিক জ্ঞানলাভ হইলে, পর্য্যায় ব্যবহারের আবশ্যকতা আপনিই অন্তর্হিত হয়।

প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ব্যতীত পর্য্যায় প্রথা পরিহার করা অপরের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে বলিয়াই বিবেচনা হয; বিশেষতঃ গৃহস্থের পক্ষে আরও অসম্ভব। সেজন্য এই পুস্তকের কতিপয স্থানে কোন কোন ঔষধের পর্য্যায় ব্যবহারের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইবে, কিন্তু পর্য্যাযক্রমের অর্থ কেহ যেন ২।১ ঘণ্টা অন্তর বদলাইযা দেওযা মনে না করেন;—দুই একদিন অন্তর বুঝিতে হইবে।

শক্তি-মীমাংসা।

মূল অরিষ্ট বা মাদার টিংচার হইতে ১২শ শক্তি পর্য্যন্ত নিম্নশক্তি (Lower potency লোয়ার পোটেন্সি), তদূর্দ্ধে উচ্চশক্তি (Higher potency হায়ার পোটেন্সি) নামে কথিত হয়। ঔষধ-নির্ব্বাচন বরং সহজ, শক্তি-নির্ব্বাচন আরও কঠিন ব্যাপার। রোগীর অস্বাভাবিক লক্ষণ সকল, যে ঔষধের লক্ষণের সহিত মিলিবে, সেই ঔষধের ব্যবস্থা করাই ঔষধ নির্ব্বাচন; আর রোগের অবস্থাটি নির্ব্বাচিত ঔষধের যে প্রকার শক্তির অন্তর্ভূত, সেইপ্রকার শক্তি-নিরূপণ করাই শক্তি-মীমাংসা

বা শক্তি-নির্ব্বাচন। শক্তি-নিরূপণ সম্বন্ধে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, তরুণ রোগে (একিউট্ ডিজিজ Acute disease) নিম্নশক্তি এবং পুরাতন রোগে (ক্রনিক ডিজিজ Cronic disease) ঔষধের উচ্চশক্তি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহার এরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। রোগের অবস্থা যিনি যে প্রকার বুঝিতে পারিবেন, শক্তি-নির্ণয়ে তিনি তত দূর ক্ষমতাবান হইবেন। এ বিষয়টি পীড়ার অবস্থা বিবেচনা করিয়া নিজে ঠিক করিয়া লইতে হয়। যদি ঔষধ-নির্ব্বাচনে সন্দেহ না থাকে. তবে শক্তি পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সচরাচর প্রথমে ৩০শ শক্তি প্রয়োগে উপকার না পাইলে নিম্নশক্তি ৩য় বা ৬ষ্ঠ ব্যবহৃত হয়, তাহাতেও উপকার না হইলে ২০০ শত শক্তি প্রয়োগ করা নিয়ম। যে যে পীড়ায় যে যে শক্তি সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তাহা সেই সেই চিকিৎসা-প্রকরণে উল্লেখ করা যাইবে। নিম্নশক্তি অধিকবার সেবন আবশ্যক হয়, উচ্চশক্তির দুই এক মাত্রাতেই ফল পাওয়া যায়।

ঔষধের পুনঃ প্রয়োগ।

কতক্ষণ অন্তর ঔষধ দিতে হইবে, এ বিষয়টির সম্বন্ধে ইহা নিরূপণ করা যায় যে, উৎকট তরুণ রোগে ৫, ১০, ১৫, ২০ মিনিট; আধঘন্টা এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। সামান্য রোগে ও অল্প দিনের পীড়ায় ২, ৪, ৬, ৮ ঘণ্টা অন্তর একবার ও পুরাতন রোগে ২৪ ঘণ্টা অন্তর একবার অথবা তিন চারি দিন কি সপ্তাহ অন্তর একবার, ঔষধ দেওয়া যায়। প্রায়

অধিকাংশ রোগেই দিন রাত্রে চারিমাত্রা ঔষধ সচরাচর দেওযা হয়। পীড়া যত আরাম হইয়া আসিতে থাকে, ঔষধও-বারে তত কম করিয়া দিতে হইবে। শেষকালে পীড়া আরোগ্য হইয়া গেলে, কয়েক দিন হোমিওপ্যাথিক টনিক (Sugar of milk সুগার অফ্ মিল্ক) দেওয়া ভাল।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধ।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক এই দ্বিবিধ উপাযে ঔষধ প্রয়োগ হয়। অধিকাংশ স্থলে কেবল আভ্যন্তরিক ঔষধেই রোগ আরোগ্য হইযা যায়, বাহ্যিক ঔষধের আবশ্যকই হয় না। কিন্তু আবার কোন কোন স্থলে কেবল বাহ্যিক অথবা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক দুই প্রকারই আবশ্যক হইয়া থাকে।

শক্তিকৃত ঔষধই আভ্যন্তরিক প্রয়োগ অর্থাৎ খাওযান হইয়া থাকে। বাহ্যিক প্রযোগে অর্থাৎ দেহের উপরে লাগাইবার জন্য ঔষধের মাদার টিংচার (O) বা মূল অরিষ্ট ব্যবহৃত হয়। ক্ষতাদিতে ব্যবহারের জন্য মলম (Ointment অয়েণ্টমেণ্ট), বাত প্রভৃতি রোগের জন্য মালিশ (Liniment লিনিমেণ্ট) এবং আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে পটি বাঁধিবার ও ঘা ধোয়াইবার জন্য আরক বা ঔষধের জল (Lotion লোশন) প্রভৃতি আবশ্যক হইয়া থাকে।

বাহ্যিক ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ে বিভিন্ন প্রকার সকল ঔষধই কিনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঔষধের মাদার টিংচার কিনিয়া ঘৃত, মধু, তৈল, জল প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া আবশ্যক-মত ঔষধ ঘরে প্রস্তুত করিয়া লইলে, খরচ অনেক কম হয়। সেজন্য ঔষধের মাদার টিংচার হইতে যেরূপে বাহ্যিক প্রয়োগের (For external use) ঔষধ সকল প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

মলম বা অয়েণ্ট্‌মেণ্ট্‌—সিম্পল অয়েণ্টমেণ্টের সহিত যে ঔষধের মাদার টিংচার বা অমিশ্র আরক মিশাইয়া লওয়া যায়, তাহা সেই ঔষধের মলম প্রস্তুত হয়। যেমন খানিকটা সিম্পল অয়েণ্টমেণ্টের সহিত পরিমাণ মত কয়েক ফোঁটা ক্যালেনডিউলা মাদার মিশাইয়া লইলে, ক্যালেনডিউলা মলম, আর্ণিকা মাদার মিশাইলে আর্ণিকা মলম প্রস্তুত হয়, ইত্যাদি। মলম ঔষধ ক্ষতাদি আরোগ্য জন্য লিণ্ট বা অভাবে নেকড়ায় মাখাইয়া ক্ষতস্থানে বসাইয়া দেওয়া বড়ই সুবিধাজনক হয় এবং ইহাতে ক্ষত সকল শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে। সিম্পল অয়েণ্ট-মেণ্টের অভাবে গব্যঘৃত, খাঁটি সরিষার তৈল প্রভৃতিতে ঔষধ মিশ্রিত করিয়া লওয়া যায়। মুখের ভিতরের ক্ষত আরোগ্য করিতে মধু সহযোগে ঔষধ দেওয়া ভাল।

মালিশ বা লিনিমেণ্ট—বক্ষঃস্থলের পীড়া, বাত রোগ প্রভৃতি যে সকল পীড়ায় ঔষধ মর্দ্দন করা আবশ্যক হয়, অথচ জলসহ ঔষধ প্রয়োগ অসুবিধাজনক ও অনিষ্টকর হয়, সেইরূপ

স্থলে গ্লিসিরিন, গব্যঘৃত বা খাঁটি সরিষার তৈল সহ ঔষধের মাদার টিংচার মিশাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

লোশন বা ঔষধের জল—সাধারণতঃ ১০ ভাগ জলে একভাগ ঔষধের মাদার টিংচার বা অমিশ্র আবক মিশাইয়া লইলেই ঔষধের জল বা লোশন প্রস্তুত হয়। কোন কোন স্থলে ১০ ভাগ জলে এক ভাগ ঔষধ মিশাইয়া আরও উগ্র বা ষ্ট্রং করিয়া লওয়া আবশ্যক হয়। সকল প্রকার ঘা ধোয়াইতে ও নেকড়া ভিজাইয়া কোনস্থানে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিতে ইহার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গো-পালন।

গো-পালন সম্বন্ধে গো-জীবন ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগে অনেক কথা বলা হইয়াছে, সুতরাং সে সমুদয়ের আর পুনরুল্লেখ করা হইবে না। এই পুস্তকে গোগণের খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থান প্রভৃতির অব্যবস্থা ও সুব্যবস্থা সম্বন্ধে স্থূল স্থূল কতিপয় বিষয়ের আলোচনা করা হইবে।

এখনও বঙ্গের ঘরে ঘরে গরু আছে, কিন্তু গ্রামে একটা ষাঁড় নাই। সকল গৃহস্থই যে গরীব তাহা নহে, কিন্তু অনেকেরই গরু অনাহারে থাকে। অধিকাংশস্থলেই ইহাদের প্রতি বড়ই

অযত্ন দেখা যায়। অনেকের গোয়ালঘরে গরুর জাব খাইবার মোচ্‌লা (ডাবা) পর্য্যন্ত নাই! সমস্ত দিন গরুকে যেখানে সেখানে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া, রাত্রে হয় ত দু-আটি খড় গরুর মুখের সম্মুখে এলাইয়া দেওয়া হয়, তাহাও যদি ছুণ দেয় তবেই, নইলে নয়। না আছে খাওয়াইবার ব্যবস্থা, না আছে থাকিবার ব্যবস্থা। স্বতন্ত্র চালা থাকা দূরের কথা, গোয়ালঘরের হয় ত খানিকটা দেওয়াল আছে, অবশিষ্ট ফাঁক। আবার গোয়ালের স্থানে স্থানে হয় ত এক হাঁটু গর্ত্ত। ঐ গর্ত্তের ভিতর গোবর ও চোনা সর্ব্বদাই জমিয়া থাকে, তাহা যথাসময়ে পরিষ্কৃত না হওয়ায়, গরুর পায়ে ও গায়ের নানা স্থানে ঐ সকল গোবর ও চোনা লাগিয়া, গোগণের নিয়ত অশান্তি উৎপাদন করে। বর্ষাকালে বৃষ্টি হইবার সময় ও শীতকালের দীর্ঘরাত্রিতে ইহাদের যে কি কষ্ট হয়, তাহা গো-স্বামীগণ দেখিয়াও দেখেন না। সন্ধ্যার সময় গরুগুলিকে গোয়ালে বাখিয়া গৃহস্থ নিশ্চিন্ত হয়েন। রাত্রে মশার কামড়ের প্রতিকার হয় না। এই সকল অযত্ন-পালিত গোগণের মধ্যে অনেকে দিনের বেলায় ভাল থাকে কিন্তু রাত্রে পীড়িত হয়। এই সকল গরু সমস্ত রাত্রি যে কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে, তাহা গৃহস্থ মোটেই জানিতে পারেন না। কোনও কোনও তরুণবয়স্ক গরু ঘাসের লোভেই হউক্‌ আর পেটের দায়েই হউক, অত্যন্ত দড়ি টানে, কিন্তু গৃহস্থ এইরূপ গরুর অভাব পূরণে মনোযোগী না হইয়া, শিঙ্গে দড়ি অথবা শিঙ্গে দড়ির সঙ্গে কাণেও বেড়ি দিয়া দেন, নয় ত মুখসের ব্যবস্থা করেন। একালে শিং-ভাঙ্গা গাই ও লেজ-ভাঙ্গা বলদ দেখিবার জন্য অধিক অনুসন্ধান করিতে হয় না।

এইরূপ গো পালন করায় মোটামোটি নিম্নলিখিত মত ফলাফল দেখা যায়।

১। গৃহস্থের নিজের ও দেশের দুধ ঘিএর অভাব পূরণ হয় না।

২। রীতিমত আহার, বাসস্থান ও চিকিৎসার অভাবে গরুগুলি জীর্ণশীর্ণ ও অস্থিচর্ম্মসার হয়।

৩। নানাবিধ রোগ ইহাদের শরীরে চিরস্থায়ীরূপে বাস করে।

৪। এই সকল গাভী প্রায়ই "বছরবিয়ানী" হয় না।

৫। যে সময়ের মধ্যে দুইটি বাছুর হইতে পারিত, সে সময়ে একটিমাত্র বাছুর হয় অর্থাৎ একটি গাভীর জীবনকাল মধ্যে ১২।১৩টি বিয়ানের স্থলে ৬।৭টি বিয়ানের বেশী হয় না।

৬। ঐ ৬।৭টি বাছুরেরও অধিকাংশ কেহ অল্পদিনে, কেহ বা ৭।৮ মাস কি ১০ মাস মধ্যে মরিয়া যায়।

৭। ইহাদিগের উৎপন্ন বৎসগণ জীবিত থাকিলে পিতা-মাতার অনুরূপই দৈহিক অবস্থা বা দোষগুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৮। বাছুর মরিয়া গেলে অনেকে নানা উপায়ে কিছু কিছু দুধ পাইবার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে।

৯। এই সকল অযত্ন-পালিত গাভীগণের দুগ্ধ পরিমাণে অতি অল্প হয়।

১০। ঐ দুগ্ধ স্বাস্থ্যপ্রদ হয় না, বরং অনেক সময় উহা পান করাতেই স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

এইরূপভাবে গরু পুষিয়া যে কতদিকে কত ক্ষতি হইতেছে,

তাহা একশ্রেণীর গৃহস্থগণ কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। অধিকন্তু তাঁহারা ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, "গরুকে খাইতে দিলে না হয় কিছু দুধ বাড়ে, কিন্তু না খাইতে দিয়া যে দুধ পাওয়া যায়, তাহা বিনাব্যয়ে কেবলই লাভ।"

গোয়ালারা লাভোদ্দেশে গাভী পুষিয়া থাকে। তাহারা দুধ বেশী পাইবার জন্য, দুধে সারবান পদার্থ অধিক জন্মিবার জন্য গাভীকে নানাবিধ খাদ্য খাইতে দেয়, কিন্তু যতদূর পারে দুগ্ধ দোহন করিয়া লয়। সেজন্য গোয়ালার বাড়ীর অধিকাংশ বাছুরই অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং অনেক বাছুর মরিয়া যায়। যেগুলি জীবিত থাকে, তাহারা উপযুক্ত পরিমাণে মায়ের দুধ খাইতে না পাওয়ায়, অপরাপর গৃহস্থের অযত্নপালিত গাভীর বাছুরের মতই গুণযুক্ত হয়।

খইল খড় খাইতে না পাইলেও যদি ভালরূপ চরাণি পায়, লতা, পাতা, ঘাস প্রভৃতি পেট ভরিয়া খাইতে পায়, তবে তত ক্ষতি হয় না; কিন্তু সেরূপ চরাণি ভূমি সর্ব্বত্র নাই এবং সকল সময় মাঠে ঘাস থাকে না ও চরাইবার সুবিধা হয় না। যে সকল দরিদ্র গৃহস্থ বা বিধবা স্ত্রীলোক গাভী পুষিয়া দুগ্ধ বিক্রয় করে, তাহারা অর্থাভাবে গরুকে খইল খড় প্রভৃতি খাদ্য খাইতে দিতে পারে না, কিন্তু প্রচুর ঘাস খাওয়াইবার ব্যবস্থা করে। অনেকানেক সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ অপেক্ষা ইহারা যত্নের সহিত গাভীর সেবা করে এবং ইহারা বাছুরের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখে, কিন্তু ইহাদিগের বাসস্থানের অব্যবস্থা থাকায় ও সকল দিনে সমান খাদ্যপ্রাপ্তির অভাবে, স্বাস্থ্য চিরদিনই খারাপ থাকে।

বকনা পোষাণি দেওয়ার প্রথা অর্থাৎ কাহাকেও বকনা

পুষিতে দিয়া প্রথম বিয়ানের পর ৭।৮ মাস গর্ভিণী হইলে ফিরাইয়া লওয়ার প্রথা সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। বকনাটি গাই হইয়া বাড়ী আসা একপক্ষের যেমন আনন্দদায়ক হয়, অপর পক্ষের তেমনই দুধ ফুরাইলে আর কোনও লাভ না থাকায়, সে গরুটিতে আর কিছুমাত্র যত্ন থাকে না। মোটের উপর, এইপ্রকার ভাগাভাগি প্রথার ফল অধিকাংশ স্থলেই ভাল হয় না, বরং স্থলবিশেষে এরূপ দুরবস্থা ঘটে যে, চুক্তির সময়ের পূর্ব্বেই রাখালি বা পারিশ্রমিক কিছু টাকা দিয়া বা হাঙ্গামা করিয়া গাভীটিকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিতে হয়।

বকনা বাছুর হইলে ভবিষ্যতের একটি গাই হইল ভাবিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু এখন এই আনন্দ প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে আন্তরিক না হইয়া মৌখিক হইয়া দাঁড়াই-য়াছে। বকনা বাছুর অপেক্ষা এঁড়ে বাছুরের মূল্য অধিক এবং দুধ ছাড়িলেই এঁড়ে বাছুর বিক্রী হয়, বকনা বড় হইলেও খরিদ্দার মিলে না। এই সকল কারণে এঁড়ে বাছুর হইলে তাহার প্রতি গৃহস্থগণ বকনা বাছুর অপেক্ষা ভিতরে ভিতরে অধিক যত্ন করেন। অনেক মুসলমান গৃহস্থের বাড়ীর এঁড়ে বাছুর একবেলার (রাত্রের) সমস্ত দুধ খাইতে পায়। এই প্রকার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ যাহারা স্বহস্তে গোরু অণ্ড মোচন করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যেও এঁড়ে বাছুরের আদর সমধিক দৃষ্ট হয়। এঁড়ে বাছুরের প্রতি ভিতরে ভিতরে এইপ্রকার যত্ন আছে বলিয়াই এখনও বঙ্গের কে কোন প্রকার বলদ কৃষি-কার্য্যে অপারগ হয় না। ইহারা মরা গরুর বাছুর না হইলে, আরও ভাল "হেলে" হইতে পারিত।

ফলকথা,—অপালনেই আমাদের দেশের ভাল ভাল গোবংশ খারাপ হইয়া গিয়াছে। গো-জাতির এইপ্রকার দুরবস্থার মূলে যতপ্রকার দোষ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে অপালন দোষই সর্ব্ব-প্রধান। সত্য বটে, আজকাল গরুকে উপযুক্তমত খাইতে দেওযায খরচ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক হইতেছে, কিন্তু দুগ্ধাদির মূল্যও পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে বর্দ্ধিত হওয়ায়, অতিরিক্ত খরচ করিয়াও প্রচুর লাভ ভিন্ন কিছুমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা যায় না।

বলদ বা হেলে গরুর ভালরূপ সেবা করিলে, তাহার ফল-স্বরূপ সেই গরুটিই সবল, সুস্থ ও কার্য্যক্ষম হয; কিন্তু গো জাতির শুভাশুভ, দেশের ও দশের মঙ্গলামঙ্গল গাভীর সেবার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহস্থ আপন আপন গাভীগুলির রীতিমত সেবা না করিলে, কিছুতেই গরুর উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না।

অনাহারক্লিষ্ট গোগণকে ভালরূপ যত্ন ও সেবা করিতে পারিলে, আবার সেই গরু সবল সুস্থ হইয়া আমাদের হিতসাধন করিতে পারে। খাইতে পায় না, অল্প দুধ হয়, এমন অনেক গরু ভাল লোকের বাড়ীতে আসিয়া, ভালরূপ খাইতে পাইয়া, অনেক দুধ দেয, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বাধীন জীবসমূহ স্বেচ্ছামত আহার বিহার করিতে পায়, কিন্তু গৃহপালিত পশুগণ গৃহস্থের সম্পূর্ণ অধীন। গৃহস্থ তাহাদিগকে যেমনভাবে রাখিবে, তাহারা তেমনভাবে থাকিবে। গৃহপালিত পশুগণের সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, তাহারাও গৃহস্থের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করে। জমিখানিতে যদি উপযুক্তমত সার দিয়া, যথাসময়ে কৃষিকার্য্যের প্রথামত কর্ষণ,

বপন, নিড়ান, সিঞ্চন প্রভৃতি কার্য্য করা যায়, তবে সে জমিতে ভাল ফশল না জন্মিয়া পারে না। তদ্রূপ যদি গাভীটিকে ভালরূপ সেবা করা যায়, তবে সে গাভীটিরও নিশ্চয়ই বেশী দুধ হইয়া থাকে।

এখন কি রকম করিয়া গো-পালন করিতে হয়, তাহাই দেখা যাউক। গরু পুষিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দুইটি থাকিবার স্থান চাই। তিনদিক ঘেরা ও লম্বা দিকের একদিক ফাঁক, অথবা লম্বাদিকের একদিক ঘেরা ও তিনদিক ফাঁক একখানি চালা এবং আর একখানি বেশ ঘেরাঘোরা অথচ বাতাস ও আলো যাতায়াতের সুবিধা থাকে, এমন গোয়ালঘর থাকা অতি আবশ্যক। একখানি লম্বা গোয়ালঘরের অর্দ্ধেকটা গোয়াল ও অর্দ্ধেকটা চালার ন্যায় প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে সম্যকরূপে উদ্দেশ্য সফল হয় না, স্বতন্ত্র থাকিলেই খুব ভাল হয়। চালাতে দিনের বেলায় জাব খাইবে এবং রাত্রে গোয়ালে জাব খাইবে। সেজন্য আবশ্যকমত গোয়ালে ও চালায় মেচলা বা ডাবা পুঁতিয়া লইতে হইবে। ইহাতে কোনও গরু অসুস্থ হইলে অতি শীঘ্র চালাখানিকে আবশ্যকমত ঘিরিয়া লইয়া, তথায় পীড়িত গরুকে স্বতন্ত্রভাবে রাখা যাইতে পারে। নচেৎ এমন অনেক পীড়া আছে, যে পীড়া অপর গরুগুলিকেও একত্রে থাকার জন্য আক্রমণ করিতে পারে। গরু পীড়িত হইবামাত্র স্থানান্তর করিবার উপায় না থাকাতেই, এখন সংক্রামক রোগে বহুসংখ্যক গরু মরিয়া যায়।

যে সকল দেশে প্রচুর জলজ ঘাস খাইতে দেওয়া হয়, তথায় বাহিরের কোনও স্বতন্ত্র উচ্চস্থানে ঘাস খাইবার জন্য

বাঁশ বা কঞ্চি চিবিযা ঘেরা প্রস্তুত করিযা দেওয়া ভাল। জাব, জল খাওয়াইতেই ডাবার দরকার।

এঁষে ঘা প্রভৃতি অনেক বোগ প্রায গোয়ালেব দোষেই হয়, সেজন্য গোয়ালের মেঝে পবিষ্কৃত, শুষ্ক ও উচ্চ হওয়া আবশ্যক। কোনও স্থানে গর্ত্ত হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ মাটি দিযা পূবণ কবিবা দিতে হইবে। চোনা ও গোধব গোযালে না জমে। বর্ষাকালে কি বৃষ্টি হইবার সময়, যখন গরু বাহিরে আসিতে পায় না, তখন গোয়ালেব মেঝেব প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কলিকাতা প্রভৃতি সহবাঞ্চলেব গোয়াল-ঘর-গুলি অতি সংকীর্ণ ও দবমায ঘেবা খোলাব ঘব। এখানে বর্ষাকালে মেঝেতে তক্তা পাতিযা দিবাব ব্যবস্থা করা হয়, ইহা কাদা মাড়ান চেয়ে ভাল। সহবেব ন্যায় আবদ্ধস্থানে গোসকল প্রকৃতই পিঞ্জবাবদ্ধ পাখীব ন্যায় থাকে।

পাখা দড়ি বা গলাসী চাবিগাছি এবং বাহিবে ঘাস খাইবাব জন্য গোঁজে বাঁধিয়া দিবাব লম্বা দড়ি বা দীঘ দড়া, শণেব ও হাতে ভাগা (আটখাইযের তেহারা) হইলে সচবাচব একটি গাভীর একবছব চলিতে পারে। যে সকল গরু দড়ি বেশী টানে, তাহাদের আবও কিছু বেশী লাগে। দীঘ দড়া ১০ হাত হইতে ১২ হাত এবং চালায় ও গোয়ালে বাঁধিবার পাখাদড়ি বা গলান ৬ হাত লম্বা হইলেই চলে। ঐ দড়িগুলি /২॥ সের শণে প্রস্তুত হইতে পারে। পাটের দড়ি শণ অপেক্ষা কম টিকে বলিযা আরও বেশী লাগে। নারিকেলের কাতার গলান হইলে, গরুব গলায় লাগে ও কাতার দীঘদড়া ছিঁড়িয়া গেলে জোড়া দেওয়ার সুবিধা হয় না। খারাপ শণের অনেক রকম

কলে ভাঙ্গা দড়ি আজ-কাল প্রায় দেশের সর্ব্বত্রই বিক্রয় হই-তেছে। এগুলি অল্পদিনের মধ্যেই ছিঁড়িয়া যায়। কোন কোন স্থানের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অনেক প্রকার গাছের ছাল পাকাইয়া সুন্দর দড়ি প্রস্তুত করে। এই দড়ি কমদিন টিকিলেও গরীবের পক্ষে মন্দ নয়। দড়ি ও খড় সম্বৎসরের দরকারমত এককালে সংগ্রহ করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য।

ঘাসের ন্যায় খড়ও গরুর প্রধান খাদ্য। যে সময়ে ঘাস পাওয়া যায় না এবং যে সকল গরুর ঘাস খাইবার উপায় নাই বা যাহারা বাহিরে কিছু খাইতে পায় না, সেই সকল গরুর পক্ষে খড় অত্যাবশ্যকীয় ও প্রধান খাদ্য। যে সকল গরু ঘাস খাইতে পায় না, তাহাদিগকে প্রত্যহ পাঁচ গণ্ডা খড (৪ ঝুড়ি) খাইতে দিতেই হইবে। যে গরু ঐ পরিমাণ খড় খাইতে পারে না, সেই গরুকে জীবন থাকিতেও মৃত বা "নাড়ী মরা গরু" বলা যায়। যত্নদ্বারা ক্রমশঃ আবার সেই গরু সুস্থতা পুনঃ প্রাপ্ত হইলে, অনায়াসে ঐ পরিমাণ খড় খাইতে পারে। ঐ হিসাবে একবৎসরে পাঁচ কাহন দশ পণ খড লাগে, কিন্তু পল্লীগ্রামে ৪/০ চারি কাহন খড় থাকিলেই একটি গাভীর যথেষ্ট হইতে পারে।

রাজসাহী প্রভৃতি বন্যাপ্লাবিত দেশে ধান আছড়াইয়া লইতে হয় না, গরুদ্বারা মাড়িয়া লওয়া হয়। সেজন্য ঐ সকল দেশে আটি খড় নাই। ঐ দেশে উলুখড়ে ঘর ছাওয়া হয়, সুতরাং খড় কেবল গরুর খাইবার জন্যই দরকার হইয়া থাকে। উহাকে পোল খড় (পোয়াল) বলা যায়। তথাকার লোকে এমনভাবে পোলখড় গাদা দিয়া রাখে যে, প্রচুর বৃষ্টিতেও নষ্ট হইতে

পায় না। আটি খড়ের মত ঐ খড় কাটিয়া দিবার প্রয়োজন হয় না, কেবল গাদা হইতে ফাড়িয়া ডাবায় দিলেই হয়। ঐ খড়ে খইল ভিজান ছিটাইয়া দিলেই গরুতে তাহা তৃপ্তি পূর্ব্বক খাইয়া থাকে। পোল খড়ের সঙ্গে জল না দিয়া পৃথক জল খাওয়ানই ভাল। আটি খড় কুঁচাইয়া খইল জল সহ দেওয়াই ঠিক।

স্নান করান একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। গরুকে বিশেষ যত্নের সহিত রাখিলেও উহাদের গায়ে গোময় ও গোমূত্র প্রভৃতি লাগা নিবারণ করা যায় না। তৎক্ষণাৎ ধোয়াইয়া না দিলে, তথায় তাহা শুকাইয়া যায়; তখন গরু উহা জিহ্বাদ্বারা চাটিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিলেও দুর্গন্ধ বশতঃ চাটিতে পারে না। গায়ে ঐ সকল ময়লা লাগিয়া থাকিলে গরু তখন বড়ই অশান্তি বোধ করে। সময়ে খাইতে না পাওয়া অপেক্ষা অপরিচ্ছন্ন থাকিলে অধিক কষ্ট হয় ও হানি করে। স্নান করাইয়া দিলে উহাদের গায়ের সকল প্রকার ময়লা দূর হইয়া যায়. লোমগুলি চিক্কণ, গাত্রত্বক স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্লিত হয়, দেখিতেও মন্দ হয় না। উহাতে সহজে পীড়িত হইতে পারে না। স্নান করাইবার সময় খেড়ের নুটি করিয়া গা রগড়াইয়া দেওয়া উপকারী। জলে নামাইয়া বা জল তুলিয়া (গৃহস্থ যাহা ভাল ও সুবিধাজনক বোধ করেন, সেইরূপেই) স্নান করাইতে পারেন। স্নানের পূর্ব্বে শৃঙ্গে সর্ষপ তৈল ও হরিদ্রা মাখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। স্নানান্তে গাভীর কপালে সিন্দূর দেওয়ায় পুণ্য হয়। শীত-কাল, অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে স্নানের আবশ্যকতা অধিক। পূর্ব্বাহ্নেই স্নানের সময় প্রশস্ত। সময় ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া যন জন

কিম্বা বেশীদিন অন্তর স্নান করাইতে হয়। শীতকালে খুব রৌদ্রের সময় অল্প গরম জলে ও ১০।১৫ দিন অন্তর স্নান করান ভাল কিন্তু গ্রীষ্মকালে ২।৩ দিন কি ৪।৫ দিন অন্তর ও শীতল জলে স্নান করান আবশ্যক। দুর্ব্বল বা পীড়িত অবস্থায় স্নান করান ভাল নহে, উহাতে হঠাৎ শরীরের উত্তাপ কমিয়া অসুখ হইতে পারে। কঠিন পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকার পরক্ষণেও স্নান করান ভাল নহে। শরীরের ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য প্রত্যহ ও সকল অবস্থাতেই ধোয়ান যায়।

প্রত্যেকবার জাবের সঙ্গে খইল দিতে হইবে। গোয়ালারা গাভীকে তিলের খইল খাওয়ায়। তিলের খইলে দুধে মাখম বৃদ্ধি হয়, ছানা বেশী হয়। এই সকল কারণে উহারা গাভীকে তিলের খইল খাইতে দেয়। গৃহস্থের পক্ষে সরিষার খইল মন্দ নহে। সরিষার খইলে দুধ কম হয়, এ কথা ততদূর ঠিক নহে। সরিষার খইলের ঝাঁজ বেশী হয়, উহাতে গরু জাব খায় ভাল। তিলের খইল সহ জাব বেশীক্ষণ থাকিলে, উহাতে একরূপ গন্ধ হয়, তাহা অনেক গরুতে খায় না। সরিষার খইল তেজস্কর, উহাতে গরুকে সবল রাখে ও দুধ ঘন হয়। আর একটি বিশেষ কথা এই যে, বরাবর যে গরু সরিষার খইল খায়, তাহার পীড়া অতি কম হয় ও বৎস সকলের তেজ বৃদ্ধি রাখে এবং বাছুরের আকার বড় হয়। অন্যান্য প্রকার খইলের কথা গো-জীবনী তৃতীয়ভাগে লিখিত হইয়াছে। খইল প্রত্যহ ১। পাঁচ পোয়া হিসাবে মাসে ১/ একমণ দেওয়া দরকার।

ভুষী খাওয়াইলে গরুর চেহারা ভাল হয়। ভুষী জাবের সঙ্গে দিতে হয় না, খইল ও ভাতের সঙ্গে দিতে হয়। বলদের

পক্ষে গমের ভুষী এবং গাভীর পক্ষে খেঁসারির ভুষী প্রশস্ত। প্রত্যহ আড়াই পোয়া বা মাসে আধমণ ভুষীর দরকার।

গৃহস্থ-ঘরে প্রত্যহ ভাত রাঁধিয়া দেওয়া ঘটে না। অনেক গৃহস্থের গাভী প্রসব হইলে চাউল বা খুদ রাঁধিয়া দিবার ঝোঁক ধরে বটে, কিন্তু সে ঝোঁক বেশীদিন থাকে না। যাঁহারা দুই একটি গাভী পুষিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি নিম্নলিখিত মত বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে মন্দ হয় না। প্রত্যহ বেশী না পারিলে পাঁচ ছটাক চাউল নিজেদের রাঁধিবার সময় ভাতের হাঁড়িতে বেশী লইয়া, সেই পরিমাণ ভাত ও ফেণটুকু বিয়ান গাইটিকে দিবার বন্দোবস্ত করিলে প্রত্যহই খাইতে পাইবে। সে হিসাবে মাসে ।০ দশ সের চাউল খরচ হয়। কোন কোন গোয়ালা বা গো-সেবা-পরায়ণ গৃহস্থ একদিনেই একসের পাঁচ পোয়া চাউলের বা খুদের ভাত দিয়া থাকেন। খইল, ভুষী, ভাত প্রত্যহ খাইতে দিলে গরুর দুধ কমিতে পায় না।

পল্লীগ্রামের অধিকাংশ স্থলে সময় সময় পরিষ্কৃত পানীয় জলের যেরূপ অভাব হয়, তাহাতে জলের সুবন্দোবস্ত করা অনেকের পক্ষেই নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। এই সকল অপরিষ্কৃত ও দূষিত জল পান করিয়া প্রতিবৎসর যে কত গরু অকালে মারা যাইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। যেখানে উপায় নাই, সেখানকার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যে সকল গৃহস্থ উপায় থাকিতেও বাড়ীর নিকটস্থ ক্ষুদ্র ডোবা প্রভৃতির অপরিষ্কৃত জল খাইতে দেন, তাঁহারা এ বিষয়ে একটু বিবেচনা করিবেন।

প্রত্যেকবার জাব দিবার সময় আধকলসী জলও দিতে হইবে। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালেই জল বেশী দেওয়া

দরকার হয়। ঘাসের সঙ্গে জল বা খইল কিছু দিতে হয় না। ছোট কাঁচা ঘাস আদত দিলেও চলে, শুষ্ক ঘাস দিতে হইলে খইল জল চাই।

গাভীকে প্রাতে ৬টা হইতে ৭টা, ১০টা হইতে ১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৭টা এবং রাত্রে ৯টা হইতে ১০টার মধ্যে জাব দিতে হইবে। প্রত্যেকবার জাবে আধ কলসী জল, এক পোয়া খইল ও এক ঝুড়ি খড় দিতে হয়। খইল, ভূষী, ভাত একত্রে রাত্রি ৭টা হইতে ৮টার মধ্যে গাই-দোহার পরই খাইবে। খইল এক পোয়া, ভূষী আড়াই পোয়া, ভাত অন্যূন পাঁচ ছটাক চাউলের ও সঞ্চিত ফেণ এই সময় খাইতে দিতে হইবে। ইহাই প্রতিদিনের নিয়মিত আহার। ইহা ব্যতীত অন্যান্য সময়ে অন্যান্য খাদ্যাদি যিনি যেপ্রকার খাওয়াইতে পারেন, খাইতে দিবেন।

একবারের জাব খাইতে এক ঘণ্টা লাগে। সকালে ৮টার পর ১০টা পর্য্যন্ত বাহিরে ঘাস খাইবার জন্য বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং বৈকালে ৩টার পর ৬টা পর্য্যন্ত বাহিরে বাঁধা বা চরিতে দেওয়া যায়। মেলা মাঠের সময় (যখন মাঠে শস্য থাকে না) দ্বিতীয় জাব না দিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চরিতে দিলে, অনেক গাভী দুধ দিবার সময় নড়ে।

বলদের পক্ষে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিবার অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে বা শেষরাত্রে প্রথম জাব দিতে হয়। আর যে সময়ে কৃষক জল খায়, তখন বলদকে খইল, [illegible], ভাত দিতে পারিলে ভাল হয়। খইল, ভূষী, ভাত [illegible] প্রত্যহ গাভীকে খাইতে দিলে, বরাবর সমান দু[illegible], বলদকে দিলে

কাজ বেশী করে। ভূষী দিতে না পারিলেও খইল ভাত দেওয়া চাই।

সচরাচর গাভীকে প্রত্যহ দুইবার দোহন করা হয়। প্রথম জাবের পর ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে ও তৃতীয় জাবের পর রাত্রি ৭টা হইতে ৮টার মধ্যে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে গো-দোহন করা আবশ্যক। যে গাভী বেশী দুধ দেয়, তাহাকে তিনবার দুহিতে পারা যায়। অধিক দুগ্ধবতী গাভীকে তিনবার না দুহিলে দুধ চড়িয়া (কমিয়া) যায়। অধিকবার দুহিলে দুধে জলীয় ভাগ বৃদ্ধি পায় ও সারাংশের ভাগ কমিয়া যায়। যদিও সারাংশের ভাগ অধিক থাকিলে সে দুগ্ধ অধিক পুষ্টিকর হয় কিন্তু জলীয় ভাগ অধিক থাকিলে সহজে হজম হয়। দুধে জল মিশাইয়া জলীয় ভাগ বৃদ্ধি করায় কিন্তু ঠিক এমনটি হয় না।

এখানে বলা আবশ্যক যে, যেপ্রকার খাইতে না দিলে গৃহস্থের প্রকৃতই অধর্ম্ম হয়, অনাহারে রাখা হয়, যে প্রকার সেবা করিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়, গরুগুলিকে জীবিত রাখা হয়, সেই প্রকার সেবার কথাই উল্লেখ করা হইল। কেহ যেন মনে না করেন যে, উহা অপেক্ষা অধিক খাদ্য দিতে নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

পথ্য।

পাশ্চাত্য দেশের পীড়িত গরুকে ভূষী (শুষ্ক বা জল সহ), ভূষীর সহিত মিশ্রিত আদত বা ভাঙ্গা জই অথবা সিদ্ধ করা জই, সালগাম ও গাজরের ছোট ছোট টুক্‌রা, কাঁচা বা শুষ্ক ঘাস, ক্লোভার (clover) নামক এক প্রকার চেরাপাতাযুক্ত চারা গাছ প্রভৃতি অল্প পরিমাণে খাইতে দেওয়া হয়।

আমাদের দেশের গরুগুলিকে নরম নরম কচি টাট্‌কা ঘাস, বাঁশ পাতা, ডুমুর পাতা প্রভৃতি অল্প পরিমাণে খাইতে দেওয়া হয়। খাইতে পারিলে খড়ও খাইতে পায়। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে অল্প গরম ভাতের মাড় (ফেণ) খাইতে দেওয়ায় উপকার হয়। মুখ বা গলগহ্বরের পীড়া থাকিলে ভাতের মাড়ই প্রধান পথ্য। খাইতে না পারিলে ঝিনুকে করিয়া অল্প অল্প পরিমাণে খাওয়াইবার চেষ্টা করা হয়। উদরাময় থাকিলে কচি কচি বাঁশপাতা, কুঁড়া প্রভৃতি সুপথ্য। অত্যন্ত উদরাময় থাকিলে ও উৎকট তরুণ রোগে পীড়ার কিছু উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত একেবারে খাইতে না দেওয়া বা অবস্থা বিবেচনায় অতি অল্প পরিমাণে দেওয়া কর্ত্তব্য। পরিস্কৃত ঠাণ্ডাজল পান করিতে দেওয়া ভাল, কিন্তু মুখের কিম্বা গলনলীর অথবা বক্ষঃস্থলের পীড়া থাকিলে, জল গরম করিয়া অল্প গরম গরম দেওয়ায় উপকার।

ঔষধ খাওয়াইবার অন্ততঃ আধঘণ্টা অগ্রে কিম্বা পরে কোনরূপ খাদ্য কিম্বা জল খাইতে দেওয়া উচিত নহে।

চতুর্থ অধ্যায়।

বসন্ত।

(SMALL POX স্মল পক্স)

বসন্ত অতি ভয়ানক রোগ। এই রোগের দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম, বিস্তারিত লক্ষণ ও এলোপ্যাথি, মুষ্টিযোগ প্রভৃতি মতে চিকিৎসা গো-জীবন ১ম ও ২য় ভাগে সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে। ঐ পুস্তক প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ঐ মতে চিকিৎসা করিয়া, অনেক গরু যে রক্ষা পাইয়াছে তাহাতে আর সংশয় নাই।

এলোপ্যাথি-মতে কেবল বাহের দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, বাহে না হইলে নিস্তার নাই। বসন্ত রোগে আপনিই রক্ত শ্লেষ্মা ভেদ হইয়া থাকে, সেজন্য প্রথমাবস্থায় বাহে বন্ধ হইবার লক্ষণ হইলে মৃদু বিরেচক ঔষধ প্রয়োগে বাহে করাইতে থাকা এবং পরে রক্তশ্লেষ্মা ২৪ ঘণ্টা ভেদ হওয়ার পর ধারক ঔষধে বন্ধ করিবার চেষ্টা করা, আর শুশ্রূষা ও সুপথ্য প্রদান, ইহাই ঐ মতের মুখ্য উদ্দেশ্য বা চিকিৎসা। হোমিওপ্যাথি ব্যতীত অন্য কোন চিকিৎসা-প্রণালীতে এ রোগের ঔষধ নাই বলিলেই

হয় ; কিন্তু হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসায় ইহার সকল অবস্থায় বিষ নষ্ট করিবার বা আরাম করিবার ঔষধ আছে।

এই রোগ সম্বন্ধে আমাদের দেশের অনেকেরই জানা আছে। এই রোগে গৃহস্থের লক্ষণ—হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা, আর ভগবানকে ডাকা। ইহা স্পর্শাক্রামক ও সংক্রামক। কেহ কেহ বলেন, বসন্ত রোগের বীজানু (Bacili) দুই শত বৎসরেরও অধিককাল জীবিত থাকে।

এই পীড়া প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যায় এবং তাহাদিগকে ছিটাবসন্ত ও লেপাবসন্ত বলা হইয়া থাকে। ছিটাবসন্তে গুটিকা বা ফুস্কুড়ী পৃথক পৃথক, আর লেপাবসন্তে দলবদ্ধ বা একত্রিত হইয়া বাহির হয়। ছিটাবসন্ত অপেক্ষা লেপাবসন্ত অধিক মারাত্মক।

বসন্ত রোগে অঙ্কুরায়মান, গুটিকা উদ্গম, পূঁজপূর্ণ ও শুষ্কাবস্থা, এই চারিটি অবস্থা ধরা যায়। গুটিকা উদ্গমকালে ও পাকিবার সময়ে শীত ও কম্প সহ জ্বর হয়। অঙ্কুরায়মান অবস্থায় বড় কিছু টের পাওয়া যায় না, দ্বিতীয় অবস্থাতেই রোগ প্রায় ধরা পড়ে।

ভাবিফল—নিউমোনিয়া, উদরাময়, রক্তভেদ, রক্ত প্রস্রাব, বড় বড় স্ফোটক প্রভৃতি অনেক উপসর্গ আসিতে পারে। গর্ভিনী থাকিলে প্রায়ই গর্ভ নষ্ট হয়। নিতান্ত অল্প বা অধিক বয়সে হইলে, আরোগ্য হওয়া সুকঠিন হয়।

চিকিৎসা—প্রথমাবস্থায়, জ্বর থাকিলে—একোন * ৩য় শক্তি।

---

* ঔষধের পুরা নাম পুস্তকের শেষভাগে পৃথক তালিকায় দ্রষ্টব্য।

চক্ষু লাল, উগ্রভাবাপন্ন, গলার দুই পার্শ্বের ধমনী লাফাইতে থাকে, খাদ্যগলাধঃকরণ কষ্টকর—বেল ৩য়, ৩০শ।

অবসন্নভাব, আমাশয়, মুখশ্রী বিবর্ণ, সান্নিপাতিক লক্ষণে—ব্যাপটি ৩য়।

অবসন্নভাব, পুনঃ পুনঃ ঢোঁক গিলিতে চেষ্টা, শ্বাসকষ্ট, স্থূলকায়—ভিরাট ৩০শ।

সান্নিপাতিক অবস্থা, কালবর্ণের রক্তস্রাব, জমাট রক্ত—ল্যাকে ৬শ।

অত্যন্ত কাশি, কিছু চিবানমত মুখ নাড়ে, চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, কোষ্ঠবদ্ধ—ব্রাই ৩০শ।

স্বরভঙ্গযুক্ত পুনঃ পুনঃ কাশি, গুটিকা পাকিবার সময়—এণ্টিটার্ট ৬শ।

হঠাৎ গুটিকা বিলোপ হইলে বা বসিয়া যাইলে—সালফা ৩০শ।

মুখের ভিতর গলায় ঘা, জিহ্বা স্ফীত, অত্যন্ত লালা নির্গত, রক্তমিশ্রিত ভেদ, গুটিকার পূঁজপূর্ণ বা পক্বাবস্থা, গ্রন্থীর স্ফীততা—মার্ক-সল ৬শ।

মুখমণ্ডল ও চোক অত্যন্ত ফুলা—এপিস ৬শ।

পক্বাবস্থায় স্ফোটক—হিপার ৬শ।

গুটিকাগুলি অতিশয় বড়—থুজা ১২, ৩০শ।

গুটিকার চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ এরিওলা—থুজা ১২শ।

গুটিকাগুলি পচনাবস্থাপন্ন—আর্স ৩০শ।

শীর্ণ শরীর, নিউমোনিয়ায—ফস ৩০শ।

চক্ষু-প্রদাহে—সালফা ৩০শ, মার্ক-কর।

ক্ষত শুষ্কাবস্থায় চুলকানি—সালফা ৩০শ।

ক্ষতের চটা উঠিতে দেরি হইলে—কেলি সালফ ৩০শ।

রোগান্তে দুর্ব্বলতা দূরীকরণে—চায়না ৩০শ।

বসন্ত রোগে আক্রান্ত গবাদিকে পৃথক ঘরে রাখিতে হইবে। ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু যাতায়াতের সুবিধা থাকা চাই। শীতকালে ঘরে অগ্নি রাখা কর্ত্তব্য। বসন্ত পাকিয়া গেলে এবং ফাটিয়া পূঁজ বাহির হইতে থাকিলে, কার্ব্বলিক লোশন (২০ভাগ জল সহ এক ভাগ কার্ব্বলিক এসিড্) দ্বারা ধোওয়ান ভাল এবং শুশ্রূষাকারী ও চিকিৎসকের ঐ কার্ব্বলিক লোশন দ্বারা গাত্র ধোওয়া কর্ত্তব্য। ঠাণ্ডাজল যতবার খাইতে চায়, তাহাতে বাধা দেওয়া ভাল নয়। যতদিন ক্ষতের চটা শুকাইয়া না যায়, ততদিন বাহিরে যাইতে না দেওয়াই ভাল।

জার্ম্মানির বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ কক্সাহেব টীকা দিয়া গোকুল রক্ষা করিবার উপায় স্থির করিয়াছেন। তদনুসারে বেল-গেছিয়ার গো-চিকিৎসক কর্ণেল রেমণ্ড সাহেব সন ১৩০৫ সালে এই টীকা ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আমরা জানি, টীকা দিয়া মানুষেরও যেমন ফলাফল দেখা যাইতেছে, গবাদিরও সেইপ্রকার ফলাফল দেখা যাইবে।

অপরাপর সুস্থ গবাদিকে ২০০শত শক্তির এক মাত্রা ভ্যাক্সিনিনাম্ ও অশ্বকে ম্যালান্ড্রিনাম খাওয়াইলে বসন্ত রোগ হইবার ভয় থাকে না। শুশ্রূষাকারী ও চিকিৎসক ২০০শত শক্তির ভ্যারিওলিনাম্ এক মাত্রা খাইয়া নির্ভয় হইতে পারেন।

বাতরোগ।

(RHEUMATISM—রিউমেটিজম)

সেঁতসেঁতে গৃহে বাস, অনাবৃত বা অনাচ্ছাদিত স্থানে রাত্রি যাপন, ঠাণ্ডা লাগা, জলে ভিজা, ইত্যাদি কারণ হইতেই প্রধানতঃ বাতরোগ জন্মে। পিতামাতার বাত রোগ থাকিলেও সন্তান-সন্ততির হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। গণোরিয়া বা প্রমেহ পীড়া হইতেও বাত রোগ জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ।—প্রথমতঃ গাভীর দুধ কমিয়া যায়। শুইলে উঠিতে পারে না। এক বা ততোধিক পায়ে অধিক ভর দিয়া অনম্যভাবে (পা না বাঁকাইয়া) বেড়াইতে থাকে, অর্থাৎ খোঁড়াইয়া চলে। আক্রান্ত সন্ধি সকল গরম, স্ফীত, অনম্য ও বেদনাযুক্ত হয়। ক্ষুধা থাকে না। প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। বিষণ্ণ ও অচেতনের আবির্ভাব হয়। রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত শীর্ণ হইতে থাকে। অবশেষে আক্রান্ত স্থান কঠিন বা শক্ত হইয়া যায়। চোক বসিয়া যায়, কর্ণ লম্বমান ও পৃষ্ঠ অর্দ্ধ গোলাকৃতি বিশিষ্ট হয়; ক্রমশঃ অত্যন্ত যাতনা প্রদর্শন করিতে থাকে। প্রায়ই শুইয়া থাকে, যদি নড়িতে বাধ্য করা যায়, তবে অতি কষ্টে ও অতি সাবধানে নড়ে বা চলে। শুইবার সময় পা মুড়িবার পূর্ব্বে অতি সাবধানে ভূমি স্পর্শ করে ও সেখানে শুইলে কষ্ট হইবে কি না তাহার বিশেষরূপ পরীক্ষা করে। রোগ নিতান্ত উৎকট হইলে প্লুরা প্রভৃতি অন্যান্য স্থান প্রদাহান্বিত হইতে পারে।

বাত রোগ দুই প্রকারের ধরা যায়। য্যাকিউট (Acute)

বা তরুণ ও ক্রনিক (Cronic) বা প্রাচীন। পুরাতন বাতে সচরাচর তরুণ বাতের ন্যায় জ্বর ও ঘর্ম্ম থাকে না এবং পুরাতন বাত অধিক বয়সেই আক্রমণ করে। অধিক বয়সে বাতাক্রান্ত গরুর কর্ণিয়া প্রদাহ Rheumatic Keratitis নামক এক প্রকার চক্ষুরোগ জন্মিয়া থাকে। হৃদ্‌পিণ্ড (Heart হার্ট) আক্রান্ত হইলেই বাত রোগে প্রাণ নষ্ট করিতে পারে।

এলোপ্যাথিক্ চিকিৎসায় আক্রান্ত স্থানে নানাপ্রকার ফোস্কা-কারক ঔষধ ব্যবহৃত হয়। এ রোগে আমাদের দেশীয় ঔষধ "দাগুনি পোড়া।" ডাঃ ব্রাউন সাহেব মানুষের পক্ষেও বাত রোগে উত্তপ্তলৌহ সংলগ্ন করা উপকারী বলেন। মনু বলিয়াছেন, চিকিৎসার্থ দাহাদি যন্ত্রণা দ্বারা যদি গোর প্রাণনাশ হয়, তবে পাপ হইবে না। ইহাতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই প্রকার পোড়াইয়া মারার প্রথা বহুকাল হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। একে রোগের যন্ত্রণা ও উত্থানশক্তিরহিত, তাহার উপর আবার চিকিসার ভীষণ যন্ত্রণা প্রদান! হাত পা বাধিয়া পোড়ান। ইহা চিকিৎসা কি অমানুষিক অত্যাচার তাহা ভাবিয়া বুঝিবার বিষয়। যাহা হউক, "ঔষধ কখন মিষ্ট নয়" এই চিরপ্রবাদ যেমন এখন অসত্য প্রমাণিত হইয়াছে, তদ্রূপ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রচলনে এই প্রকার দাহাদি যন্ত্রণা দিবার আবশ্যকতাও একেবারে বিদূরিত হইয়াছে।

এই রোগে বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য রসটক্স মালিস Rhus-tox Liniment এবং খাওয়াইবার ঔষধের মধ্যে রসটক্স ও ব্রাইওনিয়া প্রধান ঔষধ। চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলেই ব্রাইওনিয়া, আর নড়াচড়া করিলেই রসটক্স।

একোনাইট।—তরুণ বাত, চর্ম্ম গরম ও শুষ্ক, অত্যন্ত জ্বর ও পিপাসা বর্ত্তমান থাকিলে—৩য় শক্তি।

বেলেডোনা।—সন্ধি সকল স্ফীত, হঠাৎ পীড়ার বৃদ্ধি ও হঠাৎ উপশম, অত্যন্ত ঘর্ম্ম সহ জ্বর, চলিতে গেলে হোঁচোট লাগে—৩য়, ৩০শ।

ব্রাইওনিয়া।—সন্ধি সকল স্ফীত ও গরম, জ্বর, চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, নড়াচড়ায় বেদনাব বৃদ্ধি, কেহ নিকটে যাইলে পাছে নড়িতে হয় এই ভযে ভীত হয। অত্যন্ত কোষ্ঠ-বদ্ধ বা শুষ্ক কঠিন মল—৩০শ।

রসটক্স।—প্রথমে নড়িতে কষ্ট হয কিন্তু পরে আর নড়িতে কষ্ট হয না। ক্রমাগত নড়িলে উপশম বা ভাল থাকে। সেঁতসেঁতে স্থানে বাস, জলে ভিজা ও অত্যন্ত পরিশ্রমজনিত পীড়ার উৎপত্তি। সুস্থির থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি। ৩০ শক্তি সেবনে ও আক্রান্ত সন্ধির উপর রসটক্স লিনিমেণ্ট মালিশ করায় সত্বর সুস্থতা প্রাপ্ত হয। ব্রাইওনিয়া খাইতে দিযাও রসটক্স লিনিমেণ্ট ব্যবহারে শীঘ্র ফল পাওযা যায।

পালসেটিলা।—সন্ধ্যায ও রাত্রিতে বেদনার বৃদ্ধি এবং এক পা হইতে অন্য পায়ে বেদনা বিচরণ করে। পিপাসার অভাব।

ডোলকামারা।—ঠাণ্ডালাগা হেতু পীড়া, ঠাণ্ডা পড়িলেই অসুখের বৃদ্ধি।

---

* যে যে স্থলে শক্তির উল্লেখ নাই, তাহা পুস্তকের শেষভাগে "শক্তি নিরূপণ তালিকায়" দ্রষ্টব্য।

কলচিকাম।—নূতন বাত পুরাতনের আকার ধারণ করিলে, অথবা পুরাতন বাতে নূতন আক্রমণে।

নক্সভমিকা।—কোমরের আড়ষ্টতা থাকিলে এবং চলিবার সময় পা ফাঁক করিয়া চলিলে।

সালফার।—২।৪ দিন অন্তর একমাত্রা সালফার খাইতে দিলে পীড়া পুরাতন আকার ধারণ করিতে পারে না ও সত্বর আরোগ্যকার্য্যে সহায়তা করে।

ডাঃ এপস্ এর (Dr Epps) চিকিৎসিত একটি গাভীর বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিত হইল।

"১৮৪৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময়, লণ্ডনের প্রায় ৫ মাইল দূর হইতে একব্যক্তি একটি সাংঘাতিকরূপে পীড়িত গাভীর চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসিয়াছিল। ঐ গাভীতে নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল বর্ত্তমান ছিল ;—

১। পায়ের গাঁইটে (Joint) অত্যন্ত বেদনা।

২। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আড়ষ্টতা।

৩। গাভীটি আংশিকরূপে উঠিতে পারে, অর্থাৎ তাহার সম্মুখের পা দুটির সাহায্যে যতটা উঠিতে পারে উঠে, পিছনের পা তুলিতে পারে না।

৪। তাহার বেদনার জন্য নড়িতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু পশ্চাতের পায়ের শক্তির অভাবে উঠিতে গেলে পড়িয়া যায়।

৫। তাহার দুধ অত্যন্ত ঘন হইয়া গিয়াছে।

সে ময়দানে শুইয়া আছে, গোয়ালে আনা যায় নাই। গাভীটি অত্যন্ত শোকের সহিত কাঁদিতেছিল।

যে চিকিৎসক তাহাকে দেখিতেছিলেন, তিনি বিবেচনা

করিয়াছিলেন যে, উহার পালানের (Udder) রোগ হইয়াছে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিয়া পালানের মধ্যে এবং হাড়ের মধ্যেও বেদনা হইয়াছে।

গাভীটি ৬ সপ্তাহ হইল প্রসব হইয়াছে।

৫ আউন্স জলে এক ফোঁটা ব্রাইওনিয়া ৩য় শক্তি (এক ফোঁটা মাদার-টিংচারের দশলক্ষ অংশ) এবং ঐ পরিমাণ জলে নক্সভমিকা ৩য় শক্তি মিশাইয়া প্রত্যেক ঔষধের সিকি ভাগ মাত্রায় ৪ ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে খাওয়াইতে আদেশ করিলাম।

ঐ রাত্রেই গাভীটি গোয়ালের ভিতর চলিয়া গিয়াছিল এবং পরদিন তাহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখা গিয়াছিল।

আমি দেখার পূর্ব্বে ঐ গাভীটিকে রসটক্স ও পাল্‌সেটিলা খাওয়ান হইয়াছিল।”

মন্দাগ্নি বা পেটফুলা

(INDIGESTION—ইন্‌ডিজেস্‌শন্)

গরুর ন্যায় আরও কতকগুলি দ্বিখণ্ডিত-খুর-বিশিষ্ট পশু-গণকে খাদ্যদ্রব্য দ্বিতীয়বার চর্ব্বণ করিয়া লইতে হয়। নানা কারণে এই দ্বিতীয়বার চর্ব্বণ করার বা জাওর কাটার ব্যাঘাত জন্মিয়া পরিপাক-ক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটে। সকল জীবের পক্ষেই ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইতে অযথা বিলম্ব হইলে, খাদ্যবস্তু গাঁজিয়া (Fermentation) উদরাভ্যন্তরে বায়ু (Gas গ্যাস্) জন্মিয়া থাকে। যতই গ্যাস্ অধিক জন্মিতে থাকে, ততই পাকস্থলী

ও অন্ত্রসমূহ বায়ুপূর্ণ হইয়া উদর ফুলিয়া উঠে। পেট অত্যন্ত ফাঁপিলে বক্ষঃস্থলের যন্ত্রসমূহে চাপ পড়িয়া শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। ক্রমশঃ ভুঁড়ি (Paunch) এমন ফুলিয়া উঠে যে, শীঘ্র উপশম করিতে না পারিলে শ্বাসকষ্ট অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ও ত্বরায় মৃত্যু ঘটে।

আহার-দোষই ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। অস্বাস্থ্যকর অন্যায় আহার, বর্ষার প্রারম্ভে প্রথম বৃষ্টির পর নূতন লতাপাতা ও ঘাস প্রচুর পরিমাণে পেট পূর্ণ করিয়া খাওয়া, দূষিত ও অপরিষ্কৃত জলপান, অত্যন্ত ঠাণ্ডা বা রৌদ্রভোগ, কোন প্রকার চর্ম্মরোগ হঠাৎ বসিয়া যাওয়া, বহুকাল যকৃতের পীড়ায় ভোগা প্রভৃতি কারণে পেটফাঁপা জন্মে। পেটে আঙ্গুলের ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ যে বায়ুকর্ত্তৃক, তাহা বিলক্ষণ টের পাওয়া যায়।

ইহাতে পাকস্থালীর যন্ত্রণা, উদ্গার, বাতকর্ম্ম, পেটডাকা, পাতলা ভেদ, অক্ষুধা, জাওর কাটা বন্ধ, নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত, সর্ব্বদা সামান্য জ্বরের লক্ষণ, মস্তক অবনত, কর্ণ লম্বমান, অস্থিরতা, চতুর্দ্দিকে অনবরত নড়াচড়া, গবাদির পেছুনের পা ছোড়া, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ক্রমে দাঁড়াইবার শক্তিহীন হয় ও শুইয়া শুইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।

এই রোগ তরুণ ও প্রাচীন দুই প্রকারের ধরা যায়। সিমলা বা পশ্চিমা রোগ, পাকস্থালী ফুলিয়া উঠা প্রভৃতি রোগ, যাহা গো-জীবনের অন্যান্য খণ্ডে লেখা হইয়াছে, তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

পেটফুলা রোগে কলচিকাম, চায়না, কার্ব্বি-ভেজিটেবিলিস্ ও লাইকোপোডিয়াম প্রধান ঔষধ।

কলচি।—অহিতকর ও অতিরিক্ত ঘাস খাইয়া গরুর পেট ফুলিলে, কলচিকাম সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার ২০০শত শক্তি অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য করে। ডাঃ জে, রাস (Dr. J. Rash) কলচিকামের বড়ই পক্ষপাতী, এমন কি, তিনি গবাদির পেট ফুলায়, এই ঔষধ ব্যবহারই যথেষ্ট বিবেচনা করেন; কিন্তু তিনি ১ম শক্তি খাওয়াইতে বলেন।

চায়না।—শারীরিক রসের ক্ষয়, বহুল পরিমাণ রক্ত, পূঁজ, দুগ্ধ, লালা, শুক্র, মল প্রভৃতি নির্গমন হেতু জীবনীশক্তি কমিয়া গেলে, অত্যন্ত দুর্ব্বল শীর্ণ শরীর, পেট বায়ুতে এমন পরিপূর্ণ, যেন ঠাসা আছে, পুনঃ পুনঃ উদ্গার উঠে কিন্তু তাহাতে পেট ফাঁপের কিছুই উপশম হয় না, পরিপাকশক্তিহীন, যাহা খায় তাহাই গ্যাসে পরিণত হয়, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, যেন দমবন্ধের ভাব, ক্ষুধা নাই কিন্তু ভোজনকালে বেশ ক্ষুধা হয় বা খাইতে পারে, কৃমিগ্রস্ত।

কার্ব্ব-ভেজি।—অত্যন্ত খরতর রৌদ্র ভোগ হেতু পীড়া, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পীড়া শরীরে বদ্ধমূল হইয়া অন্যান্য রোগের উৎপত্তি, পাকস্থালীতে গ্যাস জমিয়া পেট ঢাকের মত হওয়া, পেট গড়্গড় করিয়া ডাকা, পাকস্থালীতে বেদনা, শয়নে বৃদ্ধি, জীবনীশক্তির অবসন্নাবস্থা, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট, খাবি খাওয়ার ন্যায় ভাব, প্রশ্বাস শীতল, হিমাঙ্গ, মৃতবৎ অবস্থা।

লাইকো।—যাহারা বহুকাল যকৃতের পীড়াগ্রস্ত, তাহাদের উদরে বায়ুসঞ্চয় হইলে, অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ হেতু খাইতে ব্যগ্র হয় কিন্তু সামান্য কিছু খাইবামাত্র পেট পূর্ণ বোধ হওয়ায় আর খাইতে পারে না, উদর মধ্যে অনবরত গ্যাস

জন্মিতে থাকে ও তজ্জন্য পেটের ভিতর নানাবিধ শব্দের উৎপত্তি, পাকস্থালী স্পর্শে বেদনা বোধ।

চায়নাতে সমগ্র উদরগহ্বরে, কার্ব্ব-ভেজিতে উপর পেটে এবং লাইকোতে নীচের পেটে বায়ু সঞ্চিত হয়। আর এক কথা—চায়নায় অজীর্ণতা বশতঃ ভুক্তবস্তু হইতে উৎপন্ন বায়ু, কার্ব্ব-ভেজিতে অজীর্ণতা এবং অন্ত্রের গাত্রোদ্ভূত দুষ্ট বায়ু কর্ত্তৃক পেট ফাঁপা। কার্ব্ব-ভেজিতে উদরাময়ের প্রবণতা, লাইকোতে কোষ্ঠবদ্ধের আধিক্য থাকে।

আহার দোষে—পাল্স্।

কোন চর্ম্মরোগ হঠাৎ বসিয়া গিয়া কিম্বা বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে সত্বর ভাল করাতে পীড়ার উৎপত্তি—সালফা।

বায়ু একস্থান হইতে অন্যস্থানে সরিয়া যায়—পাল্স্।

সামান্য নড়াচড়াতে প্রচুর ঘর্ম্ম—সাইলি।

পেটফুলা ও পেটে শূলবেদনার ন্যায় বেদনা—ক্যামো।

শুইলে পেট ডাকে—সিপিয়া।

প্রাতে ও আহারের পর বৃদ্ধি—নক্স।

আহারের পর ও রাত্রে বৃদ্ধি—পাল্স্।

পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল বাহ্যের চেষ্টা—নক্স।

অত্যন্ত অস্থিরতা ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা জলবৎ মল—আর্স।

বোকার মত স্থিরভাবে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে—নক্স।

অনেক সময় নক্স কিম্বা আর্স দুই একমাত্রা প্রয়োগেই আরোগ্য হয়। গাভীর ও বাছুরের পক্ষে এবং ঠাণ্ডাজনিত পীড়ায় ক্যামো বিশেষ ফলপ্রদ।

শূলরোগ বা পেটকামড়ানি।

(COLIC কলিক্)

এই রোগ অন্ত্রের আক্ষেপজনিত বেদনা। পেটের ভিতর নাভির চতুর্দ্দিকে হঠাৎ ভয়ানক অসহ্য বেদনা উপস্থিত হয়। কখন বা কতক সময়ের জন্য বেদনা স্থগিত থাকে, আবার খানিক পরে বেদনা প্রকাশ পায়। পেটে চাপ দিলে বেদনা কম বোধ হয়। ইহার সহিত জ্বর থাকে না। তীব্র ও দুষ্পাচ্য দ্রব্যাদি আহার, পেটফাঁপা, বাত রোগ, কোষ্ঠবদ্ধ, ঠাণ্ডা লাগা, ভয় পাওয়া, ঘর্ম্মরোধজনিত সর্দ্দি, কৃমি প্রভৃতি হইতে এই রোগ জন্মে। গরু অপেক্ষা ঘোড়ার এই রোগ অধিক হইতে দেখা যায়।

শূলরোগ হইলে অত্যন্ত লেজ নাড়িতে থাকে, বারম্বার পা ছোঁড়ে ও পেটের দিকে তাকাইতে থাকে, আপনা আপনি ঘোরে, কখন বা মাটিতে পড়িয়া যায় ও শুইয়া শুইয়া ঘুরিতে থাকে, পশ্চাতের পা দ্বারা পেটে আঘাত করে, একবার শোয়, একবার উঠে, অস্থিরতা, কিছুতেই সুস্থির হইতে পারে না; যখন কখন খানিকক্ষণের জন্য পা ছড়াইয়া চুপ করিয়া শোয়, পেটে চাপ দিয়া শোয়, আবার হঠাৎ বেদনা উপস্থিত হয়; অপর্য্যাপ্ত ঘাম হইতে থাকে, নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়; কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হঠাৎ মারা যাইতে পারে।

যাহাদের ঠাণ্ডা লাগিয়া এই পীড়া হয়, তাহাদের বড় ভয়াবহ হয় না, কয়েকদিন কষ্টভোগের পর ভাল হইয়া যায়। শেষাবস্থায় উদরাময় জন্মিতে পারে। কুকুরের হইলে তাহারা অত্যন্ত

অস্থির হয়, একস্থান হইতে অন্যস্থানে দৌড়াদৌড়ি করে, কখন বা শুইয়া শুইয়া চীৎকার করিতে থাকে।

অন্ত্র-প্রদাহ, অন্ত্র-বৃদ্ধি প্রভৃতি রোগের সহিত ইহার ভ্রম হইতে পারে। অন্ত্র প্রদাহে নিয়ত প্রবল জ্বর থাকে এবং টিপিলে বেদনানুভব করে এবং অন্ত্র-বৃদ্ধিতে জ্বর থাকে না কিন্তু নিয়ত বেদনা থাকে ও টিপিলে বেদনা বোধ করে, কিন্তু—বিরামশীল বেদনা এবং টিপিলে আরাম বোধ ও জ্বর না থাকা, শূলরোগ চিনিবার পথপ্রদর্শক লক্ষণ।

লক্ষণানুসারে একোনাইট, আর্সেনিক কিম্বা নক্সভমিকা প্রয়োগেই অধিকাংশ স্থলে উপকার পাওয়া যায়। উহাতে আরোগ্য না হইলে অন্যান্য ঔষধ সহ রোগের লক্ষণাদি মিলাইয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

একোন।—রোগের প্রথমাবস্থায়, শুষ্ক মুখ, প্রশ্বাস গরম, কাণ গরম কিম্বা ঠাণ্ডা, নাড়ী দ্রুত, অত্যন্ত অস্থিরতা, হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা হেতু বিশেষতঃ শরৎকালে। শক্তি ১ম, ৩য়।

আর্স—একোনাইটে উপকার না পাওয়ার পর ব্যবহৃত হয়। অত্যন্ত গরমের সময় অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জল পান করিয়া ও খারাপ খাদ্য খাইয়া পীড়া জন্মিলে। অস্থিরতা, ব্যাকুল-দৃষ্টি অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ জলপানে ইচ্ছা, দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা মল। শক্তি ৩০শ, ২০০ শত।

নক্স।—কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে নক্সভমিকার বড়ই আবশ্যক হয়। অতি ধীরে ধীরে চলিয়া বেড়ায়, তারপর অকস্মাৎ শোয় কিম্বা পড়িয়া যায়। অঙ্গের কোন স্থানে ফুলা দৃষ্ট হইলে, নক্স উৎকৃষ্ট ঔষধ। শক্তি ৩০শ, ২০০ শত।

ওপি।—কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং নক্স দ্বারা উপকার না পাইলে ওপিয়ম নির্দ্দেশিত হয। যদি মল খুব শুষ্ক ও শক্ত এবং কাল আঁধার মত রংএর হয়, তবে ওপি দেওয়া যায। প্রকৃত নিদ্রা হয না, অজ্ঞান অসাড় অবস্থা, হাত পা ছড়াইয়া মরার মত পড়িয়া থাকে, চক্ষু শিবনেত্র প্রায় বা অর্দ্ধ উন্মীলিত, শ্বাস-প্রশ্বাস ঘড়্‌ঘড়ীযুক্ত কিন্তু শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ, মলত্যাগে ইচ্ছা মাত্র নাই, পেট ফাঁপ, ভযপ্রাপ্তি হেতু পীড়া, স্থূলকায়, বৃদ্ধ বা অল্প বযস্কের পক্ষে ওপিযম অত্যন্ত সুফলপ্রদ। শক্তি ৩০শ, ২০০ শত।

প্লাম্বাম।—পিঠ বাঁকা হইযা যায, অতিশয় পেট বেদনা, মল ছাগলেব নাদিব ন্যায, অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ কিন্তু পেটের ফাঁপ নাই, সমস্ত শবীব বেদনাযুক্ত, অন্ত্রাবরুদ্ধতা (Intus-susception) হেতু ভযানক যন্ত্রণা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায বিশেষ উপকাবী। শক্তি ২০০ শত।

ক্যামো।—মল সবুজ আভাযুক্ত, পাতলা মল, বহুবার ভেদ হয, মাতার ও বৎসেব বোগ, অত্যন্ত অস্থিরতা, কান্না, সদাসর্ব্বদা শোয আর উঠে, কাণ ঠাণ্ডা, তলপেট ফুলা, অন্ত্রে বায়ু জন্মিযা শূলবেদনা, বাহে হওযার পব বেদনা একটু কমে, আঠার ন্যায লালা নির্গত হয়। শক্তি ১২শ।

কলচি।—প্রচুব নূতন ঘাস খাইযা পীড়া হইলে কলচিকাম উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী। তলপেটেব ফুলা বৃদ্ধি রাখে, বহুবাব পাতলা ভেদ, সরলান্ত্র ঠেলিযা বাহির হয়, পশ্চাতের পা দ্বারা বারম্বার পেটে আঘাত করে। শক্তি ২০০ শত।

ক্যান্থা।—প্রস্রাবের কষ্টকর অবস্থা, ফোঁটা ফোঁটা

প্রস্র ব, রক্তময় প্রস্রাব, প্রস্রাবত্যাগকালীন পুনঃ পুনঃ নড়িয়া বেড়ায়। শক্তি ৬ষ্ঠ।

কলো।—অতি ভয়ানক শূলবেদনা, হাত পা গুটাইয়া পেটে চাপ দিয়া শোয়। কোন ঔষধে উপকার না পাইলে কলোসিন্থ ব্যবহার করিবে। যদি কলোসিন্থ তাহার ঔষধ হয়, তবে সেবনের পর ২।৫ মিনিটের মধ্যে আশ্চর্য্যভাবে বেদনার উপশম হইয়া থাকে। শক্তি ৬ষ্ঠ।

বেদনা হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়—বেল।

কুঁজো হইতে পাবে না বা সোজা হইযা অবস্থিতি—ড্রসেরা।

উদরাময সংযুক্ত ও শুইযা থাকে—মার্ক-সল।

অত্যন্ত পেট ফুলা ও পেটে নানারূপ শব্দ হয, কোষ্ঠবদ্ধ—লাইকো।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপিতে থাকে—কুপ্রাম।

বেদনাব সময চলিযা বেড়ায়—ব্যাপটি, বস।

জলে ভিজা হেতু পীড়া ও জলবৎ ভেদ—ডালকা।

কুকুব প্রভৃতি মাংসাহাবী জীবেব পক্ষে—পাল্‌স্।

কোষ্ঠবদ্ধ।

(CONSTIPATION কনষ্টিপেশন)

মহাত্মা হানিমানের কৃপায় আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, কোষ্ঠবদ্ধ একটি স্বাধীন পীড়া নহে; ইহা অন্য রোগের একটি লক্ষণ বা উপসর্গ মাত্র।

শারীরিক অবস্থা এবং বর্ত্তমান পীড়ার অন্যান্য লক্ষণ ও উপসর্গাদির সহিত মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে, আর কোন গোল থাকে না। ঐ ঔষধই রোগীর সকল কষ্টকর লক্ষণের শান্তি করিয়া সম্পূর্ণ সুস্থতা প্রদান করিতে পারে। হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসায় আঁকা বাঁকা করিয়া একবার এটা, একবার ওটা, এরূপ ভাবে ঔষধ প্রয়োগ করা অপেক্ষা বিড়ম্বনার বিষয় আর কিছুই নাই! এজন্য বিশেষ পরিশ্রম করা আবশ্যক। রোগ লক্ষণের সহিত ঔষধ লক্ষণ মিলিলে পর তবে সেই ঔষধ প্রদান করা বিধেয়। ডাঃ মহেন্দ্রবাবুর টাইফয়েড্ ফিবার নামক গ্রন্থের "অন্ধকারে গুলি নিঃক্ষেপের কথা" মনে হয়। "যুদ্ধ অপেক্ষা ধৈর্য্য ধরিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইতে বাস্তবিকই কখন কখন অধিক সাহসের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু কাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছি,—লক্ষ্য বস্তু কোথায়—সেটি অগ্রে নিরূপণ করা ও জানা অতি আবশ্যক। উপযুক্ত সন্ধানে সূচের আঘাতও সাংঘাতিক, অন্যথায় কামানের গোলাও নিতান্ত অকিঞ্চিতকর হয়।"

অব্যায়াম বা নিয়ত একস্থানে থাকা, নিত্য একরূপ খাদ্য ভোজন, অহিতকর খাদ্যাদি আহার, মানসিক উৎকণ্ঠা, ভয়, শোক, অপ্রফুল্লতা, স্থানান্তর হইতে আগমন, অনিদ্রা প্রভৃতি এবং পুনঃ পুনঃ বিরেচক ঔষধ সেবন বা জোলাপ লওয়া, যকৃতের পীড়া, অন্ত্রে চাপ পড়া বা স্ফীত হওয়া, অন্ত্রাবরোধ বা অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা, অন্ত্র ছিন্ন হওয়া, অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষীণতা ইত্যাদি নানা কারণে কোষ্ঠবদ্ধ জন্মিয়া থাকে।

এলোপ্যাথি প্রভৃতি প্রাচীন চিকিৎসায় জোলাপ দেওয়া

প্রায় সকল রোগেই একটি অপরিহার্য্য প্রথা। কিন্তু "জোঁক, জোলাপ, ফস্ত খোলার" দিন আর নাই। "মলভাণ্ডং ন চালয়েৎ" ইহা আমাদের কবিরাজি শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে, কিন্তু এলোপ্যাথির ধাঁধায় পড়িয়াই হউক আর যে কারণেই হউক, কবিরাজগণও কঠিন কঠিন রেচক ঔষধ সমূহ ব্যবহার করেন। সুখের বিষয় যে, মহাত্মা হানিমানের প্রদর্শিত "সম লক্ষণ" সূত্রের সাহায্যে, এই সকল বিষময় প্রথার হাত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় হইয়াছে।

একজন এলোপ্যাথিক ডাক্তারের একটি ঘোড়ার কোষ্ঠবদ্ধ হয়, অবশ্য অন্য রোগও ছিল। ৪।৫ দিন বাহ্যে হয় নাই, সেজন্য তিনি জোলাপ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, মানুষ অপেক্ষা ঘোড়ার মাত্রা অবশ্যই কিছু বেশী দিতে হইবে এবং খাওয়াইবার সময় কতক পড়িয়া যাইতেও পারে, সে নিমিত্ত তিনি আরও কিছু বেশী পরিমাণ জোলাপের ঔষধ একটি গেলাসে লইয়া ৩।৪ জন লোকের সাহায্যে ঘোড়ার মুখ হাঁ করাইয়া মুখের ভিতর কলার পেটো দিয়া তাহার উপর ঢালিয়া খাওয়াইয়া দেন। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি প্রযুক্ত এবং মুখ হইতে পড়িয়া যাইবে ভাবিয়া সকল ঔষধই ঢালিয়া দেওয়া হয় এবং তাহা সমস্তই ঘোড়ার উদরস্থ হইয়া যায়। পরে ঘোড়ার দাস্ত হইতে লাগিল, ডাক্তার মহাশয় আনন্দিত হইলেন। ক্রমে অত্যন্ত জলবৎ ভেদ হইতে থাকিলেও তিনি ততদূর ব্যস্ত হইলেন না। রাত্রে ঘোড়াটির অত্যন্ত পিপাসা হয় এবং কোনও প্রকারে বাড়ীর নিকটস্থ পুকুরের ঘাটে জল খাইতে যায় ও সেইখানেই পড়িয়া ঘোড়াটি

মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সকালে ডাক্তার বাবু দেখেন, আস্তাবলে ঘোড়া নাই। অনুসন্ধানে দেখিতে পান, পুকুরের ঘাটে কর্ত্তা চার পা তুলিয়া মরিয়া আছে!

বিরেচক দ্রব্য সেবন বা গুহ্যদ্বারে প্রবিষ্টকরণ প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ে অন্ত্রপথে তৈলাক্ত বা উত্তেজনা জন্মাইয়া সত্বর বাহ্যে করান যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে মূলরোগের কিছুই হয় না; কেবল একটি লক্ষণের কতক সময়ের জন্য কিছু উপশম করা হয় মাত্র। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় "রক্ত হাগানর" ব্যবস্থা নাই বটে, কিন্তু "কোষ্ঠবদ্ধের ঔষধ নাই" এ কথা অজ্ঞ লোকেই মনে করিতে পারে। তবে ইহাতে গোল এই যে, যে কোষ্ঠবদ্ধ যে ঔষধের অধীন, সেই ঔষধই প্রযোগ হওয়া চাই। ঔষধ অনেক আছে বলিযাই, অনেক সময় ঠিক ঔষধ নির্ব্বাচিত হয় না, তজ্জন্য সুফল পাইতে বিলম্ব হইলে, হোমিওপ্যাথির উপর দোষারোপ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—অন্যান্য রোগ-লক্ষণের সহিত ঔষধের লক্ষণ মিলাইয়া ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। হয় ত এক মাত্রাতেই প্রযোজন সিদ্ধ হইতে পাবে। এজন্য বিশেষ ক্ষতিকর না হইলে, দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগে ২৪ ঘণ্টাও অপেক্ষা করা যাইতে পারে, অর্থাৎ ঔষধ সেবনের পর প্রায়ই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাহ্যে হইতে দেখা যায়। শীঘ্র ফল পাইবার আশায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঔষধ খাওয়ান ভাল নহে, তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা না আছে, এমন নয়।

কোষ্ঠবদ্ধ অধিকারে নক্সভমিকা, ব্রাইওনিয়া, এলুমিনা, ওপিয়ম ও সালফার সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। সচরাচর এইগুলিতেই

ফল পাওয়া যায়। প্রথমে নক্স, তারপর ব্রাই কিম্বা ওপির সঙ্গে মিলিতে পারে। উপরোক্ত ঔষধে উপকার না হইলে, তাহার পর অন্যান্য ঔষধের বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক হয়।

নক্সভমিকায় মল বহির্গত করিবার তরঙ্গ গতির (Peristaltic actionএর) অভাব, ব্রাইওনিয়াতে অন্ত্রের (Intestine এর), অভ্যন্তরস্থ যথোপযুক্ত রস ক্ষরণের (Secretionএর) অভাব, এবং ওপিয়মে অন্ত্রের অসাড়তা বা নিষ্ক্রিয়তা (Páralysis) হেতু কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে।

নক্স।—পূর্ব্বে কবিরাজি কিম্বা এলোপ্যাথিক প্রভৃতি ঔষধ খাইয়া থাকিলে, সর্ব্বাগ্রে নক্সভমিকাই নির্দ্দেশিত হয়। অতিরিক্ত আহার উগ্র বা বিষাক্ত খাদ্য আহার, গ্রীষ্মকালে প্রচুর ঠাণ্ডাজলপান, ব্যায়ামহীন বা নিয়ত একস্থানে ও বিশ্রাম অবস্থায় কালযাপন প্রভৃতি কারণে কোষ্টবদ্ধ বা কোন পীড়া জন্মিয়া থাকিলে, নক্সভমিকা প্রয়োগে, আরোগ্য হইয়া যায়। প্রাতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও ঘুমাইয়া পড়ে, পেট ফাঁপ বা পেট কল্‌কল করা, পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগ, বহু চেষ্টায় সামান্য মল নির্গমন, যাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ জোলাপের ঔষধ ব্যবহার করান হইয়াছে, ক্রুদ্ধ স্বভাব, যে ষাঁড়কে প্রতি মাসে পাঁচটির অধিক গাভী গর্ভিনী করিতে হয়। শক্তি ৩০শ, ২০০ শত। ইহার ২।১ মাত্রার বেশী ব্যবহার ভাল নহে এবং রাত্রি ৮টার সময় সেবনে কার্য্য ভাল করে। অনেক গৃহস্থ এলোপ্যাথিক ধরণে নক্সকে জোলাপের ঔষধ মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফল না পাইলে কেহ কেহ বলেন, "নক্স খাইলে ফক্স (Fox) হয়।"

ব্রাই।—গ্রীষ্মকাল, ঠাণ্ডা লাগিয়া কোষ্ঠবদ্ধ, ক্রুদ্ধস্বভাব, বাতাক্রান্ত ধাতু, মলত্যাগে ইচ্ছা নাই বা চেষ্টারাহিত্য, অন্ত্রের *শৈষ্মিক ঝিল্লির নিঃস্রবের অল্পতা হেতু একপ্রকারের কোষ্ঠবদ্ধ,* ক্ষুধা কম, মল বৃহৎ, শক্ত ও শুষ্ক, অতি কষ্টে মল নির্গত হয়। শক্তি ৩০শ। সন্ধ্যার পর ও প্রাতে কার্য্যকারী।

এলু।—অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা, পাতলা মলও অতি কষ্টে বহির্গত হয়। ব্রাইওনিয়ার অগ্রে বা পরে এলুমিনা ব্যবহার হইলে হিতকারী হয়। ব্রাইওনিয়ায় উপকার না পাইলে একমাত্রা এলুমিনা দেওয়ার পর অতি সত্বর বাহ্যে হয়। শক্তি ৩০শ। অপরাহ্নে ভাল কার্য্য করে।

ওপি।—অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ, অন্ত্র সমস্ত একেবারে অসাড়, কিছুতেই বাহ্যে হয় না, পেট ফাঁপা, মলত্যাগে ইচ্ছামাত্র নাই, চক্ষু অৰ্দ্ধনিমীলিত, ভয়প্রাপ্তি হেতু পীড়া, সৎস্বভাবান্বিত ও স্থূলকায়, বিশেষতঃ বৃদ্ধ ও অল্প বয়স্কের পক্ষে। শক্তি ৩০শ। প্রাতে ও রাত্রে সেবনে অধিক উপকারী।

সালফা।—কোষ্ঠবদ্ধ স্বভাব অর্থাৎ মাঝে মাঝে কোষ্ঠবদ্ধ হয়। শক্তি ৩০শ। নক্সভমিকার কার্য্যের সাহায্যকারী।

যাহারা নিয়ত একস্থানে থাকে—নক্স।

মল ভেড়া বা ছাগলের নাদির ন্যায়—ওপি, প্লাম্বা।

"দুগ্ধপোষ্যের অতি কষ্টে মল নির্গমন—ভিরাট।

শূল রোগীর অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ, কিছুতেই বাহ্যে হয় না—কলিনজো।

কঠিন গোলার ন্যায় মল, অতি কষ্টে ও চেষ্টায় নির্গত, গুহ্যদ্বার ফাটিয়া যায়—গ্র্যাফা।

গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ—সিপি।

মলদ্বারের নিকটে আসিয়া মল খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়—এমনমিউর।

উদরাময়।

(DIARRHŒA. ডায়েরিয়া)

ইহাতে বারম্বার পাতলা ভেদ হইতে থাকে। অস্বাস্থ্যকর খারাপ খাদ্য খাওয়া, অতিরিক্ত আহার বা অসময়ে আহার, অত্যন্ত রৌদ্র বা ঠাণ্ডা ভোগ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, দুর্গন্ধ বা দূষিত বায়ু-সেবন, দূষিত জলপান, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, আর্দ্রভূমিতে শয়ন প্রভৃতি এই রোগের কারণ মধ্যে গণ্য। অনেক প্রকার রোগের সহিতও উদরাময় দেখা যায়। বিরেচক ঔষধ সেবনে বা বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণেও উদরাময় জন্মে।

একোন।—রোগের প্রথমাবস্থায় একোনাইট প্রায় সকল প্রকার রোগ আরাম করিতে কিম্বা রোগের উগ্রতা হ্রাস করিয়া দিতে পারে, এজন্য প্রায় যে কোন রোগের প্রথমাবস্থায় অস্থিরতা থাকিলে একোনাইট ব্যবস্থা করা যায়। যখন দেখা যায়, রোগী নিস্তেজ, অবসন্ন, কিছুমাত্র ব্যাকুলতা নাই, তখন অবশ্যই একোনাইট ব্যবস্থেয় হইতে পারে না। প্রাচীন রোগেও কখন কখন তরুণ আক্রমণের মত একোনাইটের লক্ষণ সকল

দেখিতে পাওয়া যায়, তখন একোনাইট প্রযোগ করিবে। মল পরিমাণে অল্প, বায়ু-নিঃসরণ সহ মল নির্গত হয়, শ্লেষ্মাময়. রক্তময় মল অথবা ডাহা রক্ত, যদি জ্বর, পেট বেদনা, পিপাসা, অস্থিরতা থাকে এবং দিনেব বেলা গরম ও রাত্রে ঠাণ্ডা বাতাস বয়, তবে একোনাইট প্রয়োগেই আরোগ্য হইয়া যায। প্রায অধিকাংশ স্থলেই একোনাইট ৪৮ ঘণ্টাব মধ্যে উপকার করে, ঐ সময়ের মধ্যে উপকার না পাইলে ঔষধান্তরের সাহায্য লইতে হয।

নক্স।—যদি বিরেচক ঔষধ বা বিষাক্ত গাছ গাছড়া খাইযা ভেদ হইতে থাকে, তবে নক্স ২০০শত শক্তি প্রয়োগ হওয়া হিতকর। কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাময বা রক্তামাশয় যাহাই হউক, যদি ঘন ঘন মলত্যাগেব বেগ থাকে, অথচ অতি সামান্য মাত্র মল বা আম নির্গত হয, তখন নক্স নিশ্চযই উপকার করে।

ব্রাই।—যদি দেখা যায়, অস্থিরতা নাই, নড়িতে চাহে না, পাশের দিকে মাথা রাখিযা চুপ কবিযা শুইযা থাকে, পর্য্যাযক্রমে উদবাময ও কোষ্ঠবদ্ধ অর্থাৎ কিছুদিন ধরিযা কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, আবাব কিছুদিন উদরাময হয, ঠাণ্ডাব পর গবম পড়িলে বা গ্রীষ্মেব পর ঠাণ্ডা লাগায।

ক্যামো।—তলপেট ফুলা, সবুজ বর্ণের আভাযুক্ত মল, শ্লেষ্মা মিশ্রিত মল, অত্যন্ত অস্থিরতা, রাত্রে বৃদ্ধি, বাছুরের উদবাময়, দন্তোদ্গমকালীন পীড়া, একা ক্যামোমিলাই আরাম করে।

চায়না।—পেট ফাঁপা, মলে অজীর্ণ খাদ্যের অংশ থাকে,

একদিন অন্তর একদিন পীড়ার বৃদ্ধি, মলত্যাগকালীন যাতনা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, অক্ষুধা, কৃমিগ্রস্ত।

সিনা।—পুনঃ পুনঃ নাকের অভ্যন্তরে জিহ্বা প্রবেশ, কৃমিগ্রস্ত।

এলোজ।—জলবৎ বহু পরিমাণ ভেদ, অত্যন্ত পেট ডাকে, অসাড়ে ও বোতল হইতে জল পড়ার ন্যায় শব্দে ভেদ হয়। এলোজে উপকার না হইলে পডো দেওয়া যাইতে পারে।

ইপিকাক্।—মলের বর্ণ কাল, রক্ত ও মিউকাস মিশ্রিত থাকে ও ফেণা জন্মে, শরৎকালের উদরাময়।

কল্‌চি—বহুদিন অনাবৃষ্টির পর বৃষ্টি হওয়াতে প্রচুর পরিমাণে নূতন ঘাস খাইয়া পীড়া হইলে।

কার্ব্ব-ভোজ।—অত্যন্ত রৌদ্রভোগ বা টিনের ঘরে বাস হেতু পীড়া, অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা মল, অসাড়ে নির্গত।

ডাল্‌কা।—গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা জলে ভিজিয়া পীড়া।

রস্‌।—জলে ভিজা, ঠাণ্ডালাগা, অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু পীড়ার উৎপত্তি। পাতলা মল সহ চাপ চাপ শ্লেষ্মা থাকে, প্রস্রাব পরিমাণে অল্প ও বারে বেশী, বেদনার সময় সুস্থির থাকিতে পারে না।

মার্ক-সল্‌।—মলে শ্লেষ্মা ও রক্তমিশ্রিত এবং ফেণা থাকে। ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া, বহুবার ভেদ, মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে কোঁথ পাড়ে, মুখে ঘা থাকিলে ও প্রচুর লালা নির্গত হইলে, মার্ক-সল অমোঘ ঔষধ।

পালস্।—নানা রকমের মল, অজীর্ণ মল, আহারের দোষে পীড়া, পেট ডাকিবামাত্র ভেদ হয়, পিপাসা নাই।

আর্স।—অস্বাস্থ্যকর আহার হেতু, জলবৎ বেদনাশূন্য বা বেদনাযুক্ত ভেদ, মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, অতিশয় দুর্ব্বলতা, প্রাচীন উদরাময়, পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে জল খায়। পালসেটিলার পর আর্সেনিক প্রয়োগ হিতকর। আর্সেনিক সহ ভিরাট্রাম পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়।

ভিরাট।—প্রচুর জলবৎ মল ও অতি বেগে নিঃসারিত, কপালে ঘর্ম্ম, ওষ্ঠ নীলবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, পেটকামড়ানি, প্রচুর পরিমাণে জল খায়। গবাদির কলেরার ন্যায় রোগ হইয়া যখন এক সময়ে অনেক গরু মরিতে থাকে, তখন আর্সেনিক ও ভিরাট্রাম পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া অনেক গো রক্ষা করা যাইতে পারে।

ফস্।—প্রাচীন উদরাময়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। শরীর শীর্ণ, দুর্ব্বল, বৃদ্ধ বয়স। গুহ্যদ্বার সঙ্কোচ করিবার শক্তি থাকে না, অসাড়ে অত্যন্ত পাতলা ভেদ। আর্সেনিকের পর ফস্ফরাস্ বিশেষ উপকারী।

সাল্ফা।—তরুণ রোগে যেমন একোনাইট, প্রাচীন রোগে তেমনই সালফার উপকারী। প্রাচীন উদরাময়ে বিশেষতঃ যদি চর্ম্মরোগ হঠাৎ লুপ্ত হওয়ায় বা বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে সত্বর ভাল করায় উদরাময়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুনির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার পাওয়া না গেলে, একমাত্রা সালফার প্রয়োগে সত্বর সুফল লাভ হইয়া থাকে।

নাড়ী ক্ষীণ বা লুপ্ত, অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইতে থাকা—কার্ব্ব-ভেজি।

পূঁজের মত মল, মার্কিউরিয়াসে ভাল না হইলে সাইলিসিয়া নির্দ্দেশিত হয়। কিন্তু ইহারা পরস্পর বিপরীত সম্বন্ধ (Inimical) অর্থাৎ উভয়ে উভয়ের অনিষ্টকারী, এজন্য মাঝখানে একমাত্রা সালফার খাওযাইতে হয়।

কোনও প্রকার উদ্ভেদ প্রকাশের পর উদরাময—পালস্, আর্স, মার্ক, সালফা।

মল চুযাইয়া পড়িতে থাকে—ফস্।

মলের সঙ্গে কৃমি—সিনা, চায়না।

সরলান্ত্র বা গোগুল (Rectum) বাহির হওয়া—পডো।

অগ্নিদগ্ধ হওযার পর উদরাময—আর্স।

হঠাৎ আকাশের পরিবর্ত্তনে—একোন।

চরম বা অন্তিম অবস্থায় নীতপ্রায় রোগীও কার্ব্ব-ভেজি প্রযোগে আরোগ্য হইয়া যায।

রক্তামাশয়।

(Dysentry. ডিসেণ্ট্রি)

পুনঃ পুনঃ পাতলা ভেদ হইতে থাকিলে তাহাকে উদরাময বা ডায়েরিয়া এবং তৎসহ আম ও রক্তমিশ্রিত থাকিলে রক্তামাশয় বা ডিসেণ্টি্র বলা যায়। রক্তামাশয়ে শুদ্ধ আম কিম্বা কেবল রক্তও ভেদ হয়। পীড়া কঠিন হইলে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (Mucus membren) পর্য্যন্ত পচিয়া যায়। রক্তামাশয় রোগীর মলমূত্র কোনওরূপে অপরের উদরে প্রবেশ করিলে

এবং মলমূত্র হইতে উদ্গত বায়ু নিশ্বাস-সহকারে শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, এই পীড়া বহুব্যাপকভাবে অনেকের প্রাণনষ্ট করিতে পারে। উদরাময়ে পেটবেদনা থাকে, রক্তামাশয হইলে কুন্থন ও মলদ্বারের যন্ত্রণাদি বড বেশী হয। জ্বর হয, সরলান্ত্রে ক্ষত হয। রক্তামাশয এক সপ্তাহ স্থাযী হইলেই তাহাকে "গ্রহনী" বলে, নাডীতে ঘা হইয়া যায। যে যে কাবণে উদরাময় রোগ উৎপন্ন হয, সেই সকল কাবণে বক্তামাশযও জন্মে। আহারাদির অনিযমেই এই সকল পাকস্থালীব পীড়া জীবের দেহ অধিকার কবে।

এই বোগে উদবাময়ের লিখিত ঔষধ সকল লক্ষণানুসাবে প্রযোগ হইতে পাবিবে। গা অত্যন্ত গরম, পিপাসা ও অস্থিরতা লক্ষণে দুই দিন একোনাইট প্রযোগেই আরোগ্য হইয়া যায়। প্রাচীন বক্তামাশযে একমাত্রা সালফাব পীড়া আবাম কবিয়া দিতে পাবে। মল সহ বক্তশ্লেষ্মা ও মুখ হইতে লালা নির্গত হইলে মার্ক-সল এবং খাঁটি বক্ত ভেদ হইতে থাকিলে মার্ক-কব অমোঘ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। বক্তময মল নির্গমন সহ কুন্থন ও উৎকট পেট-বেদনায কলোসিন্থ ব্যবহার করিবে। কলোসিন্থ সহ ষ্টেফিসেগ্রিযা পর্য্যায ব্যবহাবে উপকার হয়। এই সকল ঔষধে অতি অল্প সময মধ্যে সুফল প্রদান করে।

বিরেচক ঔষধ সেবনজনিত কুফলে—নক্স।

জলে ভিজা হেতু পীড়ায, মাংস ধোওয়া জলের মত লাল রংএর মল, প্রথমাবস্থাব বোগের উগ্রতা কতক কমিলে—রস।

প্রত্যেকবার মলেব প্রকৃতি নূতন নূতন, আমকে মলে পরিণত করিতে—পালস্।

মলমূত্রে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, দুর্ব্বলতায় একেবারে নড়ন চড়ন রহিত, অথবা যে প্রকার বল থাকে, সেই প্রকার অস্থিরতা, কাল মল ও কাল রক্তভেদ, বেশী দিনের রোগে—আর্সেনিক আশ্চর্য্য কার্য্যকারী।

গর্ভিনীর রক্তামাশয়ে—সিপিয়া।

বাছুরের রক্তামাশয়ে—ক্যামো।

প্রসূতির পক্ষে--চায়না, আর্নিকা।

কয়েক দিনের বাছুরের—আর্নিকা।

বৃদ্ধের রক্তামাশয়—ফস্, আর্স।

ম্যালেরিয়াদি দূষিত বায়ু সেবনে রক্তামাশয় জন্মিলে, আর্সেনিকের ন্যায় চায়না ব্যবহৃত হয়।

বহুস্রাবে বলরক্ষার্থে চায়না ৩০শ দিতে হয়।

গর্ভস্রাব।

(Abortion য্যাবরশন)

অনেক কারণে গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়; আঘাত লাগা, পালকের তাড়না, প্রহার করা অথবা অপর গরুতে গুতাইয়া দেওয়া, লাফাইয়া খানা পার হওয়া, পড়িয়া যাওয়া, অপ্রশস্ত ও সংকীর্ণ দরজা দিয়া যাতায়াত, হঠাৎ ভয় পাওয়া, গর্ভাবস্থায় অধিক রাস্তা হাঁটা, অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থা অথবা গর্ভের প্রথম ও শেষভাগে অতিরিক্ত তেজস্কর খাদ্য খাইয়া গবাদির

গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। ঘোটকীদের অতিরিক্ত পরিশ্রমে গর্ভপাত হয়। বিরেচক ঔষধ সেবনেও গর্ভস্রাব হইতে পারে, বিশেষতঃ মেষদিগকে পুনঃ পুনঃ লবণের জোলাপ দেওয়াতে গর্ভস্রাব অধিক হয়, ইহা বিশেষরূপে জানা গিয়াছে। গর্ভিণী গরুর বা অপর পশুর নিকট দিয়া অপরিচিত কুকুর দৌড়াইয়া গেলেও গর্ভস্রাব হইবার সম্ভাবনা। অত্যন্ত শীত লাগা অথবা অত্যন্ত রৌদ্রের বা গরমের সময় হঠাৎ জলে ভিজিয়া বা ঠাণ্ডা লাগিয়া এবং আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে গর্ভস্রাব অধিক হয়। একবার গর্ভস্রাব হইলে পুনবায় গর্ভস্রাব হইবার সম্ভাবনা অধিক থাকে। পালের মধ্যে একটি গাভীর গর্ভপাত হইলে, অপর গাভীরও গর্ভপাতের উদ্বেগ উপস্থিত হয়। (গো-জীবন ২য় ভাগ দ্রষ্টব্য।)

ঋতুকাল ব্যতীত গোগণের সঙ্গম হয় না এবং গর্ভবতী হইলে আব সে গাভীর নিকটেও ষাঁড় যায না। ভেড়াদেব ভিতবে গর্ভিণী হওয়ার পরও সঙ্গমকার্য্য বন্ধ থাকে না, এজন্য আরও বেশী গর্ভস্রাব হয়। গর্ভবতী অবস্থায় সংসর্গদোষ গর্ভস্রাবেব অন্যতম প্রধান কারণ।

আর্নিকা।—আঘাতাদি লাগা ও গর্ভাবস্থায পবও যাহাদের সঙ্গমদোষ জানা যায়।

রুস।—অতিরিক্ত পবিশ্রমজনিত গর্ভস্রাবের লক্ষণে।

স্যাবাইনা।—যদি নিতান্তই গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা হইয়া উঠে, বিশেষতঃ তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে, উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের রক্ত নির্গত হওয়া এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকিলে। জরায়ুর শিথিলতা হেতু ফুল না পড়িলে।

সিকেলি।—অত্যন্ত জীর্ণ, শীর্ণ, দুর্ব্বল গাভী, গর্ভস্রাবে অত্যন্ত চেষ্টা, পাতলা ও কাল রক্তস্রাব হয়। ২।৩ মাত্রা স্যাবাইনা প্রয়োগে কোন উপকার না দর্শিলে সিকেলি দিবে। গর্ভস্রাবের পর ফুল না পড়িলে সিকেলি ভাল।

পালস্।—উপরোক্ত ঔষধে গর্ভস্রাব নিবারিত না হইলে, এবং গর্ভস্রাব হওয়া নিশ্চয় হইলে পালসেটিলা ব্যবস্থেয়। রক্তস্রাব থামিয়া আবার অধিক রক্তস্রাব হইতে থাকিলে। গর্ভস্রাব বা প্রসবের পর ফুল না পড়িলে পালসেটিলাই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চায়না।—যদি অধিক রক্তস্রাব হেতু অত্যন্ত দুর্ব্বলতা জন্মে, তবে চায়না অবশ্য দিতে হইবে।

গর্ভের প্রথম ভাগে গর্ভস্রাব আশঙ্কায়—এপিস।

গর্ভের দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাব আশঙ্কায়—এপিস, স্যাবাইনা, সিকেলি।

গর্ভের পঞ্চম মাসে গর্ভস্রাব আশঙ্কায়—সিপি।

গর্ভের শেষ ভাগে গর্ভস্রাব আশঙ্কায়—ওপি।

অধিক পরিমাণ কাল রংএর ও লম্বা দড়ির মত সংযত বা চাপবাঁধা রক্তস্রাবে—ক্রোকাস্।

গর্ভস্রাব বা প্রসবের পর বহুদিন পর্য্যন্ত প্যাসিব রক্তস্রাবে—কলোফাই।

প্রসব বেদনা।

(Labor Pains. লেবার্ পেইনস্)

মানুষ ও গরুর গর্ভকাল একরূপ দেখা যায। গর্ভের শেষাবস্থায কোন কোন গাভীর অপ্রকৃত প্রসব-বেদনা (False Labor pains) হয়। ইহাকে সাধারণ লোকে "বাছুর পালট লওয়া" বলে। কয়েক মাত্রা কলোফাইলম্ ৩য় শক্তি খাওয়াইলেই হয় ত ভাল হইযা যায়। কলোফাইলমে উপকার না হইলে সিমি-সিফিউগা ব্যবস্থেয।

গরু গর্ভিণী হইবার তারিখ লেখা বা মনে থাকিলে প্রসবের কাল নিরূপণে কিছুই কষ্ট হয না। ২৮০ হইতে ২৮৫ দিন মধ্যে গাভী প্রসব হয। অনেক গাভী রাত্রে আপনিই প্রসব হইয়া থাকে। দিনের বেলা প্রসব-বেদনা হইলে প্রাযই প্রসব করাইতে হয। লোকে বলে, মানুষে দেখিলেই আর আপনি প্রসব হয় না।

প্রকৃত প্রসবকালে প্রসব-বেদনা আরম্ভ হইলে, সিমি-সিফিউগা ৩০শ শক্তি আধ ঘন্টা অন্তর ব্যবস্থা করা হয। সিমি-সিফিউগা আমাদের "পরীক্ষোত্তীর্ণা দাই।" প্রসবের পূর্ব্বে ৫।৬ মাত্রা সিমি-সিফিউগা খাওযাইলে প্রাযই কোন গোলযোগ ঘটে না। তৎপরে পালসেটিলা ২।১ মাত্রা প্রয়োগ করিলে সত্বরে ও নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইযা থাকে।

প্রসবের পর ফুল পড়িতে বিলম্ব হইলে—পালসেটিলা। তাহাতে উপকার না হইলে সিকেলি, স্যাবাইনা প্রভৃতি লক্ষণানুসারে ব্যবস্থেয় (গর্ভস্রাব দ্রষ্টব্য)।

প্রসবের পর হইতে প্রত্যহ ৪।৫ মাত্রা আর্নিকা ৩য় শক্তি অন্ততঃ ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত খাওয়ান অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাতে সূতিকারোগ (Puerperal Fever) হইতে পারে না এবং অতি সত্বর প্রসূতির সকল কষ্ট দূর হইয়া সুস্থতা প্রাপ্ত হয়। যদি জ্বর লক্ষণ থাকে, তবে আর্নিকার সহিত একোনাইট ৩য় শক্তি পর্য্যায়ক্রমে দিতে হয়।

ফুল পড়ার পর ঈষৎ উষ্ণজলে প্রসবদ্বার ও গায়ের আর আর অপরিষ্কৃত স্থান ধোওয়াইয়া দিয়া, প্রসবদ্বার পুনরায় আর্নিকা লোশন দ্বারা ধোওয়ান ও পরে আর্নিকা লিনিমেণ্ট (সরিষার তৈল সহ আর্নিকা) বাহ্যিক প্রয়োগ করা বড় হিতকর।

গলক্ষত।

(Sore-throat সোর-থ্রোট)

গলাফুলা রোগে প্রতিবৎসর অসংখ্য গো প্রাণত্যাগ করে। এই রোগে আমাদের দেশে যে প্রকার চিকিৎসা হইয়া থাকে, তাহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না; অধিকন্তু ইহার উপর দাহাদি যন্ত্রণা প্রদান করিয়া অমানুষিক অত্যাচার করা হয় মাত্র এবং হয় ত ঐ সকল চিকিৎসার ব্যবস্থাতেই একেবারে গোজন্মের অবসান হইয়া যায়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই এই সকল মৃতকল্প গোগণের প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়।

ইহাতে চোয়ালের নীচে ও কাণের নিকটের গ্রন্থি সকল (Glands) ফুলিয়া উঠে, তাহাতে গরু মুখ উঁচু করিয়া থাকে। খাদ্য ও জল উভয়ই গলাধঃকরণে কষ্ট হয়। প্রচুর পরিমাণে লালা নির্গত হইতে থাকে। রোগের আরম্ভ সময় হইতেই সচরাচর জ্বর দেখা যায়।

টনসিলাইটিস্, ডিপথিরিয়া প্রভৃতি আরও অনেক প্রকার গলায় রোগ আছে। লক্ষণানুযায়ী নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে সে সকল প্রকার গলরোগও আরোগ্য হইবে।

গলার রোগ মাত্রেই প্রায় সচরাচর বেলাডোনা ও মার্কিউ-রিয়াস্ নির্দ্দেশিত হয়। ল্যাকেসিস্ এবং লাইকোপোডিয়ামও প্রধান ঔষধ। এই সকল ঔষধেই প্রায় আরোগ্য হইয়া যায়।

একোন।—প্রথমাবস্থায় যদি অত্যন্ত অস্থিরতা ও জ্বর থাকে, গায়ে হাত দিলে চামড়া গরম ও ঘর্ম্মশূন্য বোধ হয়; মুখের ভিতর শুষ্ক, আক্রান্ত গ্রন্থিসকল প্রদাহান্বিত ও লালবর্ণ দেখা যায়, অত্যন্ত পিপাসা এবং খাইতে কষ্ট থাকে, তবে একোনাইট বিশেষ ফলপ্রদ। জীর্ণ, শীর্ণ, চিররুগ্ন গরুর পক্ষে একোনাইট ব্যবস্থেয় নহে, সবল ও পুষ্টকায়ের পক্ষেই একো-নাইট উপযোগী।

বেল।—হঠাৎ রোগের আক্রমণ, জ্বর প্রবল, চমকিয়া উঠে, গলার মধ্যে অত্যন্ত লালবর্ণ, গলার ভিতরে ছাল উঠিয়া যাওয়ার মত দেখায়, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস, গলা স্পর্শ করিলে সঙ্কুচিত হয়, সামান্য চাপ দিলে শ্বাসরোধের

মত হয়, খাদ্য গলাধঃকরণে অত্যন্ত কষ্ট কিম্বা কিছুই গিলিতে পারে না, জল বা তরল খাদ্য খাইলে নাক দিয়া বাহির হইয়া আসে। গলার গ্রন্থি বা বিচি সকল শীঘ্র শীঘ্র অতিশয় ফুলিয়া উঠে, স্ফীতগ্রন্থি শক্ত বোধ হয়, চর্ম্ম ঘর্ম্মযুক্ত।

মার্ক-সল।—বেলেডোনায় উপকার না হইলে ও মুখে অত্যন্ত লালা নির্গত হইতে থাকিলে মার্কিউরিয়াস উপকারী। দুর্গন্ধযুক্ত ও আঠার ন্যায় লালা, গলার গ্রন্থি সকল খুব বড় ও স্ফীত, মুখে দুর্গন্ধ,মুখের ভিতর জিহ্বায় বা মাঢ়িতে ঘাও থাকিতে পারে, খাদ্যগলাধঃকরণ কষ্টকর, এমন কি, ঢোঁক গিলিতেও পারে না, রাত্রে বৃদ্ধি; এইগুলি মার্কিউরিযাসের প্রয়োগ লক্ষণ। বেলেডোনা ও মার্কিউরিযাস্ পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যায়।

ল্যাকে।—সর্ব্ব প্রথমে গলার বাঁদিকে পীড়া আরম্ভ হয় ও পরে দক্ষিণদিক আক্রমণ করে। গলায় চাপ দিলে কাসে, স্পর্শ করিলে বিরক্ত হয়, গলায় সামান্য হাতের চাপে দম বন্ধের মত হয়। তরল পদার্থ গিলিতে কষ্ট, এমন কি, ঢোঁক গিলিতেও কষ্ট হয়, কিন্তু কঠিন খাদ্য গিলিতে তত কষ্ট বোধ করে না। চর্ম্ম ও গলার ভিতর নীলবর্ণ এবং আক্রান্ত অংশ পচিবার উপক্রম হইলে, তাহার পক্ষে ল্যাকেসিস্ সঞ্জীবনী ঔষধ জানিবে। ১২ ঘণ্টা অন্তর ল্যাকেসিসের দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ হয়।

লাইকো।—সর্ব্বপ্রথমে গলার দক্ষিণ দিকে পীড়া আরম্ভ হয় ও পরে বাঁদিকে আক্রমণ করে। প্রত্যেক নিশ্বাস গ্রহণের সময় নাক নড়ে, নাসিকা বদ্ধ থাকায় এবং তালুমূল ও জিহ্বা ফুলিয়া যাওয়াতে নিশ্বাস গ্রহণের সুবিধার জন্য মুখ হাঁ করিয়া নিশ্বাস লয়, ও জিহ্বা বহির্গত করিয়া রাখে। সকল

বয়সের, কৃশ ও যকৃতের পীড়াগ্রস্ত, কোপনভাবাপন্ন গরু, অল্প বয়সে অধিক বয়স দেখায়, বৈকালে ৪টার পর রোগের বৃদ্ধি। ল্যাকেসিসের সহিত লাইকো পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়।

এপিস।—জিহ্বা স্ফীত, গলায় চাপ অসহ্য, মুখে ফেণা।

ফাইটো।—ল্যাকেসিসের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। মুখে ও তালুতে ক্ষত, জিহ্বাগ্র লালবর্ণ, জিহ্বার প্রান্ত-ভাগে ফোস্কা, গলার অভ্যন্তর প্রথমে লালবর্ণ, পরে সাদা সাদা দাগ দেখা যায়, প্রচুর লালা জন্মে।

ব্যারাইটা।—টনসিল স্ফীত ও পাকিবার উপক্রমে।

স্পঞ্জিয়া।—গ্রন্থি-বিবর্দ্ধন রোগে স্পঞ্জিয়াও মহোপকারী ঔষধ। বেলেডোনার পর স্পঞ্জিয়া অতি সুন্দর কার্য্যকারী। দমবন্ধভাব হইয়া আসিলে স্পঞ্জিয়া অদ্বিতীয় মহৌষধ। নিশ্বাস প্রশ্বাসে যদি অত্যন্ত কষ্ট থাকে, গ্রন্থি স্ফীত ও শক্ত, দুই প্রহর রাত্রে পীড়ার বৃদ্ধি, মাথা এপাশ ওপাশ করিতে থাকে, গলা সাঁই সাঁই করে এবং শ্বাসবন্ধের মত হয়, তবে স্পঞ্জিয়া দিতে কালবিলম্ব করিবে না।

সালফা।—একগুঁয়ে গরু, স্ফীতি বিস্তৃত হইতে থাকে, গিলিতে কষ্ট, গলা কোঁকড়াইয়া থাকিলে। অন্য সুনির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার না পাইলে একমাত্র সালফার প্রয়োগ হিতকারী হয়। যে সকল গরুর স্নান করায় বা গা ধোওয়াইয়া দেওয়ায় নিতান্ত অনিচ্ছা, পৃষ্ঠবংশ বক্র অর্থাৎ পিঠ ধনুকের ন্যায় বাঁকা ও যে সকল গরু ঘাড় নীচু করিয়া চলে, তাহাদের পক্ষে সালফার অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ।

সর্দ্দি।

(CATARRH. ক্যাটার)

ঠাণ্ডা লাগা, গোয়ালঘর ভালরূপ ঘেরা না থাকা, শীতল বাতাস লাগা, জলে ভিজা, বহুক্ষণ জলে দাঁড়াইয়া থাকা, হঠাৎ আকাশের পরিবর্ত্তন, অনাচ্ছাদিত স্থানে রাত্রিযাপন প্রভৃতি ইহার প্রধান কারণ। সর্দ্দি হইলে ক্ষুধা কমিয়া যায, শরীরে গ্লানি বোধ, ঝিমাইতে থাকে, দুর্ব্বলতা, অল্প অল্প কম্প, জাওরকাটা কম অথবা একেবারে বন্ধ হয, দুধ কমিয়া যায়, পায়ের গ্রন্থি সকল অনম্য বা শক্ত হয, নাক চোক দিযা জল বা সর্দ্দি ঝরিতে থাকে, কখন বা নাসারন্ধ্র অবরুদ্ধ হয, চক্ষুর আরক্ততা, গলা বেদনা, হাঁচি, কাশি, কোষ্ঠবদ্ধ অথবা উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ হয। আক্রমণ বেশী হইলে এই সকল লক্ষণও বাড়িয়া যায এবং জ্বর হয। অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা নির্গত হইলে অন্য কোন কঠিন রোগ হইতে পারে না।

একোন।—প্রারম্ভাবস্থায়, জ্বর, অস্থিরতা, নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন, নাসিকা বন্ধ, রাত্রে বৃদ্ধি, হঠাৎ মেঘ, ঝড়, জল প্রভৃতি আকাশের পরিবর্ত্তন হেতু, ঝিমাইতে ঝিমাইতে চম্‌কিয়া উঠে, চক্ষু দিয়া অত্যন্ত জল পড়া, নাক দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয় না, অক্ষুধা।

মার্ক।—রোগের প্রথমাবস্থায় যদি নাকের ফুলা থাকে, প্রচুর গাঢ় শ্লেষ্মা নাক দিয়া নির্গত হয়, লালা-নিঃসরণ, হাঁচি, গলায় ঘা, যখন এক সময়ে অনেক গরুর সর্দ্দি হয়, সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি।

রস ।—অল্প শুষ্ক শ্লেষ্মা, নাকের ভিতর বিস্তর শ্লেষ্মা পুঞ্জীকৃত, তাহাতে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা জন্মে, হরিদ্রাভাযুক্ত শ্লেষ্মা, বহুক্ষণ জলে থাকা কারণে সর্দ্দি জন্মিলে।

ব্রাই ।—নড়াচড়া করিতে চায় না, অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের আড়ষ্টতা (Stiffness), শুষ্ক আক্ষেপজনক কাশি, নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, নাসিকার স্ফীততা, নাকের ভিতর প্রচুর সর্দ্দি অথবা শক্ত চটা, রাত্রে বৃদ্ধি।

ডালকা ।—জলে ভিজা, ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে সর্দ্দির উৎপত্তি, নির্ব্বোধ ও ঘুমন্তের ন্যায় অবস্থা, মুখ শুষ্ক কিন্তু পিপাসা নাই, ঘন আঠামত শ্লেষ্মা দ্বারা জিহ্বা আচ্ছাদিত, নাক বন্ধ।

পালস্ ।—শুষ্ক উৎকাশি, হরিদ্রা কিম্বা সবুজ আভাযুক্ত দুর্গন্ধ গাঢ় শ্লেষ্মা নাক দিয়া নির্গত হয়, চক্ষু দিয়া জল পড়া ও হাঁচি থাকে, সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা লাগা হেতু পীড়া।

নক্স ।—যতদিন উত্তর পূর্ব্ব বাতাসের প্রাধান্য থাকে, মুখ শুষ্ক, জিহ্বা সাদা ক্লেদযুক্ত, দিনের বেলায় পাতলা জলবৎ কিম্বা ঘন রক্তময় শ্লেষ্মা নাক দিয়া পড়ে ও রাত্রে নাক বন্ধ হয়, মুখে অতুষ্টিকর দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, কোষ্ঠবদ্ধ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আড়ষ্টতা, সদ্যপ্রসূত বা কয়েকদিনের বাছুরের সর্দ্দি।

আর্স ।—যদি বহুদিন হইতে নাক দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয়, ঝাঁঝাল শ্লেষ্মা, জলবৎ অতিরিক্ত শ্লেষ্মা, পুনঃ পুনঃ হাঁচি হইতে থাকে, নাসারন্ধ্রে লোনছা যাওয়া বা ক্ষতবৎ অবস্থা, শুষ্ক কাশি, অস্থিরতা, জলপানের পর শীত, চক্ষু লালবর্ণ ও চোক দিয়া জল পড়ে, উদরাময় থাকিলে।

এমন-মিউর।—নাক দিয়া এরূপ ঝাঁঝাল সর্দ্দি নির্গত হয় যে, ওষ্ঠের উপরিভাগ ও নাসিকার অভ্যন্তর হাজিয়া যায়, মুখের ভিতর আঠাব ন্যায় একপ্রকার শ্লেষ্মা।

কেলি-বাইক্রম।—পুরাতন সর্দ্দি, শ্লেষ্মা সূতার মত লম্বা হয়, গলায ঘা।

লাইকো।—নাকের ভিতর শুষ্ক চটা বা মামড়ী, হাঁ করিয়া নিশ্বাস লয়, অধিক বয়স।

কাশি।

(COUGH. কফ্।)

কাশি নিজে স্বাধীন বোগ নহে, অন্য কোন রোগের একটি লক্ষণ মাত্র। সর্দ্দি, স্বরভঙ্গ, গলরোগ, হৃদ্‌রোগ, প্লুরিসি, নিউমোনিযা, যকৃতের বিবৃদ্ধি, অজীর্ণ প্রভৃতি অনেক রোগেব সহচর স্বরূপ। শ্বাস-প্রশ্বাস পথেব ঝিল্লি সমূহের একপ্রকার প্রদাহ বা উত্তেজনা হেতু কাশির উৎপত্তি হয়।

কাশির চিকিৎসার ঔষধ নির্ব্বাচন করিবার সময় সর্দ্দির চিকিৎসার লিখিত ঔষধগুলি পাঠ করিলে অনেক সাহায্য পাওয়া যাইবে।

একোন।—প্রথমাবস্থায জ্বর লক্ষণে, শুষ্ক এবং শীতল বাতাস লাগিয়া রোগোৎপত্তি।

বেল।—স্বরভঙ্গযুক্ত কাশি, হঠাৎ পীড়া বাড়ে ও হঠাৎ কমে, মুখমণ্ডল আরক্ত, চক্ষু উজ্জ্বল, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে করাতে কাঠ চেরীর মত কিম্বা বাঁশীর ন্যায় শব্দ হয়।

নক্স।—সর্দ্দির প্রথম ভাগে শুষ্ক কাশি এবং যদি ঐ কাশি গোয়ালের দোষে জন্মিয়া থাকে, আহারের পর বৃদ্ধি। কুকুরের কাশি হইলে যদি কাশিতে কাশিতে বমি করে এবং সম্মুখের পা পুনঃ পুনঃ মুখের দুইপার্শ্বে দিতে থাকে, তবে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে আশু উপকার পাওয়া যায়।

মার্ক।—কষ্টদায়ক প্রচণ্ড কাশি, রাত্রে বৃদ্ধি ও রাত্রে ঘাম হয়, কাশিবার সময় কাঁপে, দক্ষিণ পার্শ্বে শুইতে অক্ষম। যদি কুকুর আগুনের কাছে বা গরমে থাকিতে চায়।

ব্রাই।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শুকাইয়া যায়, নাক দিয়া গাঢ় ও হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত হইতে হইতে শুকাইয়া শক্ত চটা হইয়া যায়, শুষ্ক ও কঠিন কাশি, যদি ঐ কাশি কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হয়, নড়াচড়ায় কষ্ট, কোষ্ঠবদ্ধ।

ডালকা।—নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ঘড়্ঘড় শব্দ, ভিজা মেঝেতে বাস, বৃষ্টির জলে ভিজা, নাক দিয়া সর্দ্দি ঝরিতে থাকে, মুখ শুষ্ক, পিপাসা নাই।

ব্যারা-কার্ব্ব।—টনসিল (কণ্ঠমূল) ফুলা সহ কাশি। সর্দ্দি কাশিতে ডালকার সহিত ব্যারাইটার পর্য্যায় ব্যবহার হয়।

এণ্টি-টার্ট।—ঘড়্ঘড়ীযুক্ত কাশি, কিন্তু নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কোন শব্দ নাই, নিদ্রালুতা। অল্পবয়স্ক বাছুরের কাশিতে বিশেষ উপকার করে।

ড্রসিরা।—যদি ঐ কাশি দীর্ঘকালস্থায়ী হয় অর্থাৎ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাশে, একবারের কাশির বেগ শেষ হইতে না হইতে আবার কাশি উপস্থিত হয়, তাহাতে নিশ্বাস লইবার সময় পায় না, এমন মনে হয়। রাত্রেও শুইলে কাশি বাড়ে।

এমন-মিউর।—প্রবল শ্বাসরোধকর কাশি, কাশিবার সময় মুখে বিস্তর লালা জমে। অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া যায়, এমন কি, পাঁজরার হাড় বাহির হইয়া পড়ে।

পালস্।—নম্র স্বভাব, সহজে ভীত হয়, কাশির সহিত দুর্গন্ধযুক্ত গাঢ় শ্লেষ্মা নাক দিয়া নির্গত হইতে থাকে।

লাইকো।—যকৃতের পীড়াগ্রস্ত, কিছু তরল বস্ত পান করিলে কমে, কাশিবার সময় মূর্চ্ছার মত হয়।

স্কুইলা।—যদি কাশি সহ হাঁচি থাকে ও চক্ষু জলপূর্ণ দেখা যায়, গোঁগানি শব্দ করে, কাশিবার সময় সর্ব্ব শরীর নড়ে ও প্রস্রাব করিয়া ফেলে।

বহুব্যাপক সর্দ্দিজ্বর।

(INFLUENZA ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা)

শরৎ ও বসন্তকালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক হয়। এক সময়ে অনেক গরু ঘোড়া এই রোগে পীড়িত হইয়া পড়ে। ইহা একপ্রকার বিষ, নিশ্বাসের সঙ্গে অপরের শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। নিউমোনিয়া প্রভৃতি অপর কোন উপসর্গ উপস্থিত না হইলে, এই পীড়া প্রায়ই প্রাণহানি করে না। সর্দ্দি ও জ্বর এই রোগের অগ্রদূত। প্রথমে নাক দিয়া জলবৎ সর্দ্দি নির্গত হয়, কিন্তু ইহা শীঘ্রই ঘন হইয়া যায়, কখন কখন ইহার সহিত রক্ত সংযুক্ত থাকে। হঠাৎ কম্প দিয়া জ্বর আসে, গা খুব গরম হয় ও একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়ে।

গরুগুলি মাতাল মানুষের মত চতুর্দ্দিকে হেলে দুলে যাইতে থাকে, টল্‌মল করে ও পড়িয়া যায়। কখন বা কুকুরের মত হাঁটুর উপর ভর দিয়া বসে। চক্ষু আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ থাকে। চোয়ালের বিচি (Glands) প্রদাহান্বিত হওয়ায় গলায় ব্যথা হয়, সেজন্য সর্ব্বদা গলা প্রশস্ত বা বাড়াইয়া রাখে। শ্বাসকষ্ট, কাশি প্রভৃতি নানারূপ কষ্টকর উপসর্গ সেই দেহের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করে।

একোন।—প্রথমাবস্থায়, জ্বর, শুষ্ক কাশি, পুনঃ পুনঃ হাঁচি, নাকে সর্দ্দি না থাকা, অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে।

জেল্‌স।—চুপ করিয়া চোক বুজিয়া শুইয়া থাকে, সর্ব্বাঙ্গীন অবসন্নতা, পুনঃ পুনঃ হাঁচি, গলা বেদনা, গিলিতে কষ্ট, দক্ষিণ নাসারন্ধ্র আরক্ত বা লালবর্ণ।

মার্ক।—যদি গলক্ষত (Sore throat) সহ অপরিমিত লালা মুখ দিয়া নির্গত হয়, ঘর্ম্মযুক্ত, চক্ষুতে জল ঝরে, আলোকাসহ্য, উদরাময় কিম্বা রক্তামাশয়, শুষ্ক ও খর্ব্ব কাশি। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় মার্ক-সল অপেক্ষা মার্ক-ভাইবাস ব্যবহারে উপকার বেশী হয়।

বেল।—মুখমণ্ডল আরক্ত, যদি মাথা আক্রান্ত হইয়া থাকে, চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে বা বড় দেখায় এবং প্রদাহান্বিত ও লাল হয়, অত্যন্ত ঘর্ম্ম, স্বরভঙ্গ, শুষ্ক কাশি, কাশিতে ঘেউ ঘেউ শব্দ, গিলিতে কষ্ট বিশেষতঃ তরল দ্রব্য সেবনে, সময় সময় চমকিয়া উঠে।

ব্রাই।—অত্যন্ত কষ্টদায়ক কাশি, নড়িতে চড়িতে চায় না, কখন কোষ্ঠবদ্ধ, কখন উদরাময়, নাকে সর্দ্দি শুকাইয়া যায়, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, দিবসে কাশির বৃদ্ধি।

রস।—সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, অস্থিরতা, নড়িলে চড়িলে ভাল থাকে, জিহ্বা ও মুখের ভিতর লাল, আর্দ্রতাভোগ হেতু পীড়া, সন্ধ্যা হইতে দুইপ্রহর রাত্রির মধ্যে কাশির বৃদ্ধি।

আর্স।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শরীরের খুব বেশী উত্তাপ, বহুবার ভেদ হয়, কখন কখন পাতলা মল সহ রক্ত থাকে, নাক দিয়া প্রচুর পাতলা সর্দ্দি ও কখন বা তৎসহ রক্তবর্ণ পদার্থ নির্গত হইতে থাকে, অত্যন্ত পিপাসা। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে আর্সানিক প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

এণ্টি-টার্ট।—অত্যন্ত কাশি, কাশিবার সময় সমস্ত শরীর নড়ে, শ্বাসকষ্ট।

ফস।—নিউমোনিয়া হইবার উপক্রমে, বুকের ভিতর ঘড়্‌ঘড় শব্দ, অপরিচিত ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিলে কাশি হয়।

ইউপেটো-পারফো।—সর্ব্বাঙ্গে, হাড়ে বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা, কেবল শুইয়া থাকিতে চায়, জ্বর, কাশি, স্বরভঙ্গ, প্রাতে বৃদ্ধি। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার এপিডেমিক (বহুব্যাপকতার) সময় বিশেষ কার্য্যকারী।

সালফা।—সযত্নে নিরূপিত ঔষধ ব্যবহারে উপকার না পাইলে একমাত্রা সালফার প্রয়োগে সত্বর সুফল পাওয়া যায়।

বায়ুনলী প্রদাহ।

(BRONCHITIS. ব্রন্‌কাইটিস্।)

ইহা নাসিকা ও গলার শ্বাসনলী সমূহের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ। আর্দ্রতাভোগই ব্রন্‌কাইটিস্ রোগ জন্মিবার প্রধান কারণ। অকস্মাৎ ঠাণ্ডা লাগা বিশেষতঃ দুর্ব্বল শরীরে, ধূঁয়া, ধূলা, কুয়াসা বা অন্য কোন পদার্থ নিশ্বাসের সঙ্গে নাসিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিযাও এই পীড়া জন্মে। নানা প্রকার জ্বর ও অন্যান্য কতকগুলি রোগসহ ব্রন্‌কাইটিস্ হইতে পারে। ছোট ছোট বাছুর ও অধিক বয়সের গরুর এই রোগ অধিক হয। বৃদ্ধ বযসে প্রাচীন ব্রন্‌কাইটিস্ (Cronic Bronchitis) অনেকেরই থাকে।

প্রথমে সামান্য সর্দ্দির মত হয, অল্প অল্প কাশি থাকে, ক্ষুধা থাকে না, বিমর্ষভাব দেখা যায। অল্প সমযের মধ্যে নাড়ী ও নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয এবং শ্বাসনলী (Wind pipe) হইতে এক প্রকার মৃদু ঘড্‌ঘড়ী শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ কাশি আর্দ্র বা শব্দযুক্ত। ক্রমশঃ কাশি ও শব্দ বাড়িতে থাকে, তাহাতে কাশিবার সমযে বড় কষ্ট বোধ করে ও কাশিতে নাঁরাজ হয়। প্রস্রাব পরিমাণে অল্প ও রক্তবর্ণ হইয়া যায়। মাথা নীচু করিয়া নিয়ত একস্থানে একভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। শরীরের উত্তাপের সকল সময়ে সমতা থাকে না; কখন গরম, কখন ঠাণ্ডা। মুখ গরম এবং আঠাযুক্ত শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ থাকে। সচরাচর কিছুদিন পরেই নাকে সর্দ্দি দেখা যায়।

অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হওয়া সুলক্ষণ। কাশি ও

কাশিবার সময় গলার ঘড়্ঘড়ী শব্দ একেবারে নিবৃত্ত হওয়া কিম্বা কম হওয়া আরোগ্যের লক্ষণ। শুষ্ককাশি বা শ্লেষ্মা নির্গত না হওয়া ও নাক শুষ্ক হইয়া যাওয়া এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত অন্যায়রূপ দ্রুত হওয়া আরোগ্য কার্য্যে বাধা প্রদান করে। শ্লেষ্মা নির্গত না হইয়া সমস্ত শ্বাসনলী শ্লেষ্মায় অবরুদ্ধ হইয়া গেলেই দমবন্ধ (Suffocation) হইয়া মৃত্যু হয়।

একোন।—রোগের প্রথমে দেওয়া যাইতে পারে, যখন কেবল প্রদাহ ও জ্বর টের পাওয়া যায়। অস্থিরতা, কোন স্রাব বা ঘর্ম্ম (Exudation) নাই।

এণ্টি-টার্ট্।—কাশিবার সময় বুকে শ্লেষ্মার ঘড়্ঘড় শব্দ, অত্যন্ত কাশি, কাশিতে দম বন্ধের ভাব, অধিক পরিমাণ তরল শ্লেষ্মা থাকা, জিহ্বা সাদা ক্লেদাবৃত, নিদ্রালুতা। বাছুর গায়ে হাত দিতে দেয় না।

ব্রাই।—বক্ষঃস্থল এবং ফুস্ফুস আক্রান্ত হইলে, শুষ্ক অথবা অল্প শ্লেষ্মাস্রাবী কাশি, জিহ্বা সাদা, শয়নাবস্থায় কাশিতে কাশিতে লাফাইয়া উঠে, কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষণ থাকিলে।

বেল।—উচ্চ শব্দে শুষ্ক কাশি, আরক্ত মুখমণ্ডল, যখন গলায় ঘা হয়, গলার ভিতর শ্লেষ্মার ঘড়্ঘড় শব্দ, গলায় অল্প চাপ দিলে দমবন্ধের ভাব দেখায়।

ক্যালকে-কার্ব্ব।—স্থূলকায়, সরল ঘড়্ঘড়িযুক্ত কাশি, মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম।

মার্ক-সল।—গলায় ও মুখে ঘা, মুখ দিয়া অত্যন্ত লালা নির্গত হয়, উদরাময়, রক্তসংযুক্ত মল, অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়।

ইপি।—যদি বমি থাকে এবং অন্যান্য খাদ্য কিম্বা

কোন রকমের অত্যধিক খাদ্য খাইয়া পীড়া জন্মিয়া থাকিলে, কাশিবার সময় মুখ নীলবর্ণ হইয়া যায়।

ফস।—অন্য কোন ঔষধে উপকার না পাইলে ফস্‌ফরাস নির্দ্দেশিত হয়। যদি নিশ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত থাকে, কাশিবার সময় সমস্ত শরীর নড়ে, বুকে শ্লেষ্মার ঘড়্ ঘড় শব্দ, কাশি চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, পাঁকের মত (Slimy) শ্লেষ্মায় মুখ পরিপূর্ণ হইয়া আসে, শীর্ণ চেহারা।

আর্স।—অস্থিরতা, পিপাসা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, দুর্ব্বলতা, প্রাচীন পীড়া।

পাল্‌স্।—কম্পন ও উদরাময় থাকিলে।

কেলি-বাই।—মুখ দিয়া রজ্জুর ন্যায় দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা নির্গত হইলে।

কলচি।—বাতাক্রান্ত গরুর ব্রন্‌কাইটিস্।

চেলিডো।—প্রবল জ্বর ও শ্বাসকষ্ট সহ প্রত্যেকবার নিশ্বাস-প্রশ্বাসে নাক উঠাপড়া করে।

ফুস্‌ফুসের প্রদাহ।

(PNEUMONIA,—নিউমোনিয়া)

অধিকাংশ স্থলেই দক্ষিণ দিকের ফুস্‌ফুস আক্রান্ত হয়। দুইদিকেরই ফুস্‌ফুসের প্রদাহ হইলে, তাহাকে ডবল-নিউমোনিয়া বলে। বাসগৃহে বিশুদ্ধ বায়ু যাতায়াতের সুবিধা না থাকিলে ও ভিজা মেঝেতে বাস হেতু প্রায়ই এই রোগে পীড়িত হইবার সম্ভাবনা থাকে। অত্যন্ত পরিশ্রমের পর, বিশেষতঃ রুগ্ন ও

দুর্ব্বল শরীরে ঠাণ্ডা লাগা, হঠাৎ ঘর্ম্মরোধ, আঘাতপ্রাপ্তি প্রভৃতি নিউমোনিয়া হইবার প্রধান কারণ। সর্দ্দি কাশিকে সামান্য বোধে তাচ্ছিল্য করিলেও এই রোগ হইবার সম্ভাবনা। রেমিটেণ্ট ফিবার বা একজ্বর, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ব্রন্‌কাইটিস্ প্রভৃতি অনেক প্রকার রোগের শেষাবস্থায় নিউমোনিয়া আক্রমণ করিতে পারে। একবার যাহার নিউমোনিয়া হয়, প্রায়ই তাহার দেহে এই রোগের পুনরাক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমে কম্পন, বিমর্ষতা, অক্ষুধা বা অল্প ক্ষুধা, জ্বর ও নিশ্বাস-প্রশ্বাস সামান্য দ্রুত হওয়া দেখা যায়। কিন্তু শীঘ্রই নিশ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত হয় এবং শ্বাসকষ্ট ও নাসাবন্ধ্র বিস্তৃত হয়। প্রথমাবস্থায় নাড়ীর বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন বুঝা যায় না, কিন্তু শীঘ্রই অত্যন্ত দ্রুত ও অসম হইয়া আসে। চর্ম্ম অত্যন্ত গরম হইয়া উঠে, কিন্তু লোম, শিং, খুর প্রভৃতি ঠাণ্ডা হয়। পীড়িত পার্শ্ব স্ফীত দেখা যায়। নাকের ভিতরের ঝিল্লি অত্যন্ত লাল হয়। চক্ষু দুইটি বাহির হইয়া আসে অর্থাৎ বড় দেখায় ও জলে পরিপূর্ণ থাকে। নাক দিয়া সর্দ্দি নির্গত হয়। শূকরের ন্যায় একপ্রকার শব্দ করে, মুখ গরম হয়। পার্শ্ববেদনার জন্য প্রায়ই শুইতে পারে না, সম্মুখের পা ফাঁক করিয়া একভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। আক্ষেপযুক্ত কাশ। প্রস্রাব ঘন এবং পরিমাণে অল্প ও গরম হয়। ক্ষুধা একেবারে থাকে না। দুগ্ধবতী গাভীর দুধ বন্ধ হইয়া যায়। উদ্বিগ্ন মুখশ্রী দেখিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতেছে বুঝা যায়। বিষণ্ণভাবে শরীরের আক্রান্ত পার্শ্বের দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। গর্ভবতী থাকিলে প্রায়ই গর্ভস্রাব হয় এবং বাছুরটি পেটের ভিতরেই প্রাণত্যাগ করে।

পা, শিং প্রভৃতি শাখা সমস্ত গরম হওয়া, ক্রমশঃ ক্ষুধা বেশী হওয়া, জাওর কাটা, দুগ্ধবতী গাভীর দুধ ফিরিয়া আসা প্রভৃতি সুলক্ষণ। নিউমোনিয়ায় নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যাওয়া বা লুপ্ত হওয়া অত্যন্ত অশুভসূচক লক্ষণ। ফুসফুসে শোথ, স্ফোটক ও পূঁজোৎপত্তি বা পচনাবস্থা অতি শঙ্কাজ্ঞাপক।

নিউমোনিয়ার তিনটি অবস্থা ধরা যায়। কতিপয় ঘন্টা হইতে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত ফুসফুসে রক্ত সঞ্চিত অবস্থা বা প্রথম অবস্থা (Engorgement stage)। দুই হইতে চারি দিন মধ্যে ফুসফুসটি যকৃতের মত নিবেট হইয়া যায়, ইহাকেই যকৃতীভূত অবস্থা বা দ্বিতীয় অবস্থা (Red Hepatization stage) বলে। তৃতীয় অবস্থায় (Grey Hepatization stage) ফুসফুসে পূঁজোৎপত্তি হয় কিম্বা পীড়া আরোগ্যের পথে যায়। পূঁজোৎপত্তি হইলে দুই হইতে চারিদিন মধ্যে মৃত্যু ঘটে।

নিউমোনিয়া হইলে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহার সম্বন্ধে মোটা-মোটি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, প্রথম অবস্থায় ফুসফুস নামক যন্ত্রে (Lungs লাংসএ) প্রদাহ হইয়া রক্তাদি সঞ্চিত হয়, পরে দ্বিতীয় অবস্থায় সেটি নিরেট হইয়া যায়। তৃতীয় অবস্থায় ফুসফুসে স্ফোটক হওয়া, পচিয়া যাওয়া প্রভৃতি সাংঘাতিক উপসর্গ সকল উপস্থিত হয়। যদি তৃতীয় অবস্থাতে ক্রমশঃ ফুসফুস কোমল হয় এবং সঞ্চিত শ্লেষ্মাদি তরল হইয়া উঠিয়া যায়, তবেই এ রোগে প্রাণী সকল রক্ষা পাইতে পারে।

নিউমোনিয়ার তরুণ ও প্রাচীন এই দুই প্রকার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

তরুণ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত গরুগুলির নিম্নলিখিত মত লক্ষণ

সকল দেখা যায়। অকস্মাৎ ক্ষুধা লোপ, নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও গরম হওয়া, হাঁপান প্রত্যেক তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ নিশ্বাসের সহিত ঘড়্‌ঘড় শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। নাড়ী অতিশয় দ্রুত হয়, কোন সময় নাড়ী ক্ষুদ্র এবং শক্ত থাকে, কখন বা পূর্ণ এবং লম্ফমান হয়, কিন্তু প্রায়ই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ থাকে। বক্ষঃসঞ্চালনে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়, শাখা সমস্ত (পা, শিং, কাণ প্রভৃতি) ঠাণ্ডা হয় কিম্বা সম্মুখের ও পশ্চাতের একটি করিয়া পা ঠাণ্ডা, অন্যগুলি গরম দেখা যায়। অল্প রুক্ষ কাশি, নড়িতে কষ্ট। বুকে কাণ সংযোগ করিলে, একখানি পাতলা কাগজ জোরে নাড়িলে যেরূপ শব্দ হয়, সেই প্রকার শব্দ শুনা যায়। এই অবস্থায় পীড়া বাধা প্রাপ্ত না হইলে, সঙ্কটাবস্থায় উপস্থিত হয় এবং ৮।১০ দিন মধ্যে জীবন অথবা মরণ যাহা হয় একটা হইয়া থাকে।

পুরাতন চিত্রটি চিকিৎসা-কার্য্যে বড়ই অসুবিধা উৎপাদন করে, কারণ এই অবস্থায় সকল সময় লক্ষণের সমতা থাকে না। কখন ভাল দেখা যায়, কখন মন্দ দেখা যায়। অল্প অল্প শুষ্ক কাশি থাকে, নড়ন-চড়ন-রহিত হয়, অনেক রোম উঠিয়া যায় এবং কখন কখন নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া থাকে। যদি এই সময় তাহাকে পরীক্ষা করা যায়, তবে পা, শিং প্রভৃতি ঠাণ্ডা ও নাড়ী তীক্ষ্ণ দেখা যাইবে। এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা পরে আবার পরীক্ষা করিলে পা, শিং প্রভৃতি গরম বোধ হয় এবং নাড়ী আর অসম থাকে না। সচরাচর ক্ষুধা থাকে এবং জাওর কাটে, কিন্তু তাহা স্বাভাবিকরূপ নহে। এই সকল লক্ষণে তত ভয় নাই সত্য, কিন্তু এই সময় রোগকে বাধা দিতে না পারিলে, অন্যান্য কঠিন লক্ষণ দেখা দেয়।

নিউমোনিয়া অতি কঠিন পীড়া তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু নিউমোনিয়া রোগে অন্যান্য মতের চিকিৎসা অপেক্ষা হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অনেক স্থলে ব্রাইওনিয়া, এণ্টিম-টার্ট, ফসফরাস, স্কুইলা প্রভৃতি ঔষধ এরূপ ত্বরিত গতিতে রোগ আরোগ্য করিয়া দেয় যে, অনেক সময় চিকিৎসক নিজেই তাহা বুঝিতে পারেন না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকেই জানেন যে, অনেক প্রকার কঠিন পীড়ায় কোনও কোনও রোগীর অভিভাবক দুই এক মাত্রা ঔষধ খাওয়াইয়া "ভগবান ভাল করিয়াছেন, আর ঔষধ খাওয়াইব না" বলিয়া অবশিষ্ট ঔষধ চিকিৎসককে ফেরৎ দিতে আসে! ডাঃ ষ্টুয়ার্ট নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ১৮০টি গাভীব হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়া ১৩০টি গাভীকে রক্ষা কবিতে পারিয়াছিলেন।

ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া, ক্রুপাস্-নিউমোনিয়া, প্লুরো-নিউমোনিয়া প্রভৃতি নিউমোনিয়ার অনেক প্রকার নাম আছে। রোগকে নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করা অপেক্ষা সঙ্গে সঙ্গে বিদায়ের ব্যবস্থা করাই ভাল। নিম্নলিখিত ঔষধগুলির সাহায্যে সকল প্রকার নিউ-মোনিয়াই আবাম করিতে পারা যায়।

একোন।—পীড়ার প্রারম্ভে যদি অত্যন্ত জর, দ্রুত এবং পূর্ণ নাড়ী, নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও গরম, কাশি শুষ্ক, ঘর্ম্মশূন্য শুষ্ক উত্তাপ, অস্থিরতা ও পিপাসা বর্ত্তমান থাকিলে একোনাইট প্রয়োগ হয়। যদিও অনেকে বলেন, একোনাইট নিউমোনিয়ার ঔষধ নহে, কিন্তু লক্ষণানুযায়ী ঠিক সময়ে ইহা প্রয়োগ করিলে, অন্যান্য প্রাদাহিক রোগের ন্যায় অঙ্কুরেই পীড়ার আক্রমণ নষ্ট হইতে

পাবে। একোনাইট পীড়ার প্রথমাবস্থার ঔষধ বলিয়া চিকিৎসক অপেক্ষা গৃহস্থ কর্ত্তৃক অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

আর্ণিকা।—আঘাতাদি লাগা ও অত্যন্ত পরিশ্রম হেতু রোগের উৎপত্তি, শুষ্ক কাশি, কাশিতে সর্ব্ব শরীর নড়ে, সর্ব্বাঙ্গ শীতল, মস্তক গরম।

ব্রাই।—চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, নড়া চড়ায় কষ্ট, কোষ্ঠবদ্ধ, অত্যন্ত কাশি, নিশ্বাস অপেক্ষা প্রশ্বাস ছোট, বিশেষতঃ যদি প্রত্যেক নিশ্বাসের সহিত শূকরের ন্যায় শব্দ (Grunting noise) শুনিতে পাওয়া যায়, (স্কুইলাতেও এই লক্ষণ আছে), শ্বাসকষ্ট, মুখাভ্যন্তর শুষ্ক, পীড়িত পার্শ্বের উপর চাপিয়া শোয়, তাহাতে ভাল থাকে। নাক দিয়া রক্তস্রাব ও যকৃতের পীড়া থাকিলে।

আর্স।—যদি নাকে খুব সর্দ্দি ঝরে, অতিশয় অবসন্নতা এবং যে প্রকার বল থাকে সেই প্রকার অস্থিরতা, গায়ের রোম সকল ঠিক খাড়া হয়, গা অত্যন্ত গরম কিম্বা হিমাঙ্গ, শাখা সমস্ত শীতল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত, অল্প পরিমাণে বেশীবার জল খায়, উদরাময় এবং যদি শরীরের কোনও অংশে শোথ ((Swelling) থাকে, সকল বয়স বিশেষতঃ বৃদ্ধ।

রস।—যদি নিশ্বাস লইবার সময় বক্ষঃস্থল অত্যন্ত অস্বাভাবিকরূপে ফুলিতে দেখা যায় এবং নাক রক্তবর্ণ, প্রদাহান্বিত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে, যদি পা সকল পৃথক পৃথক বিস্তৃত করিয়া রাখে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্বচ্ছন্দতা লক্ষিত হয় বা সর্ব্বদা নড়া চড়া করে; আর্সেনিকের পূর্ব্বে বা পরে ব্যবহৃত হইতে পারে।

বেল।—মুখমণ্ডল আরক্ত ও উজ্জ্বল, চক্ষু বড় বড়, নিশ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত এবং গলার ভিতরে ঘড় ঘড় শব্দ (Rattling

noise) শুনা যায়, শুষ্ক কাশি, কখন কখন গলার ও বুকের আক্ষেপিক সঙ্কোচন (a spasmodic constriction), ক্যারোটিড্ ধমনী (গলার দুই পার্শ্বের শিরা) লাফাইতে থাকে।

ইপি।—নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত, গলায় ঘড়্ঘড় শব্দ, উদ্বিগ্ন চক্ষু লাল এবং প্রদাহান্বিত।

এণ্টি-টার্ট।—বুকে ঘড়্ঘড় শব্দ, কাশি, নিশ্বাস-প্রশ্বাস হ্রস্ব এবং ঘন ও কষ্টকর, প্রত্যেক নিশ্বাসের সঙ্গে নাক উঠা পড়া করে, কাশিতে যন্ত্রণা, আক্ষেপযুক্ত কাশি, হাঁ করিয়া থাকে, জিহ্বা ও মুখের ভিতর শুষ্ক, নাসারন্ধ্র বিস্তৃত, ফুসফুসের শোথ, নাড়ী অসম ও প্রায় অনুপলব্ধ (Imperceptible), হিপাটিজেশন (যকৃতের ন্যায় ফুসফুস নিরেট হইয়া যাওয়া) অনুভূত হইলে।

মার্ক।—যদি অত্যন্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে, শুষ্ক কাশি, অন্যায়রূপ নিশ্বাস-প্রশ্বাস বা শ্বাসকষ্ট, উদরাময়, রক্তামাশয়, দক্ষিণ দিকের পীড়া, দক্ষিণ পার্শ্বে শুইতে পারে না, ঠাণ্ডা লাগা হেতু পীড়া, নাড়ী দুর্ব্বল, সর্ব্বদা প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

ফস্।—ফুসফুসের ভিতর শ্লেষ্মার ঘড়্ঘড় শব্দ, অচেনা লোক দেখিলে কাশে, মুখে প্রচুর শ্লেষ্মা জমে, দীর্ঘকায় বা শীর্ণ শরীর, উদরাময়, নাকের পক্ষ দুইটি উঠা পড়া করে, মস্তক গরম, শরীরের শেষ ভাগ বা শাখা সমস্ত ঠাণ্ডা, ক্যারোটিড্ ধমনীর উল্লম্ফন, নাড়ী দ্রুত, চর্ম্ম শুষ্ক ও অত্যন্ত গরম। ব্রাইওনিয়ার পর ফস্ফরাস নির্দ্দেশিত হইতে পারে। পীড়ার প্রাচীন অবস্থাতেই ফস্ফরাস ব্যবহৃত হয়।

হিপার।—[illegible]নিয়ার তৃতীয় অবস্থায় সহজে আরোগ্য না হইয়া পূঁজোৎপত্তি [illegible] হিপারের প্রয়োজন হয়। সর্ব্বদা

গভীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস, নিশ্বাসে নাক ডাকা শব্দ, চট্‌চটে শ্লেষ্মা, পূঁজময় শ্লেষ্মা, যদি ফুসফুসে টিউবার্কল বা স্ফোটক জন্মিয়া থাকে।

স্কুইলা।—অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক কাশি, নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত, উদ্বিগ্ন অবিরত প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা করে, শূকরের ন্যায় শব্দ (Grunting noise) করে, মুখে ফেণা বাহির হয় ও মুখ দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করে, শরীরের সহিত মস্তক সোজা ভাবে রাখিয়া শয়ন করে।

চেলিডো।—দক্ষিণ ফুসফুসের পীড়া, নাকের পক্ষ দুইটি উঠা-পড়া করে, ইহা চেলিডোনিয়ামের অতি প্রসিদ্ধ লক্ষণ। এক পা শীতল, অন্য পা গরম, যকৃতের পীড়া-সংযুক্ত।

লাইকো।—অগ্রে দক্ষিণ ফুসফুসে পীড়া হইয়া পশ্চাৎ বাঁদিক আক্রমণ করে, নাক উঠা পড়া করে এক পা ঠাণ্ডা, অন্য পা গরম, বহুদিনের যকৃতের পীড়া, ফুসফুসে পূঁজোৎপত্তি, কোষ্ঠবদ্ধ, তলপেট ফাঁপ, প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, প্রস্রাব রক্তবর্ণ।

কার্ব্বি-ভেজি।—জীবনীশক্তি হীন, অবসন্ন, নিতান্ত দুর্ব্বল, মড়ার মত পড়িয়া থাকে, শীর্ণ, মুখশ্রী বিবর্ণ, নাড়ী সূত্রবৎ, শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকা, নিশ্বাস-প্রশ্বাস শীতল, হিমাঙ্গ অন্তিম-কালের অবস্থা। মল অসাড়ে নির্গত, টিনের ঘরে বাস।

সাল্‌ফা।—মনোমত ঔষধে উপকার না পাইলে মধ্যে মধ্যে এক মাত্রা সাল্‌ফার দিতে হয়, বিশেষতঃ নিউমোনিয়ার রেজোলিউশন অবস্থায় শোষণকার্য্যে সহায়তা জন্য সালফার অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ। প্রাতে উদরাময়ের বৃদ্ধি ও কোনও প্রকার চর্ম্মরোগ থাকিলে সালফার প্রয়োগ হিতকর।

পূর্ব্বে অন্য কোন ঔষধ খাইয়া থাকিলে।—নক্স, সাল্‌ফা।

কাশি ও কোষ্ঠবদ্ধ।—ব্রাই।

নাক দিয়া রক্ত পড়া।—ব্রাই, ব্রোমিয়াম।

রক্ত-সংযুক্ত মল।—মার্ক-সল, ফস-এসি।

খাঁটি রক্তভেদ।—মার্ক-কর।

প্রাচীন উদরাময়।—আর্স, ফস, সাল্ফ

আঘাত লাগার পর পীড়া।—আর্নি।

যকৃতের রক্তসঞ্চয় বা প্রদাহ।—ব্রাই, চেলিডো।

নাক নড়ে।—চেলিডো, এণ্টি-টার্ট, ফস, লাইকো।

কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস।—এণ্টি-টার্ট।

ঘড়ঘড়িযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস।—এণ্টি-টার্ট, লাইকো, ফস।

হাঁ করিয়া করিয়া নিশ্বাস লয়।—ফস, লাইকো।

রাত্রে ও নিদ্রাবস্থায় কাশি।—হাইয়স।

প্রবল হিক্কা।—বেল, সিকুটা।

শূকরের ন্যায় শব্দ করে।—ব্রাই, স্কুইলা।

মুখের চতুর্দ্দিকে ফেণা—স্কুইলা, এপিস

চক্ষু কোটরস্থ।—আর্স।

চক্ষু অর্দ্ধ-মুদ্রিত।—ওপি।

চক্ষু বড় বড়।—বেল।

দড়ি বা সুতার ন্যায় লালা।—কেলি-বাই।

ফুসফুসে পূঁজোৎপত্তি।—হিপার, লাইকো।

ফুসফুসের পূঁজ শোষণ জন্য।—সাইলি।

ফুসফুসের পচনাবস্থা।—আর্স, কার্ব্ব-ভেজি, সাইলি।

আভ্যন্তরিক জ্বালা ও ছট্‌ফটানি।—আর্স।

রক্ত শ্লেষ্মাদি বহু পরিমাণে নির্গত হওয়ার দুর্ব্বলতা।—চায়না

উগ্রভাবাপন্ন, কোপনস্বভাব, চক্ষু রাঙ্গা।—বেল।

কামড়াইতে আসে।—বেল, হাইয়স।

প্রবল হিক্কা।—বেল, সিকুটা।

রক্ত প্রস্রাব।—ব্রাই, ক্যান্থা।

মল-মূত্র অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।—ব্যাপটি, আস´।

অবসন্ন, অচৈতন্য, অঘোর নিদ্রা, জাগা'লে জাগে।—ফস-এসি।

জাগাইলে অল্প সময়ের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ে।—আর্ণিকা,ব্যাপটি।

অজ্ঞানাবস্থায় শ্বাসকষ্ট।—ষ্ট্র্যামো।

অজ্ঞানাবস্থা, নিম্ন মাড়ি ঝুলিয়া পড়ে।—হাইয়স।

জ্ঞানশূন্য, নিদ্রিত অবস্থাতেও গোঙানি, লেজের দিকে সরিয়া যায়।—মিউর এসি।

হিমাঙ্গ, নাড়ী ছাড়া।—কার্ব্ব-ভেজি।

গরুর পক্ষে প্লুরো-নিউমোনিয়া একটি সাংঘাতিক রোগ। ইহা এককালে মড়ক আকারেও প্রকাশ পায়। এই রোগ সম্বন্ধে কেহ বলেন, ইহা সংক্রামক রোগ, কেহ বলেন, ইহা সংক্রামক ও স্পর্শাক্রমক দুই-ই, আবার কেহ বলেন, উহা কিছুই নহে। অন্য অন্য প্রকার চিকিৎসায় ইহার বিশেষ কিছু উপায় দেখা যায় না (গো-জীবন ৩য় ভাগে ফুসফুস প্রদাহ দেখুন), কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্লুরো-নিউমোনিয়ার আশুফলপ্রদ বহু পরীক্ষিত বিস্তর মহৌষধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রথমাবস্থায় ইহার লক্ষণ সকল অস্পষ্ট থাকিলেও পরবর্ত্তী অবস্থায় সকল লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন আর ভুল হইতে পারে না। ডাঃ চার্লস (Dr Charles W. Luther বলেন, "প্রাথমিক অবস্থায় যখন কাশি থাকে, তখন ব্রাইওনিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ। দ্বিতীয় অবস্থায়

যখন কষ্টকর নিশ্বাস-প্রশ্বাস, শূকরের ন্যায় শব্দ, সামান্য যন্ত্রণা-দায়ক কাশি, মুখ ও নাক দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয়, দুগ্ধ প্রদানে একেবারে বিরত কিম্বা অত্যন্ত কম হইয়া যায়, গাভী গুটিশুটি হইয়া দণ্ডায়মান থাকে, অক্ষুধা ও জাওর কাটে না; তখন আর্সেনিক ও ব্রাইওনিয়া ৪ দিন অন্তর পর্য্যায়ক্রমে খাওয়াইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে।" কিন্তু ইহার কিছু বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, লক্ষণ দৃষ্টে ঠিক ঔষধ নিরূপণ করিতে হইবে। অধিক সংখ্যক রোগী দেখিলে, কোন্ রোগে কি কি লক্ষণ প্রবল হয় এবং কি কি লক্ষণে কি কি ঔষধ বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা আপনা আপনিই অভিজ্ঞতা জন্মে।

বুকের উপর মসিনা কিম্বা গমের পুলটিস দেওয়া, বোতলে গরম জল পুরিয়া কিম্বা গরম ফ্লানেল অথবা কম্বল ছেঁড়া প্রভৃতি দ্বারা ফোমেণ্ট করা ইত্যাদিতে রোগী কেমন শান্তি লাভ করে, তাহা ঐ প্রকার চিকিৎসা-অনুমোদনকারীগণ কেহই ভাবিয়া দেখেন না, কিন্তু রোগীকে তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে হয়। পেটে ঘা হয় হউক, প্লীহা দমন হওয়া চাই। মরিয়া যায় যাউক, রোগের নামকরণ বা নাম ধরিয়া ডাকা চাই। এ সকল ব্যবস্থা হোমিওপ্যাথিতে নাই, দরকারও নাই। এই প্রকার উত্তাপ লাগানর পরক্ষণে অলক্ষিতে বুকে একপ ঠাণ্ডা লাগিতে পারে, যাহা অতি অনিষ্টকর হয়। সুখের বিষয় যে, আমাদের দেশে গরুর জন্য সাধারণে এতটা করিতেও রাজি নহেন। ঠাণ্ডা লাগা হইতে রক্ষা করিবার বা গরমে রাখিবার জন্য ফ্লানেল কিম্বা তুলা দ্বারা বুক ঢাকিয়া একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বদা বাঁধিয়া রাখা সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়, এটি হোমিওপ্যাথিক্ ব্যবস্থা।

রক্তমোক্ষণ (ফস্ত খোলা) কিম্বা জোলাপ দেওয়ায়, শরীরের রস-রক্তাদি নির্গত হওয়াতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা আনয়ন করে, উহা রোগের আক্রমণের ন্যায় ঔষধের আক্রমণ বা ঔষধ-সৃষ্ট-ব্যাধি বলা যাইতে পারে। ঐ সকল প্রক্রিয়ায় জীবনীশক্তি কমিয়া যায় এবং ফুসফুস শক্ত হওয়া ও পচিয়া যাওয়ার পক্ষে বিশেষ সহায়তাই করে।

আর একটি সাংঘাতিক ভুলের কথা (Fatal mistake) উল্লেখ করিব, সেটি জোর করিয়া গলার ভিতর খাদ্য প্রবেশ করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয় অবস্থায় বা যখন ক্ষুধা অল্প হইয়া যায়, কিম্বা একেবারে অক্ষুধা জন্মে, তখন যে কোন প্রকার খাদ্য খাইতে দিলে, সে তাহা হজম করিতে পারে না। ঐ খাদ্য তখন বাহ্য বস্তুর ন্যায় পাকস্থলীতে রহিয়া যায় এবং তাহাতে কেবল অসুখের বৃদ্ধি করে ও রোগের ভোগকাল দীর্ঘ করিয়া দেয়। জোর করিয়া ত খাওয়ান হইবেই না, ক্ষুধা হইলেও অতি সাবধানতার সহিত বিবেচনা পূর্ব্বক খাদ্য প্রদান করা আবশ্যক। এইরূপ খাদ্য প্রদানের দোষেই অনেক সময় পীড়ার পুনরাক্রমণ হইয়া থাকে ও তখন রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে।

পিপাসার জল অবশ্যই দিতে হইবে, তাহাতে বাধা দেওয়া ভাল নয়। একটি প্রশস্ত পাত্র করিয়া পরিষ্কৃত জল গরুর মুখের নিকটে রাখিয়া দিলে, সে ইচ্ছামত জলপান করিতে পারে। যদি না খায়, না খাইবে, কিন্তু প্রত্যহ দুইবার ঐ জল বদলাইয়া দিতে হইবে। শ্লেষ্মা বৃদ্ধির ভয়ে যেন জলাভাবে প্রাণ কণ্ঠগত না হয়।

ল্যাঙ্কাশায়ারের ডাঃ এইচ্ ষ্টুয়ার্টের চিকিৎসিত দুইটি গাভীর বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিত হইল।

১। একজন অশ্বচিকিৎসক একটি কাল রংএর গাভীর চিকিৎসা করিতেছিলেন। রক্তস্রাব, ফোস্কাকরণ, জোলাপ দেওয়া প্রভৃতি সব রকম চিকিৎসা করিয়া দশ দিনের পর ঐ চিকিৎসক মালিককে বলিয়াছিলেন যে, "আমি আর কিছু করিতে পারিব না এবং ঐ গাভীটি ২৪ ঘণ্টার অধিক বাঁচিতে পাবে ইহাও আমার বিশ্বাস হয় না, সুতরাং এই বেলা গাভীটিকে বিক্রয় করিয়া ফেলাই আপনার পক্ষে মঙ্গল।"

ঐ কথা শুনিয়া আমি গাভীটিকে দেখিতে যাই এবং মালিককে বলি, যদি আমাদ্বারা চিকিৎসা করাইতে আপনার আপত্তি না থাকে, তবে আমি গাভীটিকে রক্ষা করিতে পারি, তাহাতে আমার অধিক সন্দেহ নাই। তিনি বলিলেন—তাঁহার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তাঁহার মনে হয় যে, গাভীটি আর আরোগ্য হইবে না, ইহার চিকিৎসার সময় গত হইয়া গিয়াছে।

আমি যখন গাভীকে দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন মালিক একজন মুচিকে উহা বিক্রয় করিবার জন্য দর-দস্তর করিতেছিলেন। ঐ মুচি ১০ শিলিং দিতে চাহিতেছে, মালিক ১৫ শিলিং চাহিতেছেন। আমি বলিলাম, আপনার গাভীটিকে আরোগ্য করিবার জন্য আমি চেষ্টা করি, যদি মরিয়া যায়, তবে আমি আপনাকে ১৫ শিলিং দিব। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর আমি চিকিৎসার জন্য অনুমতি পাইলাম।

গাভীটির নিম্নলিখিত লক্ষণ ছিল,—

শিং, কাণ ও পা ঠাণ্ডা, নাড়ী অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, নিশ্বাস-প্রশ্বাস হ্রস্ব ও অত্যন্ত গরম, নাসারন্ধ্র বিস্তৃত এবং সম্পূর্ণ শুষ্ক, জীহ্বা শুষ্ক, শূকরের ন্যায় "এক প্রকার' শব্দ করে—তাহা ১০০ শত গজ দূর

হইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। গাভীটির বাঁটে দুধ নাই—টানিলে কেবল কয়েক ফোঁটা মাত্র নির্গত হয়। কিছু খায় না।

দুই ফোঁটা একোনাইট ৩য় শক্তি এক কোয়াট (প্রায় এক সের) জলে মিশাইয়া, ঔষধ খাইবার গ্লাসের এক গ্লাস পরিমাণ ঔষধ আধ ঘণ্টা অন্তর চারিবার এবং পরে প্রতি ঘণ্টায় একবার করিয়া খাওয়াইতে বলিলাম।

২৪ ঘণ্টা পর দেখিলাম, নাড়ী অত্যন্ত ধীর, শিং ও পা গরম, প্রশ্বাস সেরূপ গরম নয়, নাসারন্ধ্র বিস্তৃত ও শুষ্ক নয়, জিহ্বা সরস হইয়াছে।

পুনরায় ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত একোনাইট দেওয়ার পর দেখিলাম, শিং, পা প্রভৃতির লক্ষণ সকল ভাল, শূকরের ন্যায় শব্দ কিছু কম, দুগ্ধের অবস্থা ভাল নহে। আজ আবার তাহার পেটের মধ্যে একপ্রকার ঘড়্ঘড় শব্দ শুনা যাইতেছে। তখন ব্রাইওনিয়া ৩য় শক্তি দুই ফোঁটা এক কোয়ার্ট জলে মিশাইয়া, দুই ঘণ্টা অন্তর এক মাত্রা খাওয়াইতে আদেশ করিলাম।

আবার ২৪ ঘণ্টার পরে গাভীটিকে দেখিলাম। এবার সমুদয় লক্ষণ উত্তম। ঘড়্ঘড় শব্দ নাই, শূকরের ন্যায় শব্দ একেবারে গিয়াছে এবং সে দুই কোয়ার্ট (একসের তের ছটাক) দুধ দিয়াছে। গাভীটি খুব স্বচ্ছন্দতার সহিত জাওর কাটিতেছিল। ঐ গৃহস্থ বলিলেন, আমার গাভীটি এখন সম্পূর্ণ নূতন গাভী হইয়াছে, সে এখন খুব ক্ষুধার সহিত খাইতেছে।

তাহাকে সতর্কতার সহিত খাদ্য দিতে বলিলাম। ৭ দিনের মধ্যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিল এবং পরিমিত দুগ্ধ দিতে সমর্থ হইয়াছিল।

২। একজন কৃষকের একটি পাটকিলে রংএর বহুমূল্যের দুগ্ধবতী গাভী তিন দিন সাংঘাতিক রোগে পীড়িত হওয়ার পর, আমার নিকট আসে এবং আমাকে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করে। এই সময় আমার খুব সুখ্যাতি (পশার) বিস্তৃত হইয়াছিল। আমি বলিয়াছিলাম,—তুমি কি কোন ভেটারিনারী সার্জ্জনকে (এলোপ্যাথিক্ পশু-চিকিৎসককে) দেখাইয়াছ? সে উত্তর করিল, না, না, তাহারা এ রোগে কিছু করিতে পারে না, কিন্তু তাহাদের প্রাপ্য টাকার হিসাবের ফর্দ্দ (Bills) খুব বাড়িয়া যায়, অবশেষে গাভীটিকে বিক্রয় করিবার পরামর্শ দেয়। (এই সকল রোগগ্রস্ত পশু মানুষের খাদ্যের জন্য বিক্রিত হয়)। আমি তার পর বলিয়াছিলাম, মনে কর, তোমার মূল্যবান গাভী মরিয়া যাইতেছে, মরিয়া গেলে তুমি আমার কোন নিন্দা করিবে না এবং অপর কোন চিকিৎসকের কোন পরামর্শ লইবে না, স্বীকার হইলে পর আমি চিকিৎসা করিতে পারি। সে বলিল,—না, না, আপনি সেরূপ সন্দেহ করিবেন না। অনন্তর আমি দেখিতে গিয়াছিলাম।

লক্ষণ।

১। শরীরের শেষভাগ (লোম, খুর, শিং প্রভৃতি) ঠাণ্ডা।

২। নাড়ী দ্রুত।

৩। নাকের অভ্যন্তর ভাগ আর্দ্র এবং সর্দ্দি ঝরিতেছে।

৪। তাহার মস্তক একবার এ-পাশে একবার ও-পাশে নাড়িতেছে এবং দুঃখসূচক একপ্রকার ক্রন্দন করিতেছে।

৫। মুখ হাঁ করিয়া আছে, যেন তাহার চোয়ালে ঘা হইয়াছে এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা আছে ও মুখ দিয়া লালা নির্গত হইতেছে।

৬। কম্পিত ও প্রচণ্ড কাশি, তাহাতে গলার সকল নাড়ীতে দড়ার মত টান পড়িতেছে।

৭। তাহার দুধ কিছুমাত্র হয় না।

৮। রোমগুলি খাড়া ও অপরিষ্কার।

এক কোয়ার্ট পরিমাণ জলে দুই ফোঁটা ৩য় শক্তির একোনাইট্ এবং আর এক কোয়ার্ট জলে দুই ফোঁটা ৬ষ্ঠ শক্তির ফস্ফরাস মিশাইয়া এক ওয়াইন গ্লাস মাত্রায় পর্য্যায়ক্রমে প্রতি ঘণ্টায় খাওয়াইতে বলিলাম।

২৪ ঘণ্টা পরে গিয়া দেখিয়াছিলাম, নাড়ী মৃদু, খুর ও শিং প্রভৃতি অনেক গরম। কাশির অবস্থা এ পর্য্যন্ত মন্দ, অন্যান্য লক্ষণ ঐ প্রকার ভাল নয়। একোনাইট বাদ দিয়া কেবল ফস্ফরাস দিতে লাগিলাম।

পুনরায় ২৪ ঘণ্টা পরে গিয়া দেখি, ঐ সমস্ত লক্ষণ ভাল। ফস্ফরাসই দেওয়া হইতে লাগিল।

৪৮ ঘণ্টা পরে দেখি, কাশির অবস্থা খুব ভাল, মাথা আর এপাশ-ওপাশ করিতেছে না, সে প্রকার রোদন ভাবও নাই, নাকের ভিতর হইতে আর কিছু নির্গত হইতেছে না, মুখেও লালা নাই, লোমগুলি অপরিষ্কার আছে, চামড়া সটান ও গরম। আর্সেনিকের ৬টি বড়ি এক টুকরা রুটির উপর করিয়া খাইতে দিয়াছিলাম। ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত আর কোন ঔষধ না দিয়া পুনরায় ফস্ফরাস দেওয়া হইতে লাগিল।

এবার দুই দিন পরে দেখিলাম, সকল লক্ষণ উত্তম। সে অতি স্বচ্ছন্দতার সহিত জাওর কাটিতেছিল, দুগ্ধ দ্রুত ফিরিয়া আসিয়াছে, ও চামড়া চিক্কণ হইয়াছে।

ইহার চারি দিন পরে দেখিলাম, গাভীটি চালায় বাঁধা আছে এবং সে কিছু ঘাস জল পাইয়াছে। সে মনোযোগের সহিত সে-গুলি খাইতেছিল। সামান্য কাশি আছে। ব্রাইওনিয়ার ৬টি বড়ী এক পাঁইট জলে মিশাইয়া, তাহাব এক ওয়াইন গ্লাস মাত্রায় সকালে ও রাত্রে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিলাম। যদি ইহাতে ভাল না হয়, তবে সংবাদ দিতে বলিলাম।

দুই সপ্তাহ পরে ঐ ব্যক্তিব সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে বলিয়াছিল—তাহাব গাভীটির অবস্থা এখন এত উৎকৃষ্ট যে, অন্য সময় সেরূপ ভাল দেখা যায় নাই। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় থাকিয়া প্রত্যহ ২০ কোয়ার্ট (আঠার সেব) দুধ দিতেছে।

ঘুংরি কাশি।

(Croup ক্রুপ্।)

কণ্ঠনালী (Trachea ট্রকিয়া) এবং স্বর-যন্ত্র (Larynx লেরিংস) এতদুভয়েব মধ্যস্থ মিউকাস-ঝিল্লী প্রদাহান্বিত, স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত হয়। শ্বাসকষ্টই ইহাব প্রধান লক্ষণ। ঐ মেম্ব্রেণ (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী) খসিয়া পডিলে তন্নিম্ন হইতে ক্ষত বাহির হয়। লেরিংস্কোপ নামক যন্ত্র সাহায্যে সেই ক্ষত লাল দেখা যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসে মোরগের ন্যায় শব্দ (Crowing) হয়।

ইহাতে জীব-জন্তু সকল সময় সময় অবিরামভাবে কাশিতে থাকে। কাশিবার সময় মুখ নীলবর্ণ, চক্ষু জ্যোতিহীন, চর্ম্ম শুষ্ক ও গরম হয় এবং ভয়ানক শ্বাসকষ্ট হওয়ায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া

পড়ে, নিশ্বাস লইবার সুবিধার্থে মস্তকটি শরীরের সহিত সরল রেখায় স্থাপিত করে বা নাক উঁচু করে, স্বরভঙ্গ ও এক প্রকার বিশেষ শব্দবিশিষ্ট কাশি, নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ হয় ও সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া যায় এবং কাশিবার সময় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর খণ্ড সকল বাহির হইতে থাকে। বিশেষরূপ যত্ন না করিলে এই রোগ শীঘ্র ভাল হয় না এবং শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু হইতেও পারে। শীত ও বসন্ত ঋতুতে ইহার প্রাদুর্ভাব অধিক হয়।

এই রোগ ব্রন্‌কাইটিস, ডিপথিরিয়া ও হুপিংকফের সঙ্গে ভ্রম হইতে পারে। হুপিংকফে জ্বর থাকে না ও কাশির বিরামকালে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করে। ক্রুপে বিরামকালেও শ্বাসকষ্ট বর্ত্তমান্ থাকে। ব্রঙ্কাইটিসে ক্রুপের ন্যায় ক্রোয়িং শব্দ থাকে না। ক্রুপ রোগে ডিপথিরিয়ার ন্যায় গলার বিচি সকল স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয় না, রক্ত বিষাক্ত হয় না। ক্রুপ স্থানিক পীড়া, ডিপথিরিয়া সার্ব্বাঙ্গিক রোগ। এই সকল লক্ষণ বিবেচনা করিয়া অন্যান্য রোগ হইতে ক্রুপকে চিনিয়া লইতে পারা যায়।

চিকিৎসা।—

একোনাইট।—ক্রুপরোগে ২০০ শত শক্তি বিশেষ ফলপ্রদ।

স্পঞ্জিয়া।—অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সন্ধ্যার সময় হইতে দুইপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে বৃদ্ধি। হুপ হুপ শব্দ, বাঁশীর শব্দ, শন্‌শন্ শব্দ প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ-যুক্ত কাশি। স্বরভঙ্গ। একোনাইটের পর বিশেষ কার্য্যকারী। শক্তি ২০০ শত।

এসিটিক-এসিড।—ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। নিশ্বাস-প্রশ্বাসে সাঁই-সুঁই শব্দ।

বেলেডোনা।—কুকুরের ডাকের ন্যায় ঘেউ ঘেউ শব্দ কিম্বা বাঁশীর ন্যায় শব্দ, করাতে কাঠ-চেরা মত শব্দ। চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ। চক্ষু লালবর্ণ। অত্যন্ত অস্থিরতা। গলার ঘিচি ফুলা ও বেদনাযুক্ত। রাত্রিতে কাশির বৃদ্ধি।

ক্যালকে-কার্ব্ব।—বেলেডোনার পরই ব্যবহার্য্য। মস্তকে অত্যন্ত ঘাম হওয়া।

হিপার-সাল্ফ।—ঠাণ্ডা লাগিয়া কাশির উৎপত্তি। শুষ্ক এবং কুকুরের ডাকের ন্যায় শব্দ-যুক্ত কাশি। গলা ভাঙ্গা। গলা ঘড়্ ঘড় করে, কিছু উঠে না। স্পঞ্জিয়ার পর হিপার-সালফ উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী।

ইপিকাক্।—কাশিতে কাশিতে বমন হইয়া যায়।

এণ্টিম-টার্ট।—গলা ঘড়্ঘড় করে, যেন শ্লেষ্মায় গলা পূর্ণ রহিয়াছে, অথচ মুখে শ্লেষ্মা নাই। ফুসফুসে পক্ষাঘাত হইবার আশঙ্কা। অত্যন্ত দুর্ব্বল। অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়। মুখমণ্ডল বেগুণে বা নীলবর্ণ।

কুপ্রাম।—আক্ষেপযুক্ত হাঁপানি কাশিতে উৎকৃষ্ট-ঔষধ।

আর্সেনিক।—মুখ ফুলা। শীতল ঘর্ম্ম। অত্যন্ত দুর্ব্বলতাতেও অস্থিরতা। মৃতাবস্থা।

ল্যাকেসিস্।—নিদ্রাভঙ্গের পরই কাশির বৃদ্ধি। ফুসফুসে পক্ষাঘাতের ভয়। গলার ভিতর জমাট শ্লেষ্মা। গলায় হাত দিতে দেয় না।

লাইকোপোডিয়াম্।—রোগ ভোগে অত্যন্ত বিরক্ত, অনাবৃত থাকিতে চাহে, নাকের পাতা উঠা-নামা করে।

ফস্ফরাস্।—নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিসের পর ক্রুপ

রোগ। সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত কাশির বৃদ্ধি। একবার ভাল হইয়া আবার হইলে।

আইওডিয়ম।—গলা ঘড়্ঘড় করে। প্রাতে বৃদ্ধি হয়। শ্লেষ্মা উঠে না। স্পঞ্জিয়ার পর সুফলপ্রদ।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া।—অত্যন্ত শুষ্ক ও কন্কনে শব্দযুক্ত কাশি, ধাতুপাত্রের শব্দের ন্যায় কাশি।

হাঁপানি।

(Asthma এজ্মা)

ইহাতে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হইয়া থাকে। প্রায়ই তিন দিন ভোগের পর আপনা আপনি কষ্ট নিবারণ হয়। ছোট ছোট ব্রঙ্কিয়েল নলীর মধ্যে আক্ষেপ আরম্ভ হইয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাসে দারুণ বাধা জন্মায়। গবাদি পীড়িত জীবকুল প্রাণ ভরিয়া বায়ু গ্রহণ জন্য ঘরের বাহিরে আসিতে ইচ্ছা করে কিম্বা বায়ুর অভাব মনে করিয়া জানালার দিকে মুখ বাহির করিয়া অসহ্য কষ্ট অনুভব করিতে থাকে। এই আক্ষেপ হইবার পূর্ব্বে সর্দ্দি করিয়া প্রায়ই রাত্রিতে রোগ প্রকাশ হয়। পেট ফাঁপিয়া উঠে। শ্বাস-প্রশ্বাস-কালে শীশ দেওয়ার ন্যায় শব্দ হয়। প্রশ্বাস অতি দীর্ঘ হয়, তৎসহ সাঁই সাঁই শব্দ (Whizing Respiration) দূর হইতে শুনা যায়। নিশ্বাস লওয়ার শব্দ প্রায় শুনা যায় না। মুখ নীলবর্ণ, চক্ষু কোটরস্থ ও চোক দিয়া জল পড়িতে থাকে। আক্ষেপ কিছু কমার পর কাশির উদয় হয়। এই যন্ত্রণা ৩ ঘন্টা হইতে ৩ দিন

পর্য্যন্ত থাকে। জ্বর হয় না। হাঁপের উপশম হইলে কাশির সঙ্গে সামান্য সামান্য রক্ত দেখা যায়। এজ্‌মা বয়স বাছে না।

আর্জেণ্টাম্-নাইট্রিকম।—প্রাণ ভরিয়া বাতাস লইতে পারে না।

আর্সেনিক।—রাত্রি ১টার পর প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত হাঁপানির প্রবল প্রকাশ। অত্যন্ত অস্থিরতা, ব্যাকুলতা। গবাদিকে এক স্থানে বাঁধা যায় না, সর্ব্বদাই স্থান পরিবর্ত্তন করে।

ইপিকাক্।—তরল কাশি, অথচ উঠে না। শরীর শক্ত মত ও ঘর্ম্মাক্ত হয়। বমন হইতে থাকে। বমনের পর কিছু উপশম হয়। ইপিকাক বিড়ালের পরম বন্ধু।

কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস্।—রৌদ্রে বা অগ্নির উত্তাপে রোগের উৎপত্তি। পেটফাঁপা ও রাত্রে রোগের আবির্ভাব।

বেলেডোনা।—চক্ষু লাল। বৈকালে ও সন্ধ্যার সময় রোগের আবির্ভাব।

কুপ্রাম।—আক্ষেপযুক্ত হাঁপ।

চক্ষু-রোগ।

(Diseases of the Eyes—ডিজিজেস অফ্ দি আইস্)

চক্ষু রোগ অনেক প্রকার। এরূপ ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহার সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব, সুতরাং যে সকল চক্ষু রোগ সচরাচর জীব-জন্তুকে আক্রমণ করে এবং বিশেষ কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর হয়, তাহাই এই পুস্তকে লেখা হইবে।

চক্ষুতে ধূলা, কুটা, কীট প্রভৃতি পতন দ্বারা এবং খরতর রৌদ্র কিম্বা শীতল ও দূষিত বাতাস, প্রচুর ধূম প্রভৃতি চক্ষুতে লাগা ও নিষ্ঠুর চালকের আঘাতে, প্রায়ই চক্ষু রোগ উৎপন্ন হয়। ঠাণ্ডা লাগা, গোয়ালে বিশুদ্ধ বায়ু যাতায়াতের অভাব এবং উপযুক্তরূপ জানালা না থাকায় অন্ধকারে বাস হেতু চক্ষু রোগ জন্মে। জীব জন্তু বা চাকরের গণোরিয়া-বিষ চক্ষে লাগিয়াও চক্ষু রোগ জন্মিয়া থাকে। অনেক প্রকার কঠিন রোগের শেষাবস্থায় চক্ষু রোগ হয়।

চক্ষু রোগের ঔষধও অনেক আছে। তন্মধ্যে একোনাইট, আর্জেণ্টা-নাই, আর্ণিকা, বেলেডোনা, ইউফ্রেসিয়া, কোনিয়াম ও সাইলিসিয়া প্রধান ঔষধ।

চক্ষু উঠা।

(Conjunctivitis—কঞ্জাংটিভাইটিস্।)

অন্য নাম অপ্‌থ্যাল্‌মিয়া (Opthalmia)। ইহা চক্ষুর কঞ্জাংটাইভার বা শ্বেতাংশের প্রদাহ।

ইহাতে চোক মিট্‌মট্‌ করে, চোকের পাতা ফুলে ও প্রদাহান্বিত হয় বা রক্ত জমে, চক্ষু ঘোর লালবর্ণ হইয়া প্রচুর জল পড়িতে থাকে। যাতনায় জীব জন্তু বড় কাতর হয়। ঘরের মধ্যে থাকিতে ভালবাসে। বাহিরে চক্ষে আলো লাগাতে ভয়ানক কষ্ট হয়, কর্‌কর করে, বেশী জল পড়িতে থাকে, চক্ষু চাহিতে পারে না। ক্রমে ঐ জল পিচুটিতে পরিণত হয়, চোক জুড়িয়া যায় ও পূঁজ জন্মে।

এই রোগ আইরিস বা কর্ণিয়ার প্রদাহের সহিত ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু একটু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই সে ভ্রম দূর হয়। আইরিসের কিম্বা কর্ণিয়ার প্রদাহে কর্ণিয়ার সংলগ্ন ভাগ বেশী লাল দেখায়। কঞ্জাংটাইভার প্রদাহে চক্ষের পাতার সংলগ্ন ভাগ বেশী লাল হয়। আর আইরিসের প্রদাহে পিচুটি পড়ে না, কঞ্জাংটাইভার প্রদাহে অত্যন্ত পিঁচুটি পড়ে।

অপরাপর সুস্থ গবাদিকে এই রোগাক্রান্ত গরুর সঙ্গে এক ঘরে বা একসঙ্গে রাখা কিম্বা একত্রে বেড়াইতে দেওয়া ভাল নহে, কারণ চক্ষু উঠা স্পর্শাক্রামক রোগ।

চিকিৎসা।—

আর্ণিকা।—আঘাতজনিত পীড়ায় আর্ণিকা খাইতে দিলে অসীম উপকার হয়।

একোনাইট।—যদি গাত্র অত্যন্ত গরম থাকে অর্থাৎ অত্যন্ত জ্বর হইয়া থাকে, চক্ষু শুষ্ক, চোকের উপর হাত দিলে অত্যন্ত গরম বোধ হয়, একবারও না তাকায়, তবে একোনাইট উৎকৃষ্ট ঔষধ। একোনাইট প্রত্যহ চারি মাত্রা করিয়া দুই দিন দেওয়ার পর সালফার এক মাত্রা দিলে, অনেক স্থলে উহাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়।

আর্জেণ্টাম্-নাই।—পুঁজের মত স্রাবে উপকার হয়।

এপিস্।—চক্ষের পাতা অত্যন্ত ফুলিয়া থাকিলে, যেন চক্ষের পাতায় জল ভর করিয়াছে, এরূপ মনে হইলে এপিস্ উৎকৃষ্ট।

বেলেডোনা।—চক্ষু জবাফুলের মত লাল, আলো একেবারে অসহ্য, গরম জল পড়িতে থাকে, মধ্যে মধ্যে মাথা নড়ে, নাকে ক্ষত হয়, দক্ষিণ চক্ষের পীড়া।

রসটক্স।—জলে ভিজিয়া কিম্বা বর্ষা ও শীতকালে বাহিরে থাকায় চক্ষু উঠা। চক্ষের পাতার শোথ বা স্ফীত হওয়া।

নক্সভমিকা।—চক্ষু হইতে রক্তাক্ত জল পড়িতে থাকে, চক্ষের কোণের দিকে লাল বেশী হয়।

আর্সেনিক।—রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি, চক্ষু হইতে ঝাঁজাল রসস্রাব, কঞ্জাংটাইভা বা চক্ষুর শ্বেতাংশ নীলবর্ণ বা বেগুনে বর্ণ। চক্ষের পাতা বন্ধ হইয়া যায়।

গ্রাফাইটিস্।—পুরাতন পীড়া, নাকের মধ্যে ক্ষত ও বড় বড় চটার মত পড়া। চক্ষুর বাহিরের কোণ হইতে রক্তস্রাব। পাতলা ঝাঁজাল স্রাব। এই প্রাচীন পীড়ায় ডিজিটেলিস্ও দেওয়া যায়। ইহাতে চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হয়।

ইউফ্রেসিয়া।—প্রচুর ও ঝাঁজাল হরিদ্রাবর্ণ গাঢ় স্রাব। হাম বা বসন্ত রোগের পর।

পালসেটিলা।—প্রচুর সাদা স্রাব, হাম বা বসন্ত রোগের পরবর্ত্তী চক্ষুর পীড়া।

পূঁজময় চক্ষুউঠা।

(Purulent Conjunctivitis—পুরুলেণ্ট কঞ্জাংটিভাইটিস্)

ইহার অপর নাম পুরুলেণ্ট অপথ্যালমিয়া। এইটি অতি সাংঘাতিক রোগ। আরোগ্য জন্য বিশেষ মনোযোগী না হইলে দর্শনশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এই রোগ এক বা উভয় চক্ষুতেই হইতে পারে, ও চক্ষুর পাতা অত্যন্ত ফুলিতে দেখা যায়। ইহা

অত্যন্ত সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক, সে জন্য এই রোগাক্রান্ত গবাদিকে পৃথক ভাবে রাখা কর্ত্তব্য।

জীব-জন্তুর গণোরিয়া-বিষ কিম্বা চাকরের গণোরিয়া-বিষ চক্ষে লাগিয়া এই রোগ হইয়া থাকে। অপরাপর প্রাণী অপেক্ষা তিন হইতে ছয় বৎসর বয়স্ক যৌবনপ্রাপ্ত ঘোড়ার পুঁজময় চক্ষু উঠা রোগ অধিক হয়।

চক্ষুর পাতা অত্যন্ত লাল ও স্ফীত হয়। চক্ষু অত্যন্ত চুলকায়, কর্‌কর্‌ করে, আলো একেবারেই সহ্য করিতে পারে না, তজ্জন্য ঘর হইতে কোনমতে বাহির হইতে চাহে না। চক্ষে দেখিতে পায় না, সে কারণে ধরিয়া লইয়া যাইতে হয় এবং যেখানে দাঁড় করান যায়, তথায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তখন অত্যন্ত পুঁজ পড়িতে থাকে। কাণ লুটিয়া পড়ে। প্রাণীকুল চক্ষের পীড়ায় অত্যন্ত কাতর হয় এবং প্রিয় পালককে নিকটে পাইলে তাহার গায়ে মুখ উঠাইয়া দিয়া নিজের যাতনা প্রকাশ করে। কিছু খায় না। ইহার চিকিৎসা না হইলে চক্ষে ক্ষত হয় এবং চক্ষু ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে ও ঘোলা হইয়া যায়। চক্ষু কোটর হইতে বাহিরে পড়িলেই যন্ত্রণার লাঘব হয় এবং দৃষ্টিশক্তিও একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এই রোগ প্রায়ই দেখা যায়।

আরজেণ্টাম-নাই।—প্রচুর পুঁজস্রাব। কর্ণিয়া পচিয়া যাইবার ভয়। চক্ষুর পাতা অত্যন্ত স্ফীত বা শোথভাবাপন্ন হইলে ইহা অতীব উপকারী এবং চক্ষুদাতা।

ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব।—প্রচুর হরিদ্রাবর্ণের স্রাব। কর্ণিয়াতে ক্ষত। চক্ষুর পাতার শোথ। অত্যন্ত জলে ভিজিয়া রোগের উৎপত্তি।

হিপার-সাল্‌ফ।—চক্ষুর পাতা স্ফীত। প্রচুর পূঁজ-স্রাব। কর্ণিয়াতে ক্ষত। অত্যন্ত দপ্‌দপানি বেদনা। আলো অসহ্য।

লাইকো।—চক্ষের নীচে পূঁজ থাকায় চক্ষুর পাতা ফুলা।

রসটক্স।—বাম চক্ষে পীড়া আরম্ভ। অত্যন্ত অস্থিরতা। প্রচুর পূঁজস্রাব কিম্বা প্রচুর জল পড়া। জলে ভিজিয়া বা হিম লাগিয়া রোগের উৎপত্তি।

এসিড-নাই।—গণোরিয়া-বিষ হইতে রোগের উৎপত্তি হইলে নাইট্রিক্‌-এসিড মহৌষধ।

পালসেটিলা।—গণোরিয়া-বিষ হইতে রোগ উৎপন্ন। প্রচুর পূঁজস্রাব।

সাইলিসিয়া।—পাতলা, রক্তমিশ্রিত, দুর্গন্ধ পূঁজ। ঝিল্লি পচিয়া পড়ে। অক্ষিপত্র স্ফীত। অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় পূঁজ জমে।

সালফার।—পুরাতন রোগ কোন ঔষধেই সারে নাই তাহাতে সালফার মহৌষধ।

উপকণাযুক্ত চক্ষু উঠা।

(Granular Opthalmia—গ্রানুলার অপ্‌থ্যালমিয়া)

এই রোগও বড় কঠিন। চক্ষুর পাতায় আরম্ভ হইয়া ইহা কর্ণিয়া পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। কঞ্জাংটাইভার উপর মৎস্য-ডিম্বের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চতা দেখা যায়। ইহাকে গ্রানিউলস্‌ বা উপ-

কণা বলা হইয়া থাকে। প্রথমে ঐ উপকণা লাল দেখায়, পরে যখন কর্ণিয়া পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, তখন আর লাল থাকে না, সাদা প্যাচ্ (Patch) বা আবরণ দেখা যায়। এই রোগ চক্ষের উপর পাতাতে অধিক হয়, তৎপরে কনেক্‌টিভ্ টিশু সকল বৃদ্ধি হওয়াতে ইহার চাপে মিউকাস ঝিল্লি নষ্ট হইয়া ক্ষত উৎপন্ন হয়। পরে ক্রমে ঐ ক্ষত আরোগ্য হইয়া ক্ষত-চিহ্ন হয় বা ফুল পড়ে। উহাতে চক্ষে আলো যাইবার পথ রোধ করায় দৃষ্টির হানি হয়। চক্ষের পাতা ভিতর দিকে উল্‌টাইয়া যায়। তখন পাতার চুলগুলি দ্বারা চক্ষের মধ্যে ঘর্ষণ হওয়ায় কষ্ট হইতে থাকে ও জল পড়ে। চক্ষে আলো সহ্য হয় না। চক্ষে বালি পড়ার ন্যায় কর্‌কর্ করে। চক্ষুর ভিতরে মখ্‌মলের ন্যায় দেখায়। পূঁজের ন্যায় নির্গত হইতে থাকে। গ্রানিউলস্‌গুলি অল্প লাল ও সাদাবর্ণ দেখায়।

চিকিৎসা।—

আরজেন্টাম্-নাই।—ইহা এই রোগের মহৌষধ।

বেলেডোনা।—অত্যন্ত আলোকাতঙ্ক। রোগ তরুণ-ভাবাপন্ন ও চক্ষু অত্যন্ত লাল।

আর্সেনিক।—চক্ষুপত্র আক্ষেপ সহ আবদ্ধ। কঞ্জাংটাই-ভার প্রদাহ। লালবর্ণ ও পূঁজময়। কর্ণিয়া নষ্ট হইয়া যাওয়া বা যাইবার সম্ভাবনা থাকিলে। চক্ষের নীচে ঘায়ের মত হওয়া ও তাহার উপর চটা পড়া। মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ বাহির হওয়ায় উৎকৃষ্ট।

নক্স-ভমিকা।—নানা ঔষধেও রোগ আরোগ্য না হইলে, বিশেষতঃ হাতুড়েদের বা কবিরাজি ঔষধের অপব্যবহারে।

রসটক্স।—চক্ষু দিয়া অত্যন্ত জল পড়া। জলে ভিজিয়া রোগ উৎপন্ন।

থুজা।—যদি গায়ের অন্যান্য স্থানে আঁচিল থাকে, তবে থুজা দ্বারা অত্যন্ত উপকার হয়।

ইউফ্রেসিয়া।—প্রচুর গাঢ় অশ্রুস্রাব। ঐ স্রাব লাগিয়া অন্যস্থান হাজিয়া যায়। চক্ষে ক্ষত-চিহ্ন (ফুলপড়া) হওয়া।

ক্যালকে-কার্ব্ব।—মাথায় অধিক ঘর্ম্ম হয়। নাক বন্ধ থাকে। গলার বিচিগুলি বড় হয়। কাণ দিয়া রক্ত পড়ে। নাক ও উপরের ঠোঁট ফুলিয়া উঠে।

মার্ক-প্রটোআইওড্।—চক্ষে ক্ষত বা ক্ষতচিহ্ন হওয়া।

সালফার।—যখন অন্যান্য নানা প্রকার ঔষধেও রোগ আরোগ্য না হয়, তখন সালফার মহৌষধ।

চক্ষের মাংসবৃদ্ধি।

(Pterygium—টেরিজিয়াম)

ইহা কঞ্জাংটাইভার বৃদ্ধি মাত্র, মাংস নহে। আকৃতি ত্রিভুজের ন্যায় হয়। প্রায়ই এক কোণ হইতে আরম্ভ হয়। ইহাতে হঠাৎ কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু যখন অত্যন্ত বড় হইয়া চক্ষু কনীনিকার উপর আসিয়া পড়ে, তখন আলোর গতি রোধ করায় আর দেখিতে পায় না।

আর্জেণ্টাম্-নাই।—চক্ষু হইতে প্রচুর স্রাববিশিষ্ট।

জিঙ্কাম্।—চক্ষে জল পড়ে। বাহিরের কোণে ফাটা ফাটা ক্ষত। মাংস খুব পুরু ও রক্তবর্ণ।

ছুরিকা দ্বারা উৎপাটন করারও প্রথা আছে।

কর্ণিয়ার প্রদাহ।

(Keratitis—কিরাটাইটিস্)

ইহাতে কর্ণিয়া লাল ও অস্বচ্ছ হয়। ঐ অস্বচ্ছতা পিউপিলের (কনীনিকার) ঠিক সম্মুখে হইলে আলোর গতি-রোধ হইয়া দৃষ্টিহীনতা জন্মায়। চক্ষু দিয়া জল পড়ে। আলো অসহ্য হয়। এই রোগ প্রায়ই কিছু বিলম্বে আরোগ্য হয় এবং পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে।

কর্ণিয়ার সম্মুখে ঘসা কাচের ন্যায় হইলে গ্রাফাইটিস্ উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা ব্যতীত রসটক্স, পালসেটিলা, সালফার ব্যবহৃত হয়।

কর্ণিয়ার ক্ষত।

(Ulcer of the Cornea—আল্‌সার অফ দি কর্ণিয়া)

কর্ণিয়ার চতুর্দ্দিকে ক্ষত হয়। ইহা দুই প্রকার;—কর্ণিয়ার গভীর অংশে ক্ষত ও উপরাংশে ক্ষত। গভীর ক্ষত মধ্যে পুঁজ হইয়া চক্ষু নষ্ট করিয়া দেয়। পিউপিল বা কনীনিকার সম্মুখে ক্ষত হইলে ক্ষত-চিহ্ন দ্বারা আলোর গতি রোধ হইয়া দৃষ্টির হানি হইয়া থাকে। এই রোগ প্রবল হইলে কখন কখন

অক্ষি-গোলক ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়ে। ইহাকে ষ্ট্যাফিলোমা (Staphyloma) বা টিপ্‌লে বাহির হওয়া বলে। ক্ষতান্ত চিহ্নকে সচরাচর ফুলপড়া বলে।

চিকিৎসা।—

আর্জেণ্টাম্-নাই।—প্রচুর পরিমাণ স্রাব। জীব জন্ত ঘরে থাকিতে কষ্ট বোধ করে।

আর্সেনিক।—রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি এবং অস্থিরতা। ঝাঁজাল স্রাব।

অরাম-মেটা।—অত্যন্ত আলোকাসহ্য, গলার বিচিগুলি প্রদাহযুক্ত ও বড় হওয়া। চক্ষের কনীনিকার উপর ক্ষতচিহ্ন (ফুল পড়া)।

ইউফ্রেসিয়া।—চক্ষে ভাল দেখিতে পায় না, ঝাপ্‌সা দেখে। ক্ষতকারক অশ্রুস্রাব হয়।

ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব।—ইউফ্রেসিয়ার পর ব্যবহার্য্য। ক্ষত-চিহ্ন হইলে উৎকৃষ্ট। কাণ দিয়া পূঁজ পড়া।

সাইলিসিয়া।—গভীর ক্ষত। চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনায়।

গ্রাফাইটিস্।—অত্যন্ত আলোকাসহ্য। গভীর ক্ষত। চক্ষুর পাতা রক্তবর্ণ। চক্ষুর কোণ ফাটা ও রক্ত পড়া। ক্ষত-চিহ্ন হওয়া।

হিপার।—অত্যন্ত পূঁজস্রাব কিম্বা একেবারে শুষ্ক। চক্ষু লালবর্ণ।

সালফার।—পুরাতন পীড়া। অত্যন্ত বেদনা। কাণ দিয়া পূঁজ পড়া।

এপিস।—ষ্ট্যাফিলোমা বা অক্ষিগোলক বাহির হওয়ার পক্ষে উৎকৃষ্ট। শোথযুক্ত।

ছানি।

(Cataract—ক্যাটারাক্ট)

অধিক বয়সে হইলে চক্ষের লেন্স (Lens) বা মণি ঘসা-কাচের ন্যায় হইয়া দৃষ্টির হানি করে।

সাইলিসিয়া, সালফার, লাইকোপোডিয়াম, কোনায়াম ইত্যাদি ঔষধ দ্বারা এই রোগে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

রাতকাণা।

(Hemerolopia—হিমারোলোপিয়া)

এই রোগে জীবকুল কেবল রাত্রিতে দেখিতে পায় না। ঘোড়া ও গাড়ীর গরু এই রোগে অধিক আক্রান্ত হয়। ঔষধ খাইতে দিলে অনেক সময় আরোগ্য হইয়া যায়।

ইহাতে লাইকোপোডিয়াম উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা ব্যতীত কারণানুসারে আর্জেণ্টাম্-নাই, হাইওসায়েমাস্, চায়না, ভিরেট্রাম, সালফার ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

+ কর্ণমূল প্রদাহ।

(Parotitis—প্যারোটাইটিস্)

গলার নিকটে কাণের নীচে যে সকল সব্-লিঙ্গুয়েল ও সব্ ম্যাগ্জিলারি গ্ল্যাণ্ড আছে, তাহাদের প্রদাহ হয়। ইহাতে

গ্ল্যাণ্ড স্ফীত ও বেদনাযুক্ত এবং জ্বর হয়। কখন কখন এত বেদনা হয় যে, খাদ্যবস্তু গিলিতে পারে না। মুখ হইতে লালা পতিত হইতে থাকে। রোমন্থনকারী জীব সকল আর রোমন্থন (জাওর কাটা) করে না, কারণ উদরস্থ খাদ্যদ্রব্য তুলিতে ও গিলিতে কষ্ট হয়। রোমন্থন না করায় ক্ষুধা হয় না ও কিছু খায় না। কাণ দুটি লোটাইয়া পড়ে।

আমাদের দেশের ছোটলোকেরা এই রোগে লোহা পোড়াইয়া দাগ দিয়া জীব জন্তুকে নিদারুণ কষ্ট দিয়া থাকে। নিম্নলিখিত ঔষধগুলি খাইতে দিলে চমৎকার উপকার পাওয়া যায়।

একোনাইট।—জলে ভিজিয়া বা ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগের উৎপত্তি। গাত্র গরম ও শুষ্ক।

ডাল্‌কামারা।—ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগের উৎপত্তি।

গ্লাণ্ডারিণ।—গ্লাণ্ডগুলি অতিশয় বড় ও স্ফীত এবং বিষাক্ত।

মার্ক-সল।—টন্‌সিল গ্রন্থি স্ফীত, লালা স্রাব।

বেলেডোনা।—অত্যন্ত জ্বর, চক্ষু লাল, গ্রন্থি অত্যন্ত স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও লালবর্ণ হওয়া।

হিপার।—গ্রন্থি পাকিবার উপক্রম হইলে, ইহার উচ্চ শক্তি ১২ ঘণ্টা অন্তর দিলে বিশেষ উপকার হয়।

কাণ পাকা।

(Otorrhœa—অটোরিয়া)

ইহাতে কাণের মধ্যে মানুষের যেমন দপ্‌দপ্‌ কট্‌কট্‌ যন্ত্রণা হয়, গবাদিরও সেই প্রকার যন্ত্রণা হয়। ২।১ দিন পরে জলের ন্যায় পড়িতে থাকে, পরে পূঁজ নির্গত হয়। ইহাও জলে ভিজিয়া বা ঠাণ্ডা লাগিয়া জন্মে। কখন কখন কাণের মধ্যে ফোড়াও হয়। এই রোগ অনেক সময় বিনা চিকিৎসায় অনেক কষ্ট-ভোগের পর দীর্ঘকালে আপনিই আরোগ্য হইয়া যায়, কিন্তু জীবজন্তুর উপর যাঁহাদের দয়া মায়া আছে, যাঁহারা এই সকল উপকারী জীবের নিকট কৃতজ্ঞ, তাঁহারা অবশ্যই ইহাদের সত্বর সকল প্রকার পীড়ার যন্ত্রণা দূর করিতে সচেষ্ট হইবেন, ইহাতে তাঁহাদের নিজে.ই মঙ্গল সাধিত হইবে।

বেলেডোনা।—প্রথমাবস্থায় যন্ত্রণার সময় যখন জ্বর-ভাব হয়, তখন বিশেষ উপকারী।

ক্যালকে-কার্ব্ব।—বেলেডোনার পর বিশেষ ফলপ্রদ। কাণের পূঁজ দীর্ঘকাল থাকিলে মহৌষধ।

মার্ক-সল।—গ্ল্যাণ্ড স্ফীত। রক্তময়, দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজ, রাত্রিতে বৃদ্ধি। দক্ষিণ কাণে অধিক। পীড়িত পার্শ্বে শুইয়া থাকে। কাণে গ্যাঁজের ন্যায় হওয়া।

ল্যাকেসিস্।—বাম কাণে পূঁজ। টন্‌সিল স্ফীত। নিদ্রান্তে প্রচুর পূঁজ নির্গত হয় বা রোগের বৃদ্ধি হয়।

হিপার।—প্রচুর পূঁজ ইহার প্রধান লক্ষণ। অত্যন্ত ঘাম হয়, ঘাম হইয়াও পীড়ার কোন উপশম না হওয়া।

সাইলিসিয়া।—প্রচুর পূঁজ হওয়ার পরও আরোগ্য না হইলে। দীর্ঘকাল পাতলা আন্‌হেলদি পূঁজ পড়িতে থাকিলে। ফোড়া হইয়া আরোগ্যে বিলম্ব হইলে সাইলিসিয়া মহৌষধ।

এসিড্‌-স্যালিসিলিক।—কাণ হইতে শ্লেষ্মার মত বাহির হইলে ইহা উৎকৃষ্ট।

আর্ণিকা।—আঘাত লাগিয়া বা কাণের পূঁজ আরোগ্য জন্য হাতুড়ের দ্বারা পিচকারী প্রভৃতি ব্যবহারে বধিরতা জন্মিলে আর্ণিকা উৎকৃষ্ট উপকারী ঔষধ।

কর্ণমল।

(Ear-wax—ইয়ার ওয়াক্স)

কাণে খইল বা ময়লা জমিয়া আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ-শক্তি নষ্ট হয়।

কোনায়াম এক মাত্রাতেই খইল বাহির হইয়া যায়। তৎপরেও যদি শুনিতে না পায়, সাইলিসিয়া, পালসেটিলা, সালফার বা নক্স-ভমিকা এক মাত্রা বিবেচনামত দিতে পারিলেই বেশ শুনিতে পায়। কাণের খইল তৈলাক্ত হইলে ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, গ্রাফাইটিস্‌ উৎকৃষ্ট। পচা কাগজের ন্যায় খইল—কোনায়াম। দুর্গন্ধযুক্ত খইলে—কষ্টিকাম। খইল শুষ্ক হইলে সুইট অয়েল বা, অলিভ অয়েল, অভাবে সরিষার তৈল কাণে দিলে উপকার হয়।

নাসার্ব্বুদ।

(Polypus in the nose—পলিপাস্ ইন্ দি নোজ্)

অনেক গরুর নাকে এই রোগ হইতে দেখা যায়। তাহাদের নিশ্বাস লইতে বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। খাইবার সময় নাকে শূকরের মত এক প্রকার শব্দ হয়। নাকের মধ্যে একটি বা দুইটি গরুর বাঁটের মত মাংস বৃদ্ধি হইয়া এইরূপ হয়। ইহা একবার ভাল হইয়া পুনরায় হইতে পারে। এই রোগ মারাত্মক না হইলেও অতিশয় কষ্টদায়ক।

থুজার মাদার টিংচার ১ ড্রাম, গ্লিসিরিন্ এক আউন্স সহ মিশাইয়া, নাকের মধ্যে তুলি দ্বারা বাহিক প্রয়োগ এবং টিউক্রিয়াম্ প্রত্যহ এক বা দুইবার খাইতে দিলে, নাসার্ব্বুদ রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। টিউক্রিয়াম ৪।৫ দিন সেবনের পর ৪।৫ দিন বন্ধ রাখিয়া উপকার না পাইলে পুনবায় খাওয়ান যাইতে পারে।

এই রোগে ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব, স্যাঙ্গুনেরিয়া, পাল্‌সেটিলা, সোরিনাম্ প্রভৃতি ঔষধও বিশেষ ফলপ্রদ, কিন্তু প্রায় থুজাতেই কার্য্যসিদ্ধি হয়।

পিনাস।

(Ozœna—ওজিনা)

নাকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষতকে পিনাস বা ওজিনা বলে। ইহাতে নাক দিয়া পুঁজময় দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হয়, শ্বাসকষ্ট ও নাকে

ঘড়্‌ঘড় শব্দ হয়। এই রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে নাকের উপাস্থি ও আঘ্রাণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

সবুজ রংএর দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হইলে—পালসেটিলা।

দড়ি বা সূতার ন্যায় শ্লেষ্মা স্রাবে—কেলি-বাই।

নাকের পার্শ্বদ্বয় স্থূল ও ক্ষত-সংযুক্ত এবং পচা ডিম কিম্বা বারুদের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট হরিদ্রাবর্ণ গাঢ় পূঁজ নির্গত হইলে—ক্যাল্‌-কেরিয়া-কার্ব্ব।

অতিশয় দুর্গন্ধবিশিষ্ট জলবৎ স্রাব, ঐ স্রাব লাগিয়া ওষ্ঠে ঘা হয়, নাকের ভিতর সাদা, মধ্যে মধ্যে রক্তপাত হয়—নাইট্রিক-এসিড্‌।

প্লীহা।

(Spleen—স্প্লীন)

ম্যালিরিয়া হাওয়ার দেশে মানুষের ন্যায় গৃহপালিত পশুগণও প্রায়ই জ্বরভোগ করে। দুঃখের বিষয় যে, ইহা অধিকাংশ গৃহস্থের গোচরে আসে না। কোনরূপ পীড়া হইয়া যখন গরুর দুধ কমিয়া যায়, কিম্বা একেবারে বন্ধ হয়, তখন রোগের কথা মনে না করিয়া তৎক্ষণাৎ "দুষ্ট লোকে মন্দ করিয়াছে" বলিয়া একটা সিদ্ধান্ত করা হয়। এইরূপে গোগণ গোপনে নীরবে জ্বরভোগ করে এবং প্লীহাটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

সিয়ানোথাস্‌।—ইহার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ উভয়ই আবশ্যক হয়। এক ড্রাম সিয়ানোথাস্‌ মাদার টিংচার

দুই ড্রাম জল সহ মিশ্রিত করিয়া প্লীহার উপর লাগাইতে বা মালিশ করিয়া দিতে হয় এবং ৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রতিদিন তিনবার করিয়া খাওয়াইতে হয়। ইহা মহৌষধ।

চায়না।—প্লীহা বড়, তৎসহ দিবসে বিশেষতঃ সন্ধ্যার পূর্ব্বে কম্প দিয়া জ্বর, প্লীহা কন্‌কন্ করায় চলিতে কষ্ট।

নক্স-ভমিকা।—প্লীহাতে উদর স্ফীত। শেষবেলায় জ্বর। যাহারা নিয়ত একস্থানে বাঁধা থাকে।

আর্সেনিক।—কাজ করিতে অপারক। প্লীহাতে টানিয়া ধরা মত বেদনাতে বাঁকা হইয়া চলে। বারবার রক্তময় ভেদ হয়। মধ্যে মধ্যে জ্বরে ভোগে। ভিন্ন দেশ হইতে আসার পর পীড়া।

আর্ণিকা।—অত্যন্ত আলস্য, অকর্ম্মণ্য। বামদিকে শুইতে পারে না। প্লীহাতে আঘাত লাগা কারণ থাকিলে।

এসাফিটিডা।—প্লীহাতে বেদনা, মলে দুর্গন্ধ।

ক্যাপ্‌সিকাম্।—প্লীহা বেদনাযুক্ত ও বড়।

নক্স-মস্চেটা।—প্লীহা অত্যন্ত বড়, তৎসহ উদরাময়।

সাল্‌ফার।—যখন কোন ঔষধে সারে না, তখন মহৌষধ।

যকৃতের পীড়া।

(Liver complaint—লিভার কম্‌প্লেন)

প্লীহা উদরের বামদিকে এবং যকৃৎ উদরের দক্ষিণ দিকে পাঁজরের নিম্নে থাকে, তাহা প্রায় সকলেরই জানা আছে। যকৃতের পীড়া অনেক প্রকার;—তন্মধ্যে যেগুলি মারাত্মক বা গুরুতর, তাহাই নিম্নে লিখিত হইল।

কামল বা ন্যাবা।

(Jaundice—জনডিস্)

ইহা স্বতন্ত্র একটি রোগ নহে, যকৃতের কোন রোগের লক্ষণ মাত্র। যখন কোন প্রকারে যকৃত বড় বা ছোট হয়, কিম্বা কোন ক্রিয়া-বিকার হয়, তখন জনডিস্ হইতে পারে। অন্যান্য কোন কারণে যদি ডকটস্ কমিনিউকলিডোগস* (যকৃত হইতে যে নল অন্ত্রে আসিয়াছে) আবদ্ধ হয়, তবে ঐ পিত্ত অন্ত্রে আসিতে না পাইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, তখন সর্ব্বাঙ্গ হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়। প্রস্রাব অত্যন্ত হলুদ বর্ণ হয়। জনডিস্ হইবার নিম্নলিখিত পাঁচটী কারণ প্রধান।—

১। কোন বিষ-দোষজ জ্বর।

২। রক্তের সহিত কোন বিষ মিশ্রিত হইলে, যথা—পাই-মিয়া, সর্পবিষ বা কোন বিষাক্ত গাছ-গাছড়া উদরস্থ হইয়া রক্তের সহিত যোগ হইলে।

৩। উদরস্থ কোন যন্ত্র বৃদ্ধি হইয়া উক্ত পিত্তবাহী নল বদ্ধ করিলে।

৪। ক্রিমি কিম্বা কোন বিচি বা পিত্তশীলা দ্বারা উক্ত নল আবদ্ধ হইলে।

৫। যকৃতের কোন প্রকার পীড়া হইলে জনডিস্ হয়।

যখন জনডিস্ প্রবল আকার ধারণ করে, তখন মূত্র, লালা, চক্ষের জল ইত্যাদি হলুদবর্ণ হইয়া যায়। প্রথমেই চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ

* এই নল দিয়া যকৃৎ হইতে পিত্ত অন্ত্রে আসিয়া খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইলে খাদ্য হজম হয়।

হয়। গাত্র অত্যন্ত চুলকাইতে থাকে। মলে দুর্গন্ধ হয়, ভাল বাহ্যে হয় না, কখন বা উদরাময় হয়। এই রোগ যত সত্বর আরোগ্য হয়, ততই মঙ্গল। যকৃতের বিশেষ কোন রোগজনিত হইলে, অত্যন্ত ভয়ের কারণ হয়। কখন কখন এই রোগে শরীরে শোথ দেখা যায়।

চিকিৎসা।—

একোনাইট।—অতন্ত পিপাসা সহ জ্বর, যকৃতে অত্যন্ত বেদনা। কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়।

বেলেডোনা।—যকৃতে পাথরী হইলে উৎকৃষ্ট ঔষধ। যকৃত কঠিন। যকৃতে রক্তাধিক্য।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব।—বেলেডোনার পরে উৎকৃষ্ট। যকৃতে পাথরী হইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইলে মহৌষধ। যকৃত অত্যন্ত বড় হওয়া, মল ধূসর বা সাদা, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ।

ক্যামোমিলা।—অতি ঠাণ্ডা প্রকৃতির জন্তুও ভয়ানক উপদ্রবশীল্ বা দুরন্ত হয়।

ব্রাইওনিয়া।—যকৃতে ভয়ানক বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, জিহ্বাতে ঘন সাদা পর্দ্দা, নড়িতে চাহে না।

ল্যাকেসিস্।—যকৃতের নানা প্রকার কঠিন পীড়ার সহিত রোগ হইলে।

লাইকোপোডিয়াম্।—যকৃতের প্রাচীন পীড়া, পেট-ফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ, ঘন ঘন ক্ষুধা কিন্তু খাইতে পারে না।

ফস্ফরাস্।—ফুসফুসের কোন পীড়ার সহিত যকৃতের পীড়া, অসাড়ে মলমূত্রত্যাগ, স্ফূর্ত্তিহীন।

সাইলিসিয়া।—যকৃত স্ফীত ও বেদনাযুক্ত।

সাল্‌ফার।—কোন গাছ বা দেওয়াল পাইলেই গা চুলকায়। উদর স্ফীত, কোষ্ঠবদ্ধ। রক্তবমন। রাত্রিকালে গাত্রকণ্ডুয়নের বৃদ্ধি।

নক্স-ভমিকা।—যদি নানা প্রকার গাছ-গাছড়া বা কবিরাজী ঔষধ খাওয়ান হইয়া থাকে। কিছু খায় না, ঘুমায় না। কোষ্ঠবদ্ধ অথচ মধ্যে মধ্যে বাহ্যের বেগ হয়। সহরের ন্যায় আবদ্ধ স্থানের গরু-বাছুরের পীড়া।

মার্ক-সল।—জিহ্বাতে পুরু ময়লা। মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, সদাই লালাস্রাব, কিছু খায় না। এই কয়টি লক্ষণে মার্ক-সল বিশেষ উপকারী ঔষধ।

যকৃতের প্রদাহ।

(Inflammation of the Liver—ইন্‌ফ্লামেশন অফ দি লিভার)

রোমন্থনকারী পশুমাত্রেই বিশেষতঃ বাছুরগুলি লিভারের প্রদাহরোগে অধিক আক্রান্ত হয়। গোয়ালে কিম্বা প্রাঙ্গনে নিয়ত একস্থানে অবরুদ্ধ থাকায় অনেক গরু-বাছুর এই রোগে পীড়িত হইয়া থাকে। সহরাঞ্চলে এই কারণেই বাছুর বাঁচে না। অপরাপর সময় অপেক্ষা শীতঋতুতে অধিকাংশ গৃহস্থের বাড়ীর গরুগুলি এই রোগে আক্রান্ত হয়।

সর্ব্বদা শুইয়া থাকে, লিভারের দিকে মাথা ঘুরাইয়া রাখে, লিভারের চতুর্দ্দিকে নরম বোধ হয়, মুখ দেখিয়া বড় কষ্ট হইতেছে

বুঝা যায়, কিছু খায় না, চক্ষু দিয়া জল পড়ে, নাড়ী দ্রুত হয় বা অল্প হয়, পা ও কাণ কখন গরম কখন ঠাণ্ডা, মুখের ভিতর গরম ও শুষ্ক, চক্ষের চতুর্দ্দিকে, কাণের ভিতর ও চামড়া হরিদ্রাবর্ণ হয়, প্রস্রাব হরিদ্রা কিম্বা পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যায়।

ক্যামোমিলা।—চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ, অস্থিরতা, একবার শোয় একবার উঠে।

ব্রাইওনিয়া।—কেবল চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, নড়িতে চাহে না, নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন, জিহ্বা হরিদ্রা বা পিঙ্গলবর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ।

মার্ক-সল।—বাঁ পাশে শুইয়া থাকে, অত্যন্ত যাতনার আধিক্য, চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ, পিপাসা।

নক্সভমিকা।—যদি পীড়া বেশী দিন বর্ত্তমান থাকে এবং নানাপ্রকার গাছ-গাছড়া বা অন্য কোন ঔষধ খাওয়ান হইয়া থাকে। লিভারের নিম্ন অংশ চাপিলে নরম বোধ হয়, মুখ ও চক্ষুর চতুর্দ্দিক হরিদ্রাবর্ণ।

সালফার।—অন্যান্য ঔষধে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে সাল্‌ফার প্রয়োগ হিতকর।

যকৃতের স্ফোটক।

(Liver abscess—লিভার য়্যাব্‌সেস্)

ইহা অতিশয় কঠিন ও মারাত্মক রোগ। যকৃতের মধ্যে প্রায়ই একটি মাত্র বৃহৎ ফোঁড়া হয়, কখন কখন ছোট ছোট দুই

তিনটিও হইতে পারে। এই ফোড়া কখন কখন অন্ত্রের দিকে ফুটিয়া মলদ্বার দিয়া পূঁজ নির্গত হইয়া আরোগ্য হইয়া যায়। ফোড়া হইবার সময় অত্যন্ত জ্বর হয়। জ্বরের অবস্থা সকল সময় সমান থাকে না। কখন কোষ্ঠবদ্ধ, কখন উদরাময় দেখা যায়। জিহ্বা শুষ্ক ও ময়লাযুক্ত। যদি উর্দ্ধে ডায়াফ্রাম্ ভেদ করিয়া ফুটিয়া যায়, তবে কাশির সহিত পূঁজ নির্গত হইতে থাকে। পেরিকার্ডিয়াম মধ্যে ফুটিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। ফোড়া উপরের দিকে হইলে অনেক সময় পেরিটোনাইটিস্ হইয়া মৃত্যু ঘটে।

যদি ফোড়া অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়া পাকিয়া যায়, তবে য়্যাস্পিরেটার অথবা ট্রোকার দ্বারা পূঁজ বাহির করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। ইহার প্রথমাবস্থা হইতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিলে ভাবীফল অনেক স্থলে মঙ্গলজনক হয়।

আর্ণিকা।—লিভারে আঘাত লাগিয়া পীড়া হইলে উৎকৃষ্ট।

ব্রাইওনিয়া।—দক্ষিণ কাঁধে বেদনা, মুখমণ্ডল হরিদ্রা-বর্ণ, জিহ্বা সাদা, অক্ষুধা, কোষ্ঠবদ্ধ, পিপাসা।

চেলিডো।—দক্ষিণ স্কন্ধে অত্যন্ত বেদনা, হাত দিতে দেয় না। নাড়ী ক্ষীণ ও অনিয়মিত, কোষ্ঠবদ্ধ।

বেলেডোনা।—মস্তকে রক্তাধিক্য, মুখ রাঙ্গা, অনিদ্রা, লিভারে অত্যন্ত বেদনা, কাঁধ ও গলা পর্য্যন্ত বেদনা।

মার্ক-সল্।—দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা, মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ। ঘাম হইয়াও কোন উপশম হয় না। বেলেডোনার পর ব্যবহৃত হয়।

ল্যাকেসিস্ ।—ফোড়া প্রকাশ পাওয়ার পর। উদর স্ফীত। মার্ক-সলের পর ব্যবহার্য্য।

নক্সভমিকা।—পেটে চাপ দিলে অত্যন্ত বেদনা। সরু বাহ্যে হওয়া কিম্বা বেগ দেয়, বাহ্যে হয় না।

সাল্‌ফার।—অন্যান্য ঔষধ বিফল হইলে উপকারী। পূঁজ জন্মিলে হিপার ও সাইলিসিয়া মহৌষধ।

আঘাত।

(Wounds—উণ্ডস্)

আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে কোন প্রকার ময়লা থাকিলে, তাহা সর্ব্বাগ্রে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া এবং রক্ত পড়িতে থাকিলে, তাহা অবিলম্বে বন্ধ করা আবশ্যক। তৎপরে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আর্ণিকা।—সকল প্রকার আঘাতে আর্ণিকা ব্যবহৃত হয়। প্রস্তর, ইষ্টক বা ডেলা, মুগুর, লাঠি প্রভৃতি দ্বারা প্রহার এবং উচ্চ হইতে পতন বা উল্লম্ফনাদি কারণে কোন স্থান মচ্‌কিয়া যাওয়া, মাংসপেশী থেঁতলিয়া যাওয়া প্রভৃতি যে কোনরূপ, যে কোন স্থানের অল্প বা অধিক স্থানব্যাপী আঘাত। আঘাত হেতু রক্ত জমিয়া ফুলা বা রক্তপাতযুক্ত ক্ষত প্রভৃতিতে আর্ণিকা মহৌষধ। এই সকল অবস্থায় আর্ণিকা ৩য় শক্তি সেবন করাইতে হয় এবং আর্ণিকা লোশন* প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তুলা বা

* ঔষধের লোশন প্রস্তুত প্রণালী ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

নেকড়া ভিজাইয়া আহতস্থানে পটি বাঁধিয়া দিতে হয়। অধিক দিনের আঘাত হইলে আর্ণিকা ৩০শ শক্তি সেবন করান ভাল। প্রথম হইতে আর্ণিকা প্রয়োগ করিলে প্রায়ই ক্ষতে পূঁজ জন্মিতে পারে না ও জ্বর হয় না।

লিডাম্।—তীক্ষ্ণ অগ্রবিশিষ্ট সূচ, কাঁটা, কঞ্চি প্রভৃতি এবং অস্ত্রাদির খোঁচা দ্বারায় যে ক্ষত হয়, তাহাতে লিডাম্ ৬ষ্ঠ শক্তি খাইতে দিলে ও বাহ্যিক লিডাম লোশন প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্র উপকার দর্শে। অনেক সময় আর্ণিকা দ্বারা সম্যক্ উপকার হয় না, তখন লিডাম ব্যবহারে আরোগ্য সাধিত হয়। লিডাম সেবনে শরীরের কোন স্থানে কাঁটা বিঁধিয়া থাকিলে, তাহা আপনি বাহির হইয়া যাইতে পারে। সাইলিসিয়া সেবনেও শরীরস্থ বিদ্ধ কণ্টকাদি বাহির হইয়া যায়)।

হাইপারিকাম্।—চর্ম্ম ছিন্ন হওয়া, থেঁতলিয়া যাওয়া, বিদ্ধ হওয়া প্রভৃতি ক্ষত, যে স্থানে অধিক স্নায়ু থাকে, তথায় আঘাত, অঙ্গুলিতে বা খুরে বিদ্ধ। মেরুদণ্ডে ও মস্তকের পশ্চাৎ-অংশে আঘাত। স্নায়ুমণ্ডলীতে আঘাত লাগিয়া ধনুষ্টঙ্কার হইবার উপক্রম হইলে। পৃষ্ঠবংশের বা শিরদাঁড়ার উপর আঘাতে আর্ণিকার পর এবং পদস্খলন হইয়া পতনে আর্ণিকার অগ্রে হাইপারিকাম ৬ষ্ঠ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ক্যালেন্ডিউলা।—কোন স্থান কাটিয়া গেলে, তাহা অতি শীঘ্র জুড়িয়া যাইবার জন্য, রক্তপড়া নিবারণ জন্য এবং পূঁজ জন্মিতে না দেওয়ার জন্য ক্যালেন্ডিউলা ৩য় শক্তি সেবন এবং ক্যালেনডিউলা লোশন বাহ্যিক প্রয়োগ হয়। ক্ষত আরোগ্য করিতে ক্যালেনডিউলা অদ্বিতীয় মহৌষধ। কর্ত্তিত স্থানের দুই

মুখ একত্রিত করিয়া (আবশ্যক হইলে ক্ষতের ধার একত্র করিয়া ঘোড়ার কিম্বা গরুর লেজের চুলদ্বারা সেলাই করিয়া দিয়া) ক্যালেঁনডিউলার আরকে নেকড়া ভিজাইয়া বাঁধিয়া দিলে অতি শীঘ্র জোড়া লাগিয়া যায়। পরিষ্কার ও গভীররূপে কাটিয়া গেলে এবং অধিক পরিমাণে রক্ত পড়িতে থাকিলে আর্ণিকার পরিবর্ত্তে ক্যালেনডিউলাই প্রযোজ্য। অত্যন্ত পূঁজ জন্মিলেও ক্যালেন-ডিউলা লোশন দ্বারা মধ্যে মধ্যে ধোওযাইয়া ক্যালেনডিউলা মলমের পটি বসাইয়া দিলে শীঘ্র ক্ষত আরোগ্য হইয়া যায়।

যে কোন স্থানের আঘাতে—আর্ণিকা।

যে কোন স্থানের ক্ষতে—ক্যালেনডিউলা।

চক্ষে আঘাত—সিম্ফাইটাম, কোনায়াম।

শিরদাঁড়া বা স্পাইনাল কর্ডে আঘাত—হাইপারিকাম্।

অস্থি-আবরক পর্দ্দায় আঘাত—রুটা।

অঙ্গুলী বা খুরে আঘাত—হাইপারিকাম্।

অঙ্গুলি-সন্ধি বা খুরের গোড়ায় আঘাত—রুটা।

বক্ষে আঘাত—রুটা।

মস্তিষ্কে আঘাত—সিকুটা, আর্ণিকা।

আঘাত লাগিয়া নাক দিয়া রক্তপাত—আর্ণিকা, এসিটিক-এসিড্।

পূঁজ হইলে—হিপার।

পূঁজ শোষণ বা ক্ষত সুস্থ জন্য—সাইলিসিয়া।

শস্ত্র-ক্রিয়াদির পর চমক লাগা বা স্যক (Shock)—এসি-টিক-এসিড্।

অস্থির স্থানচ্যুতি।

(Dislocation—ডিস্‌লোকেশন্)

যে কোন কারণে সন্ধিস্থান হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে হাড় সরিয়া গেলে, অতি সত্বর ঐ হাড় স্বস্থানে আনয়ন করিয়া দিতে পারিলেই সকল দিকে মঙ্গল হয়, নচেৎ ঐ সন্ধিস্থান চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যায। স্থানচ্যুত অস্থিকে স্বস্থানে আনয়ন করাকে রিডাক্‌শন (Reduction) করা বলে।

এক হস্তে স্থানচ্যুত অস্থি স্বস্থানে আনিতে হয় এবং অপর হস্তে সন্ধিস্থানের নিকটে জোরে চাপিতে হয়। এই প্রকারে স্বস্থানে আনা হইয়া গেলে, বেদনা নিবারণ জন্য কিছুদিন আর্ণিকা লোশন বাহ্যিক প্রযোগ এবং ৩য় শক্তি আর্ণিকা সেবন করান কর্ত্তব্য। আবশ্যক হইলে রসটক্সও ব্যবহৃত হইতে পারে।

গবাদির নি (হাঁটু), এল্‌বো (কনুই), রিষ্ট (কব্জী), য্যাঙ্কল্ (গুল্‌ফ) জয়েণ্টে স্থানচ্যুতি প্রায়ই হয না, কিন্তু সোল্‌ডার জয়েণ্ট (স্কন্ধসন্ধি) ও হিপ জয়েণ্ট (উরু সন্ধি) এই দুই স্থানের অস্থি প্রায়ই স্থানচ্যুত হইয়া থাকে। ইহা রিডিউস্ (স্বস্থানে আনয়ন) করা বড় সহজ কার্য্য নহে। এই কার্য্য সাধন জন্য সন্ধি নির্ম্মাণ বা গঠনের বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা এবং শরীরে বিশেষ বল থাকা, উভয়ই অত্যন্ত প্রয়োজন। সবলে অস্থি আকর্ষণ করিয়া সন্ধি মধ্যে যথাস্থানে বিবেচনা পূর্ব্বক চাপিয়া বসাইয়া দিতে হয়। ইহাতে কপিকল ব্যবহার করিলে সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। যথাস্থানে বসান হইয়া গেলে, কাপড় দিয়া সজোরে এরূপ ভাবে বাঁধিয়া দিতে হয়, যাহাতে আর না

সরিয়া যায়। এই জন্য কেহ কেহ ময়দা গুলিয়া কাপড়ে মাখাইয়া বাঁধিয়া দেন, তাহা শুকাইয়া গেলে শক্ত হইয়া যায়। তখন আর সরিয়া যাইবার ভয় থাকে না। বেদনা আরোগ্যান্তে গরম জল দিয়া ধুইয়া দিলেই চলে।

অস্থিভঙ্গ।

(Fracture—ফ্র্যাক্চার)

হাড় সরিয়া যাওয়ার ন্যায় হাড় ভাঙ্গিয়া গেলেও উহার দুই মুখ ঠিক স্থানে আনিবার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। আহত স্থান স্থিরভাবে রাখিবার জন্য ব্যাণ্ডেজ্, প্যাড্ প্রভৃতির আবশ্যক হয়। আহত স্থান স্থিরভাবে রাখিতে পারিলেই ভগ্নাস্থির মুখ হইতে এক প্রকার নূতন অস্থিময় পদার্থ (ক্যালুস্) নির্গত হইয়া ভগ্নাস্থিকে শীঘ্র সংযুক্ত করিয়া দেয়। ভগ্নাস্থির মুখ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিলে জোড়া লাগিবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে, অথবা অযথা স্থানে জোড়া লাগিয়া বিকৃত আকার ধারণ করে। অধিক বয়সে অস্থি ভঙ্গ হইলে জোড়া লাগিতে যত সময় লাগে, তাহা অপেক্ষা অল্প বয়স্কের সত্বর জোড়া লাগে। যদি পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারা যায় যে, ভগ্নস্থানে হাড়ের কুঁচা (টুক্রা) আছে, তবে সে সকল যত্ন পূর্ব্বক পরিষ্কার করিয়া দিয়া পরে ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আর্ণিকা।—ফুলা ও বেদনা কমাইবার জন্য ট্রং আর্ণিকা লোশনে একখানি নেকড়া ভিজাইয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। ফুলা

অত্যন্ত অধিক থাকিলে শীতল জল সহ আর্ণিকা লোশনে অনবরত ভিজাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং আর্ণিকা ৩য় শক্তি ২।৩ ঘন্টা অন্তর খাইতে দিলে সত্বর শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিং ভাঙ্গিলে আর্ণিকা ব্যবহৃত হয়।

সিম্ফাইটাম্।—ভগ্ন অস্থি জোড়া লাগাইতে সিম্ফাই-টামের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। ইহার ৩য় শক্তি সেবনে ও লোশন বাহ্য প্রয়োগে ভগ্নাস্থি অতি শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে সংযোজিত হয়।

রুটা।—সিম্ফাইটামের পর রুটা উৎকৃষ্ট কার্য্য করে। ইহার ৩য় শক্তি সেবন ও বাহ্যিক প্রয়োগে লোশন আবশ্যক হয়।

ক্যাল্কে-কার্ব্ব ও ক্যাল্কে-ফস্।—ভগ্নাস্থি জোড়া লাগিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইলে ৩০ শক্তির কয়েক মাত্রা ঔষধ সেবনেই অল্প দিনের মধ্যে অস্থির অঙ্কুর জন্মিয়া জোড়া লাগিয়া যায়। স্থূলকায়ের পক্ষে ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব এবং শীর্ণকায়ের পক্ষে ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ ব্যবহৃত হয়।

চর্ম্মরোগ।

(Skin Diseases—স্কিন্ ডিজিজেস্)

চর্ম্মরোগ মাত্রেই আভ্যন্তরিক কোনও বিষের বা পুরাতন রোগের বাহ্যিক বিকাশ মাত্র বুঝিতে হইবে। এই আভ্যন্তরিক বিষ-দোষ নষ্ট করিবার জন্য উপযুক্ত আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন ভিন্ন কেবল মাত্র বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে চর্ম্মরোগ আরোগ্য

করিলে, কিছুদিন পর ঐ চর্ম্মরোগ কিম্বা অন্য কোন প্রকার কঠিন রোগ প্রকাশ হইয়া প্রভূত অনিষ্ট এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে। যেমন একটি বৃক্ষকে মারিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে, তাহার গুঁড়ি বা মূলভাগ রাখিয়া দিয়া কেবল মাত্র শাখা-প্রশাখা সকল কর্ত্তন করিয়া দিলে, উহা কিছুদিন মৃতবৎ দেখায় সত্য, কিন্তু কিছুকাল পরে আবার উহা হইতে সতেজে শাখা-প্রশাখা সমূহ বহির্গত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সজীব বা বর্দ্ধনশীল হইয়া উঠে; তদ্রূপ চর্ম্মরোগেও কেবলমাত্র বাহ্যিক ঔষধ ব্যবহারে অল্প সময়ের মধ্যে আপাততঃ রোগ অদৃশ্য হইলেও গুঁড়ি বা মূল রহিয়া যাওয়ায় তাহার ক্রিয়া বা বিকাশ বন্ধ থাকিতে পারে না। এইরূপে বহির্বিকাশশীল রোগকে হঠাৎ বাহ্যিক প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া দিলে, অন্তর্নিহিত ঐ বিষ বা পুরাতন রোগ দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিপরীত গতিতে ক্রমে প্রধান প্রধান যন্ত্রগুলির অভিমুখে ধাবিত হয় এবং নানা প্রকার কঠিন কঠিন রোগের সৃষ্টি করে।

মহাত্মা হানিমান সোরা (psora) উপদংশ (syphilis) এবং প্রমেহ (sycosis) এই তিনটি পুরাতন রোগের বীজ আবিষ্কার করেন। চর্ম্মরোগের বিকাশ দেখিলেই এই তিনটির কোনটির না কোনটির অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারের পূর্ব্বে ঔষধ খাওয়াইয়া এই সকল পুরাতন বীজের বাহ্যিক বিকাশ আরাম করিবার উপায় ছিল না। লক্ষণানুসারে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা দেহ হইতে এই সকল পুরাতন বিষ একেবারে নির্ম্মূল করিতে পারা যায়। এজন্য ঔষধেরও শ্রেণী বিভাগ আছে, যথা;—সোরানাশক

(anti-psoric), উপদংশনাশক (anti-syphilitic) এবং প্রমেহ-নাশক (anti-sycotic) ঔষধ। এ সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে জানিতে হইলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান (Organon) পাঠ করা অতি আবশ্যক। নিম্নে প্রধান প্রধান চর্ম্ম-রোগ সমূহ এবং তাহার লক্ষণানুযায়ী ঔষধচয় বর্ণিত হইল।

ক্ষত।

(Ulcer—অলসার)

শরীরের কোন অংশ ধ্বংস হইয়া ক্ষয় হইলে, তাহাকে ক্ষত বা ঘা বলা যায়। কোন স্থানের পোষকতার হ্রাস হইলে বা খাইতে না পাইলে কিম্বা অল্প অথবা অসার পদার্থ খাইতে পাইলে ক্ষত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গবাদির দেহে দুইটি মনুষ্য-কৃত ক্ষতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহার একটি,—ভারবাহী গোগণের ভারযুক্ত স্থানে কোমল গদি প্রভৃতির ব্যবস্থা না থাকায়, ঘর্ষণ দ্বারা তথায় ক্ষত উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়টি,—অন্য রোগ আরোগ্য করিবার মানসে গাত্রে উত্তপ্ত লৌহ সংলগ্ন দ্বারা ক্ষত উৎপাদন করা হইয়া থাকে।

ক্ষতের নিম্নলিখিত তিনটি অবস্থা ধরা যায়।

১। ক্ষতের বিস্তৃতি।

২। বিস্তৃতি রোধ।

৩। ক্ষতের শুষ্কতা।

প্রথমাবস্থা। একটি প্রদাহযুক্ত রেখা দ্বারা ক্ষত বেষ্টিত এবং মাংস দ্বারা আবৃত থাকে। ইহাতে বেদনা, জ্বালা, উষ্ণতা ও

আরক্তিমতা বর্ত্তমান থাকে। তখন তথা হইতে রক্ত মিশ্রিত পূঁজ, তরল রক্ত অথবা পূঁজ নির্গত হয়।

দ্বিতীয়াবস্থা। এই অবস্থায ক্ষতে এক প্রকার পদার্থ বিশেষ (প্লাষ্টিক ম্যাটার) একত্রিত হইয়া স্লাফ্ (গলিত অংশ) পৃথক হয় এবং ক্ষতের উপরিভাগ পরিষ্কৃত ও তথা হইতে অল্পপরিমাণে সুস্থ পূঁজ (হেল্‌দি পস্) নির্গত হইতে থাকে।

তৃতীযাবস্থা। এই অবস্থায ক্ষতেব উপরিভাগ সুস্থ মাংসাঙ্কুর দ্বাবা আবৃত হয এবং সুস্থ পূঁজ অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া শেষে ক্ষত শুষ্ক হইযা যায।

ক্ষতের অবস্থাভেদে অনেক প্রকাব নাম আছে। যথা—

১। সুস্থ ক্ষত বা হেল্‌দি অল্‌সার। ইহা দেখিতে বক্রাকার বা ডিম্বাকাব, সামান্য গভীব, সুস্থ মাংসাঙ্কুর দ্বাবা পরিপূর্ণ। ইহা অতি সহজে আবোগ্য হইযা যায।

২। দুর্ব্বল ক্ষত বা উইক্ অল্‌সার। ক্ষতের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বা উদরাময় প্রভৃতি অন্য কোন রোগ জন্মিলে, অনাহার বা অস্বাস্থ্যকব খাদ্য খাইলে অথবা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিলে এই ক্ষতে পরিণত হয।

৩। কঠিন ক্ষত বা ইণ্ডোলেন্ট্ অল্‌সার। ইহা অতি পুরাতন ক্ষত। গভীর, অসমান ও অসুস্থ মাংসাঙ্কুর দ্বারা আবৃত। ইহাতে রক্ত ও রস নির্গত হয। এই ক্ষতে অনেক ভারবাহী জীব কষ্ট পায়। ক্ষতের পার্শ্বদেশ উচ্চ ও উপাস্থিবৎ কঠিন। বেদনা থাকে না।

৪। উত্তেজিত ক্ষত বা ইরিটেবল্ অল্‌সার। এই ক্ষত ঈষৎ ধূসরবর্ণ ও পাতলা শ্লাফে আবৃত। ভীষণ বেদনা থাকে।

৫। প্রদাহিত ক্ষত বা ইন্‌ফ্লেম্‌ড্‌ অল্‌সার। ইহা রক্তবর্ণ ও উত্তপ্ত। পার্শ্ব অত্যন্ত স্ফীত। ইহা হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ-ময় রক্তমিশ্রিত ঘন পূঁজ পড়ে।

৬। গলিত ক্ষত বা শ্লাফিং অল্‌সার। ইহার শ্লাফ্‌ ধূসর-বর্ণ। ক্ষতের ধার পরিষ্কার কর্ত্তনবৎ।

৭। প্রসারিত ক্ষত বা ভ্যারিকোজ্‌ অল্‌সার। ইহা উত্তে-জক এবং কখন গলিত ও কখন কঠিন ক্ষত সদৃশ হয়। এই ক্ষত বিগলিত হইলে নীচের শিরা ধ্বংস হইয়া প্রচুর রক্তস্রাব হয়, এমন কি, তাহাতে প্রাণহানি হওয়াও অসম্ভব নহে।

৮। রক্তস্রাবী ক্ষত বা হেমরেজিক্‌ অল্‌সার। ইহা হইতে প্রায়ই ধূম্রবর্ণের রক্তস্রাব হয়।

৯। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বা মিউকাস্‌ মেম্ব্রেণের ক্ষত। গল-দেশ সরলান্ত্র ইত্যাদি স্থানে এই ক্ষত হইয়া থাকে। এই ক্ষত বিষাক্ত গুণবিশিষ্ট।

১০। একজিমেটাস্‌ ক্ষত। এই ক্ষতের চারিধারে এগ্‌-জিমার (কাউরের) ন্যায় একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ী বাহির হয় ও হরিদ্রাবর্ণের রস নির্গত হইতে থাকে।

ক্ষতের উপরিভাগে যখন রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকা-কণার ন্যায় ক্ষত-পরিপূরক অণু বা গ্র্যানুলেশন (granulation) জন্মে, তখন ক্ষত আরোগ্যের পথে আসিয়াছে জানিতে পারা যায়। ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য না হইলে পচিতে আরম্ভ হয়, সুতরাং ক্ষত স্থান ভালরূপে ধোওয়াইয়া পরিষ্কার রাখা এবং ঔষধ প্রয়োগে সত্বর আরোগ্য করিতে চেষ্টা করা অতি আবশ্যক। অতি দুরা-রোগ্য ক্ষত, এমন কি, যাহাতে অস্ত্র-চিকিৎসকগণ য়্যাম্পুটেশন

বা অঙ্গচ্ছেদ ব্যতীত উপায় দেখিতে পান না, সেরূপ ক্ষতও কেবল মাত্র হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহারে আরোগ্য হইয়া যায়।

ঘা ধোওযাইবাব জন্য ক্যালেণ্ডিউলা লোশন অথবা নিমপাতা দিয়া গরম করা জল উৎকৃষ্ট। ক্ষতের অবস্থা বিবেচনায় প্রত্যহ দুই তিনবাব ধোওযান যাইতে পাবে। আমি পিচকারী অপেক্ষা হাতে করিয়া ধোওযানই ভাল বিবেচনা করি।

আর্ণিকা —ভারবাহী জীবের ভার বহন জন্য ক্ষতে, আঘাতজনিত ক্ষতে, থেঁতলে যাওয়া ক্ষতে, সেপ্‌টিক্ ক্ষতে আর্ণিকা খাইতে দিলে বিশেষ উপকাব হয়। সেপ্‌টিক্ ক্ষতে বিষদোষ নষ্ট কবিয়া আরোগ্য করে। ক্রমাগত ফোড়া হইতে থাকিলে আর্ণিকা দিতে কখনই ভুলিবে না। লাঠির আঘাতে ক্ষত হইলে বা ভোঁতা অস্ত্রেব খোঁচা লাগিলে আর্ণিকা মহৌষধ। আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে আর্ণিকা লোশন বাহ্যিক প্রযোগ উপকাবী।

ক্যালেণ্ডিউলা।— ইহাব লোশন, লিনিমেণ্ট এবং অযেণ্ট্‌মেণ্ট্ তিন প্রকারই বাহ্যিক প্রয়োগে আবশ্যক হইযা থাকে। সচরাচর সকল প্রকার ক্ষতেই ইহার ব্যবহার হয়। ধাবাল অস্ত্রে কাটিয়া ক্ষত হইলে অথবা যেখানে পূঁজ হয় নাই, তথায় ক্যালেণ্ডিউলা দিলে জোড়া লাগিযা আরোগ্য হইয়া যায়। ছিন্ন ভিন্ন ক্ষত, অত্যন্ত পূঁজ জন্মিলে, ক্ষত অত্যন্ত পূঁজময় দুর্গন্ধযুক্ত ও তৎসহ হেক্‌টিক ফিবাব (পূঁজ জ্বর) কিম্বা গ্যাংগ্রিণ (গলিত ক্ষত) হইলে, ক্যালেণ্ডিউলা বাহ্যিক প্রযোগে ও আভ্যন্তরিক ৬ষ্ঠ শক্তি সেবনে আরোগ্য হইয়া যায়। ভ্যারিকোজ ক্ষতে এবং প্রচুর পরিমাণে পূঁজ নিঃসরণ হইলে ক্যালেণ্ডিউলা মহৌষধ। প্রদাহিত ক্ষতের উত্তেজনা নিবারণে ইহা অদ্বিতীয়

ঔষধ। সেপ্‌টিক্ জ্বর থাকিলেও উপকার হয়। লক্ষণানুসারে অন্য ঔষধ খাওয়ান আবশ্যক হইলেও ক্ষতের উপর বাহ্যিক প্রয়োগে ক্যালেণ্ডিউলা ব্যবহার করাই হিতকর।

রসটক্স।—মাংসপেশীতে ক্ষত হইলে রসটক্স উপকারী।

রুটা।—রসটক্সের ন্যায় মাংসপেশীর ক্ষতে ফলপ্রদ।

হাইপারিকাম।—ক্ষতে অতীব স্নায়বীয়বেদনা থাকিলে এবং আঘাত হেতু ক্ষত হইয়া ধনুষ্টঙ্কার হইলে উপকার হয়।

সিম্ফাইটাম্।—হাড়ে ক্ষত হইয়া শীঘ্র আরোগ্য না হইলে কিম্বা হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়া শীঘ্র জোড়া না লাগিলে ইহা উপকারী।

ক্যাল্‌কে-ফস্।—ইহা সিম্ফাইটামের ন্যায় হাড়ের ক্ষত বহুকাল থাকিলে ব্যবহৃত হয়।

আর্সেনিক।—যখন ক্ষত ভীষণ আকার ধারণ করিয়া পচিতে থাকে, ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হয়, কাল বা বিশ্রী সাদা পর্দায় আবৃত থাকে ও স্থানে স্থানে অসুস্থ মাংসখণ্ড রহিয়া যায়, তখন আর্সেনিক দিতে কালবিলম্ব করিবে না। পাতলা রক্তময় পূঁজ কিম্বা দুর্গন্ধময় রক্তস্রাবযুক্ত দূষিত ক্ষতে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। ইহা রক্তস্রাবী ক্ষতের মহৌষধ, বিশেষতঃ যখন নাড়ী লুপ্ত হয় বা মৃত্যু সন্নিকট হয়, সদাই অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে, তখন আর্সেনিক জীবনদাতা।

ডাঃ ষ্টুয়ার্ট বলেন,—"একটি কাল ঘোড়ার কাঁধের এবং গলার উপর একটি বৃহৎ ডেলার মত ঘা হইয়াছিল এবং তিনমাস কাল একজন এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে থাকে, তিনি অস্ত্র প্রয়োগও করিয়াছিলেন। যখন আমি দেখিয়াছিলাম,

তখন ঘায়ের আকার প্রায় ৬ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট ও মধ্যস্থলে বৃহৎ কোর্ (core) বা ঘায়ের বিচি ছিল এবং কাঁধের দিকে ঘায়ের পার্শ্বে বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘুস্কুড়ী বাহির হইয়াছিল। ঐ চিকিৎসক বলিয়াছিলেন, যতক্ষণ কোর ভাল না হইবে, ততক্ষণ ঘা ভাল হইবে না; সে জন্য তিনি আদেশ করিয়াছিলেন, যেন ড্রেস্ করিবার (ধোওয়াইবার) সময় একটি কাটি stick দ্বারা খোঁচা মারিয়া উহা উঠাইবার চেষ্টা করা হয়। আমি আরও দেখিয়াছিলাম, চামড়া গরম, স্পর্শ করিতে গেলে ভয়ে কাঁপিতে থাকে, যেন উহাতে অত্যন্ত বেদনা আছে এবং সঙ্কুচিত হয়, পূঁজ হরিদ্রা বর্ণের, ঘোড়াটি অত্যন্ত শীর্ণ হইয়াছে এবং যেদিকে ঘা ছিল, সেইদিকের সম্মুখের পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে, যেন শিরায় টান পড়িতেছিল, সেজন্য মাটিতে পা রাখিতে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। আমি প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় আর্সেনিক ৩য় শক্তি খাওয়াইবার এবং জল সহ উহার টিংচার মিশাইয়া ধোওয়াইবার ব্যবস্থা করিলাম। ৪ দিন পরে ঐ কোর প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল এবং ছোট ছোট ঘুস্কুড়ীগুলি আরোগ্য হইয়াছিল। এক সপ্তাহ পরে ঐ কোর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যায়। আর এক সপ্তাহ পরে ঐ ঘা আরোগ্য হইয়া ঘোড়াটি এরূপ মোটা ও সুশ্রী হইয়াছিল যে, ঠিক যেন ভাল করিয়া খাওয়ান ইন্দুরটির মত (The horse as fat and as sleek as a well-fed mouse)। আমাদের দেশে যাঁহারা বিলাতি ইঁদুর পোষেন, তাঁহারা ইহা ঠিক বুঝিতে পারিবেন। এ সময়েও কিছু খোঁড়া ছিল, সেজন্য এক মাত্রা সাল্‌ফার খাইতে দিই। তিন সপ্তাহ পরে ঘোড়াটি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া কার্য্যক্ষম হইয়াছিল।"

সাইলিসিয়া।—নালী ক্ষত বা শোষযুক্ত ক্ষতে সাইলিসিয়া একমাত্র মহৌষধ। এই ঔষধ সেবনে বিনা অস্ত্র প্রয়োগে শোষ ঘা ভাল হয়। ইহা সকল স্থানের ও সকল প্রকার ক্ষত আরোগ্য করিতে অদ্বিতীয়। অনুহেল্দি জলের মত পুঁজ বা দুর্গন্ধযুক্ত গাঢ় পুঁজ নির্গত হইলে সাইলিসিয়া ব্যবহৃত হয়। ক্ষতের চতুর্দ্দিক শুকাইয়া গিয়া আরোগ্যপ্রায় হয়, আবার হঠাৎ প্রদাহ হইয়া পাকিয়া পুঁজ পড়ে। জ্বর হয় ও ক্রমে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং অত্যন্ত ঘাম হইতে থাকে। ক্ষত আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় সাইলিসিয়া খাওয়ান হইয়া থাকে। ইহা শারীরিক দোষ সংশোধন করিয়া শীঘ্র ক্ষত আরোগ্য করে।

কার্ব্ব-ভেজি।—অগভীর চেপ্টা ক্ষত, অতিশয় রক্ত বা পুঁজ নির্গত হওয়ায় দুর্ব্বলতা, ক্ষতের ধার উচ্চ ও কাল, ক্ষতের চতুর্দিকের চর্ম্ম কাল ও শক্ত, পচা দুর্গন্ধ পুঁজ, গ্যাংগ্রিণ ক্ষত, ক্ষতস্থান টিপিলে ভিতরে বুজ্বুজ শব্দ হয় বা বায়ু জমিয়া আছে বুঝা যায়। ইহা আর্সেনিকের সঙ্গে পর্য্যায়-ক্রমে ব্যবহার হইতে পারে।

হিপার।—ক্ষতস্থানে বা ক্ষতের পার্শ্বে কি অন্য কোন স্থানে প্রদাহান্বিত হইয়া অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিলে, যদি সত্বর তথায় পুঁজ জন্মান আবশ্যক হয়, তবে হিপার-সালফার ৬ষ্ঠ শক্তি ব্যবহারে অভিলষিত ফল পাওয়া যায়।

নাইট্রিক এসিড্।—দুর্গন্ধযুক্ত গভীর ক্ষত ও ক্ষতের ধার অসমান।

বোরাক্স।—মুখের ক্ষতে ইহার ১ম চূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত

করিয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে আরোগ্য হইয়া থাকে। ক্যালেণ্ডিউলা মধু সহ ব্যবহারেও মুখের ক্ষত আরোগ্য হয়।

সাল্ফার।—যখন কোন ঔষধে কোন উপকার হয় না, তখন সালফার পথ-প্রদর্শক, কখন বা সম্পূর্ণ আরোগ্যকারক ঔষধ।

স্ফোটক।

(Abscess য়্যাব্সেস্।)

শরীরের কোন স্থানে প্রদাহ হইয়া স্ফোটক বা ফোড়া জন্মে। ঐ প্রদাহিত স্থান অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে এবং টিপিলে নরম বোধ হয়। উহাতে দপ্দপানি ও তীরবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং জ্বর হয়। ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা প্রদাহ নিবারিত না হইলে, ঐ স্থানে চর্ম্মের নীচে পূঁজ জন্মে। স্ফীত স্থানের দুই পার্শ্বে চর্ম্মের উপর দুই হস্তের একটি করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ রাখিয়া এক হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা আস্তে আস্তে চাপ দিলে, অন্য অঙ্গুলিতে পূঁজের ঢেউ অনুভূত হয়, ইহাকে পূঁজের তরঙ্গগতি বা ফ্লাকচুয়েশন (Fluctuation) বলে। উহাতে ফোড়া পাকিয়াছে কি না, জানিতে পারা যায়। প্রদাহিত অবস্থায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে অধিকাংশ স্থলেই ফোড়া বসিয়া যায়, এমন কি, পূঁজ হইলেও তাহা ঔষধ সেবনে শোষিত (Absorb) হইয়া ভাল হইয়া যাইতে পারে এবং অধিকাংশ স্ফোটকই ঔষধ সেবনে আপনি ফাটিয়া গিয়া পূঁজ বাহির হয়। এই সকল কারণে

প্রায়ই অস্ত্র প্রয়োগ আবশ্যক হয় না, কিন্তু পুঁজ হওয়ার পর সহজে ফাটিবার সম্ভাবনা না থাকিলে সাইমস্ ল্যান্‌সেট্ নামক অস্ত্র সাহায্যে অবিলম্বে পুঁজ বাহির করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। ইহা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার অনন্নুমোদনীয় নহে, তবে পুঁজ হইবার পূর্ব্বে এবং মুখমণ্ডলে ব্রণ (Boils) হইলে কদাচ অস্ত্র-প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশে যে অনেক উত্তপ্ত লৌহ-খণ্ড দ্বারা পোড়াইয়া চর্ম্ম ভেদ করিয়া দেয়, অহা অতি যন্ত্রণাপ্রদ ও দূষণীয়।

আর্ণিকা।—আঘাতাদি হেতু রক্ত জমিয়া ফুলিলে কিম্বা দলে দলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক জন্মিলে আর্ণিকা ৩০শ শক্তি অব্যর্থ ঔষধ।

বেলেডোনা।—যে কোনও স্থানের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ স্ফোটকের প্রদাহিত অবস্থায় ৩য় শক্তি প্রয়োগে বসিয়া যায়।

মার্ক-সল।—ইহাও বেলেডোনার ন্যায় কার্য্যকারী।

সাইলিসিয়া।—উপরোক্ত ঔষধে উপকার না পাইলে, অনেক স্থলে সাইলিসিয়া প্রয়োগে স্ফোটক বসিয়া যায়। টিকা দেওয়ার কুফল হেতু নানাবিধ স্ফোটকাদি চর্ম্মরোগে সাইলিসিয়া ও থুজা মহৌষধ।

হিপার।—ইহার উচ্চশক্তি (২০০ শত) প্রয়োগে স্ফোটক বসিয়া যায়। যদি একান্তই পাকিবার উপক্রম হয়, কিছুতেই না বসে, তবে হিপার-সাল্ফার ৬ষ্ঠ শক্তি ২।৩ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইলে ফোড়া পাকিয়া যায় এবং এই ঔষধেই আপনি ফাটিয়া পুঁজ নির্গত হয়।

ফোড়া কাটিয়া যাওয়ার পর গরম জলে ধোওয়াইয়া মধ্যে মধ্যে কেবলমাত্র গরম ঘির পটি কিম্বা ক্যালেণ্ডিউলা অয়েণ্ট-মেণ্টের পটি ব্যবহার করিলে সত্বর আরোগ্য হইয়া যায়।

পাঁচড়া।

(Mange—ম্যান্জ)

শরীরের নানাস্থানে খোস বা পাঁচড়ার ফুস্কুড়ী বাহির হয়। ইহা মুখমণ্ডলে ও মস্তকে প্রায় হয় না। পশুগণ ঐ সকল স্থান আপনা-আপনি ঘর্ষণ করে বা চাটে। কখন কখন দিবা রাত্রি কোন সময়েই এই প্রকার ঘর্ষণ বা চুলকানির বিরাম হয় না। প্রথমাবস্থায় কোন প্রকার ফুস্কুড়ী কিছু দেখা যায় না; কেবল নিয়ত ঘর্ষণ করিতে থাকে; কিন্তু পরে এক সময়ে বিস্তর ফুস্-কুড়ী বাহির হইতে দেখা যায়। ঐ সকল ফুস্কুড়ী হইতে এক প্রকার জলবৎ রস নির্গত হইতে থাকে এবং তাহা বাতাস লাগিয়া শুকাইয়া যায় ও উপরে মামড়ী বা চটা পড়ে। চুল সকল ঐ মামড়ীতে খাড়াভাবে আটকাইয়া যায়। যদি এই রোগকে বাধা দেওয়া না যায়, তবে সচরাচর ক্ষত উৎপন্ন হয় ও চুলের গোড়া ধ্বংস হইয়া যায় এবং আরোগ্য করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। সচরাচর শীতকালেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক হয়। এক প্রকার কীট কর্ত্তৃক এই রোগ উৎপন্ন হয় এবং ইহা স্পর্শাক্রামক রোগ।

সাল্‌ফার।—এই রোগের পক্ষে মহৌষধ, প্রায়ই ৩x

সপ্তাহ সেবনে আরোগ্য হইয়া থাকে। নিয়ত ঘর্ষণ করা বা চাটা ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ।

হিপার।—পূঁজপূর্ণ এবং মামড়ীযুক্ত বড় পাঁচড়া।

আর্সেনিক।—যদি ঐ স্থানের চুলগুলি উঠিয়া যায় কিম্বা ঘা হয় এবং ক্ষতের পার্শ্ব শক্ত ও লালবর্ণ হয়।

কার্ব্ব-ভেজি।—সমস্ত শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্‌কুড়ী।

মার্ক-সল।—কনুই বা নি-জয়েণ্টের নিকটে বড় বড় পাঁচড়া।

সিপিয়া।—পাঁচড়াগুলি নরম ও সাদা ফোস্কার মত দেখায় ও তাহাতে জলবৎ রসে পরিপূর্ণ থাকে এবং স্পর্শে সঙ্কুচিত হয়।

রস্‌টক্স।—যদি উপরে শক্ত মামড়ী পড়ে ও যদি সহজে আপনি গলিয়া না যায় এবং টিপিয়া দিলেও শীঘ্র আবার পূর্ব্ববৎ আকার ধারণ করে।

এঁষে ঘা।

(Thrush—থ্রাস্)

এই রোগে মুখে, বাঁটে ও খুরের নিকট চর্ম্মের সংযোগস্থলে ফুস্‌কুড়ী বাহির হয়। ইহার লক্ষণাদি বিস্তৃতরূপে গো-জীবন ১ম ভাগে লিখিত হইয়াছে। অপুষ্টিকর খাদ্যাদি আহার এবং গোবর, চোনা, জঞ্জাল প্রভৃতি পরিপূর্ণ অপরিস্কৃত ভিজা মেজেতে নিয়ত বাস হেতু গবাদির এঁষে ঘা হইয়া থাকে। এই পীড়া

আরোগ্য করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে মেঝে শুষ্ক খট্‌খটে ও পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

সাল্‌ফার—এই রোগে অব্যর্থ ও অপরিহার্য্য ঔষধ। অন্য ঔষধ ব্যবস্থেয় হইলেও সপ্তাহ অন্তর এক মাত্রা সাল্‌ফার খাইতে দিলে সত্বর আরোগ্য কার্য্যে সহায়তা করে।

ফস্‌ফরিক-এসিড্‌।—সালফারে উপকার না পাইলে।

স্কুইলা।—অত্যন্ত প্রদাহ ও জ্বর থাকিলে।

রস্‌টক্স।—এই রোগে রস্‌টক্স মহৌষধ। ইহার আভ্যন্তরিক ৩০শ শক্তি ও বাহ্যিক লিনিমেন্ট ব্যবহৃত হয়। বাহ্যিক প্রয়োগে ক্যালেণ্ডিউলাও হিতকর।

থুজা।—পায়ের ফুস্‌কুড়ী ঈষৎ সবুজ কিম্বা ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ এবং সামান্য টিপিলে রক্ত বাহির হয়। ইহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয়ই ব্যবহৃত হয়।

সিকেলি।—জলবৎ রস্‌যুক্ত ফুস্‌কুড়ী কিম্বা কাল রংএর ঘা, স্রাবে দুর্গন্ধ। আর্সেনিকের পরে কিম্বা অগ্রে ব্যবহৃত হইতে পারে।

আর্সেনিক।—পা গরম, বেদনাযুক্ত, খোঁড়াইয়া চলে এবং দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হইলে, অনেক দিনের পীড়া। উচ্চ শক্তির আর্সেনিকে সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

মার্ক-সল।—যখন বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘা হয়, ঘন পূঁজ এবং টিপিলে রক্ত বাহির হয়, মুখ দিয়া লালা পড়ে।

আর্ণিকা।—খুর খসিয়া গেলে আর্ণিকা অয়েণ্টমেণ্ট উৎকৃষ্ট।

কাউর ঘা।

(Eczema—একজিমা)

চর্ম্মরোগ মাত্রই বিশেষতঃ কাউর ঘা বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে সত্বর ভাল করিয়া দিলে অন্য রকম কঠিন পীড়া হইতে পারে, এজন্য সর্ব্বাগ্রে আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য করিতে চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। নিতান্ত আবশ্যক হইলে কিছুকাল পরে বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা গবাদির স্কন্ধদেশই এই রোগের প্রিয়তম স্থান।

সালফার।—উচ্চ শক্তির সালফার ৮।১০ দিন অন্তর এক মাত্রা প্রয়োগে অনেক স্থলে আরোগ্য হয়। সর্ব্বদা ঘর্ষণ করিতে বা চুলকাইতে ইচ্ছা। চটা পড়া ক্ষত এবং রক্ত পড়ে। বাহ্যিক ঔষধে রোগ চাপা দেওয়া উপসর্গের শান্তিকারক।

রস্ টক্স।—রসপূর্ণ এবং উপরে মামড়ী। ভারবাহী বলদের পীড়া।

গ্রাফাইটিস্।—পুনঃ পুনঃ ফুস্কুড়ী বাহির হয়। পুরাতন ক্ষত।

ক্যাল্কে-কার্ব্ব।—পুরু মামড়ীযুক্ত ক্ষত। স্থূলকায়।

লাইকো।—পুরু মামড়ী, অল্প ঘর্ষণেই রক্ত পড়ে এবং দুর্গন্ধযুক্ত রসস্রাব হয়।

আর্সেনিক।—শুষ্ক শল্কযুক্ত ফুস্কুড়ী, তাহা হইতে কখন কখন দুর্গন্ধ রস নির্গত হয়।

ক্যালেণ্ডিউলা।—বাহ্যিক প্রয়োগে উৎকৃষ্ট।

আঁচিল।

(Warts—ওয়ার্টস)

গবাদির ওষ্ঠ ও চক্ষুর চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড বা আঁচিল জন্মে। ইহার আকৃতি নানা প্রকার হয়। শক্ত বা নরম এবং শুষ্ক কিম্বা রস-সংযুক্ত হইতে পারে। প্রায়ই ক্ষতযুক্ত থাকে। দেখিতে আঙ্গুরের মত কিম্বা উপরিভাগ বিস্তৃত। কোন কোন সময় দলে দলে বাহির হয় এবং ইহা হইতে সহজেই রক্তপাত হইয়া থাকে।

থুজা—এই রোগের প্রধান ঔষধ। ইহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক দুই প্রকারেই ব্যবহৃত হয়। আঁচিলগুলি বড়, উপরিভাগ বিস্তৃত, কর্কশ, রস-সংযুক্ত ও ক্ষতবিশিষ্ট এবং অল্প টিপিলে রক্ত বাহির হইয়া থাকে। গরু, ঘোড়া প্রভৃতির কনুই বা নি-জয়েণ্টের পশ্চাদ্ভাগে যে এক প্রকার খুস্‌কী বা শল্কযুক্ত ফুস্‌কুড়ী (Scurfy eruptions) বাহির হয়, তাহাতেও থুজা মহৌষধ।

ক্যালকে-কার্ব্ব।—আঁচিলগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি বিশিষ্ট এবং সংখ্যায় অনেক, বিশেষতঃ নীচের ওষ্ঠে দলে দলে বাহির হইলে।

আর্সেনিক।—আঁচিলের উপরিভাগের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র বা বড় ক্ষত এবং পার্শ্বভাগ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে থাকিলে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া।—ডুমুরের ন্যায় আঁচিল।

ক্ষেপা শৃগাল ও কুকুরে কামড়ান।

(Hydrophobia—হাইড্রোফোবিয়া)

এই রোগ অতিশয় সাংঘাতিক এবং প্রতি বৎসর এই রোগে অনেক গরুর মৃত্যু হয়। ক্ষেপা শৃগাল কুকুরে কামড়াইলেই তাহার বিষ দ্বারা এই রোগের উৎপত্তি হয়। কামড়ানর পরই যে রোগাক্রান্ত হইবে, তাহা নহে। কতদিন পর ইহার লক্ষণ প্রকাশ হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। ১০।১৫ দিন হইতে ৬মাস কি ৮মাস পরেও লক্ষণ প্রকাশ হইতে পারে।

লক্ষণ।—প্রথমে অলস বোধ হয়, শ্বাসকষ্ট হইতে থাকে, ক্ষুধা থাকে না, রোমন্থন করে না, লালা পড়িতে থাকে। ক্রমে আক্ষেপ আরম্ভ হইলে এক প্রকার বিকট শব্দ করিতে থাকে, তখন অজ্ঞলোক "কুকুর ডাক ডাকিতেছে" বলে। জিহ্বার নীচে একটি বা দুইটি জলপূর্ণ স্ফোটক দেখা দেয়। মুখমণ্ডল লাল হয়, জ্বরের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ হয়। অত্যন্ত পিপাসা হয়, কিন্তু জল দেখিলেই গলার ভিতরের মাংসপেশীর ভয়ানক জোরে আক্ষেপ হইতে থাকে, জল খাইতে পারে না। অন্য জীবজন্তু যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই কামড়াইতে যায় এবং সুবিধা পাইলে কামড়াইতে ছাড়ে না। এই সকল লক্ষণ প্রকাশের পর নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হাইড্রোফোবিন।—ইহা এই রোগের মৃত-সঞ্জীবনী ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কুকুর বা শৃগালের কামড়ানর পরই যদি এই ঔষধ খাওয়ান যায়, তবে কখনই রোগ প্রকাশ হইতে পারে না।

ক্যান্থারিস্।—এইটি দ্বিতীয় ঔষধ। ইহাও কুকুরাদি কামড়ানর পরক্ষণে খাওয়াইলে আর কোন ভয় থাকে না। আমাদের দেশের স্থানে স্থানে বহুকাল হইতে ক্যান্থারিডিস্ পোকা খাওয়ান পদ্ধতি আছে, কিন্তু শক্তিকৃত ঔষধে উপকার বেশী হয়। যখন গলদেশে বেদনা বোধ হয়, আক্ষেপ হইতে থাকে, তখন ক্যান্থারিস ব্যবস্থেয়।

বেলেডোনা।—যখন জ্বর হয়, চক্ষু লাল হইয়া উঠে, গলা টিপিযা ধবার মত দেখায, মুখমণ্ডল লাল হয, চক্ষু-কনীনিকা প্রসাবিত, উন্মাদবৎ, কামড়াইবার চেষ্টা, আক্ষেপ, চীৎকার, গিলিতে অক্ষম।

ষ্ট্র্যামো।—আক্ষেপ আরম্ভ হইলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। চক্ষু লাল, মুখে লালাস্রাব। পাগলেব ন্যায স্বভাববিশিষ্ট। গিলিতে অক্ষম। অস্থিবতা।

হাইও।—গলার মধ্যে আক্ষেপ। বেলেডোনাব পর উপযোগী।

ল্যাকে।—মৃতপ্রায অবস্থায উপকাবী। পক্ষাঘাতের ন্যায অবস্থা।

সর্পাঘাত।

(Snake-bite—স্নেক্-বাইট্)

সর্প-দংশনের অব্যর্থ ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, কামড়ানব প্রবই লিডাম খাওয়াইলে উপকার হইতে পাবে। দ্রুত অবসাদন ও পতনাবস্থায—আর্সেনিক, হাইড্রোসিয়ানিক্-এসিড্ সেবনের ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয়।

কীট-পতঙ্গাদির দংশন।

(Bites of Insects—বাইট্‌স্ অফ্ ইন্‌সেক্টস্)

মৌমাছি, বোল্‌তা, ভিমরুল প্রভৃতির হুলবেধ কিম্বা বিছা, ইঁদুর প্রভৃতির দংশনে লিডাম বহু পরীক্ষিত অব্যর্থ ঔষধ। দংষ্ট্র স্থানে লিডাম লোশন বাহ্যিক প্রয়োগ এবং আভ্যন্তরিক ৬ষ্ঠ শক্তি সেবনে অতি অল্পকাল মধ্যে জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

পোড়া।

(Burns - বারণ্‌স্)

ক্যান্থারিস্।—অগ্নিদগ্ধ স্থানে ক্যান্থারিস্ লোশনে তুলা ভিজাইয়া বাহ্যিক প্রয়োগ ও ৩য় শক্তি সেবন করাইলে, তৎক্ষণাৎ জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হয়। পুড়িবামাত্র প্রয়োগ করিতে পারিলে ফোস্কা হইতেও পারে না। ফোস্কা হওয়ার পরও এই ঔষধে জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হয়। ইহা পুড়িয়া যাওয়ার মহৌষধ, কিন্তু ক্ষত হওয়ার পর ক্যালেণ্ডিউলা লিনিমেণ্ট উৎকৃষ্ট।

এচাইনেসিয়া।—পোড়া ক্ষত অত্যন্ত বেশী হইলে, শরীরের ভিতরকার টিস্যু পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গেলেও এচাইনেসিয়ার অমিশ্র আরক বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে কয়েক মিনিট মধ্যেই যাতনা দূর হয়। এই ঔষধে সেপ্‌টিক্ অবস্থা (পচন) হইতে দেয় না এবং সত্বর আরোগ্য করে। অল্পদিন হইল, এই নূতন ঔষধটির খুব সুখ্যাতি বাহির হইয়াছে।

উন্মাদ।

(Inflammation of the Brain—ইন্‌ফ্লামেশন অফ দি ব্রেণ)

মস্তিষ্কের প্রদাহ বা রক্তাধিক্য হেতু উন্মাদ রোগ জন্মে। এই রোগের আক্রমণ অতি বিরল হইলেও ইহা বড়ই ভয়ঙ্কর পীড়া। ইহার পূর্ব্বতম লক্ষণ অনিদ্রা এবং পরবর্ত্তী লক্ষণ আহারে অপ্রবৃত্তি। গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত সূর্য্যোত্তাপ ভোগ করিযাই প্রায় গবাদির এই রোগ হইয়া থাকে। এই পীড়ায আক্রান্ত হইবার ২।৩ দিন পূর্ব্বে নিরানন্দ বা বিমর্ষভাব দেখা যায ও তাহার মস্তক নীচু করিয়া রাখে এবং অস্থিরভাবে বেড়াইতে থাকে। ইহার পর নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয, সর্ব্ব শরীর অত্যন্ত কাঁপিতে থাকে ও একপ্রকার অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিতে থাকে, মাথা নাড়ে, পশ্চাতের পায়ের উপর ভর দিযা দাঁড়ায, অকস্মাৎ রাগান্বিতভাবে আঘাত করিতে যায, মস্তক দ্বারা মাটি খুঁড়িতে থাকে, ঐরূপ মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে আবার লাফাইযা উঠে, অকস্মাৎ প্রচণ্ডবেগে ছুটিতে থাকে, লাফায, গর্জ্জন করে, মুখে ফেণা বাহির হয, দন্তঘর্ষণ করে, এমন কি, তাহাতে দাঁত ভাঙ্গিয়া যাইতেও পারে, যাহাকে সম্মুখে পায, তাহাকেই আক্রমণ করে বা মারিতে যায, কাণ ও শিং অত্যন্ত গরম হয। এই অবস্থার কিছুদিন পরে সে একেবারে নিস্তব্ধ হয় এবং চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে কিম্বা অতি ধীরে ধীরে বেড়ায়।

অনেক বড় বড় বর্‌না বাধা অবস্থায ছাড়া পাইলে কিম্বা জাব দিবার জন্য লইয়া যাইবার সময়ে আনন্দভরে যে একপ্রকার

চারি পা তুলিযা লাফায, মস্তক বাঁকাইযা হাঁ করে, শব্দ করে, ছুটিতে থাকে, তাহা প্রকৃতপক্ষে এই রোগ নহে। অনেক প্রকার কঠিন রোগে মস্তিকের রক্তক্ষীণতা জন্মিযাও একপ্রকার উন্মাদ বা বিকারগ্রস্ত হইযা পড়ে, তাহাতেও অনেক প্রকার অস্বাভাবিক ক্রিযা দেখিতে পাওয়া যায। প্রসবের পরও অনেক গাভীর পিউযারপারেল ইনস্যানিটি (Puerperal Insanity বা সূতিকোন্মাদ জন্মে।

হোমিওপ্যাথিতে এই রোগের অনেক ঔষধ আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রধান।

আর্ণিকা।—মস্তকে আঘাত লাগিযা পীড়া হইলে।

ক্যাম্ফার।—অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময পীড়া। বিমর্ষ ও বাহ্যিক বিষযে সম্পূর্ণ উদাসীন। মুখে ফেণা বাহির হয়।

একোনাইট।—রোগের প্রথমাবস্থায, নাড়ী দ্রুত, জ্বর, মস্তিষ্কের দিকে রক্ত সঞ্চিত হইতে থাকে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন এবং সর্ব্ব শরীরের কম্পন।

বেলেডোনা।—অস্বাভাবিক উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি, রাগান্বিত ভাবে ও অজ্ঞাতসারে আঘাত করিতে যায এবং ভয়ানকরূপে মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয লক্ষণে বেলেডোনা অব্যর্থ মহৌষধ। মস্তক নিম্নদিকে লম্বমান করে ও এদিকে ওদিকে দোলায় এবং পৃষ্ঠ বাঁকাইযা উচ্চপুচ্ছে ছুটিতে থাকে। পীড়া সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হওযার পর বেলেডোনা, হাইওসাযেমাস ও ষ্ট্র্যামোনিয়াম্,-এই তিনটি ঔষধ প্রাযই নির্দ্দেশিত হয়। ঐ তিন ঔষধেরই লক্ষণ প্রায এক রকম। নিম্নলিখিত লক্ষণ কয়টিতে ইহাদের পার্থক্য নির্ণয করা যায়। অত্যন্ত ক্ষিপ্ততায় বেলে-

ডোনা, তাহা হইতে ষ্ট্র্যামোনিয়ামে উৎপাত কিছু কম, কিন্তু আকৃতি ভয়ঙ্কর। হাইওসায়েমাসে ঐ দুই ঔষধ অপেক্ষা মৃদু ধরণের। বেলেডোনা ও হাইওসায়েমাসের রোগী কামড়াইতে আসে, ষ্ট্র্যামোনিয়ামের রোগী কিছু ভীত। বেলেডোনার চক্ষু লাল ও বড় বড় এবং ক্যারোটিড্ আর্টারি (গলার দুই পার্শ্বের ধমনী) লাফাইতে থাকে, হাইওসায়েমাসের চক্ষু সাদা ও কোটর-রস্থ এবং ক্যারোটিড্ ধমনীর উল্লম্ফন দৃষ্ট হয় না। বেলেডোনায় মস্তকে রক্তাধিক্য, হাইওসায়েমাসে রক্তক্ষীণতা। ষ্ট্র্যামোনিয়ামে জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা দেখা যায় এবং শয়নাবস্থায় এক-একবার মাথা তুলিয়া চতুর্দ্দিক দেখিতে থাকে, আবার পরক্ষণেই মাথা স্থিরভাবে রাখিয়া শুইয়া থাকে, কিন্তু বেলেডোনায় শয়না-বস্থা হইতে একেবারে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়ায়।

ভিরেট্রাম।—যদি পা, লেজ, কাণ প্রভৃতি বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হয়, সমস্ত অঙ্গের আক্ষেপযুক্ত কম্পন কিম্বা যেথানে সেথানে কাঁপে, হেলে দুলে চলে, চলিবার সময় পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়, অথবা ঘাড় মোচড়াইয়া পড়িয়া যায়।

ওপিয়াম।—যদি রোগের উপসর্গের পর ঐ পশু নিস্তব্ধ-ভাবে থাকে, চক্ষু স্থিরভাব ধারণ করে ও অর্দ্ধনিমীলিত দেখায়, জিহ্বা নিস্তেজ ও কাল রংয়ের হয়।

মস্তকের স্ফীতি।

(Swelling of the head—সোয়েলিং অফ্ দি হেড্)

এই রোগের প্রথমাবস্থায় গো-গণ মাথা ঘর্ষণ করে ও ইতস্ততঃ নাড়িতে থাকে, পরে মস্তক ফুলিতে আরম্ভ করে। প্রথমে চক্ষুর চতুর্দ্দিক ফুলে, কিন্তু শীঘ্রই সমস্ত মস্তক ও কাণ পর্য্যন্ত ফুলিয়া যায় এবং খুব গরম হয়। এই রোগে আক্রান্ত গরু প্রচণ্ডবেগে মস্তক ঘর্ষণ করে এবং পিছনের পা ছুড়িতে থাকে। মাথা ঘর্ষণ করিবার ব্যাঘাত জন্মিলে, ভয়ানক আকার ধারণ করে এবং সজোরে প্রচণ্ডবেগে চতুর্দ্দিকে ছুটিতে থাকে, কাহাকেও গ্রাহ্য করে না।

প্রথমাবস্থায় একোনাইট প্রয়োগে উপকার না হইলে, বেলেডোনা প্রয়োগ করিতে হয়। এই রোগে প্রায়ই অপর ঔষধ আবশ্যক হয় না, বেলেডোনা ইহার অব্যর্থ মহৌষধ। নিতান্ত আবশ্যক হইলে ইহার পর দুই এক মাত্রা সালফার ব্যবহারে আরোগ্যলাভ হইয়া থাকে।

শোথ।

(Dropsy—ড্রপ্সি)

ড্রপ্সি নিজে স্বাধীন রোগ নহে, অন্য কোন রোগের একটি লক্ষণ বা উপসর্গ মাত্র। অনেক প্রকার কারণে রক্ত-সঞ্চলনের ব্যাঘাত জন্মিয়া রক্তের জলীয়াংশ সঞ্চিত হইলে শোথ রোগ উৎপন্ন হয়।

এই রোগ অতি ধীরগতিতে জন্মে বা দীর্ঘকাল পূর্ব্ব হইতে ইহা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। এই রোগের সূত্রপাতে অত্যন্ত বিমর্ষতা ও আলস্যপরায়ণতা দেখা যায় এবং চরিবার সময় পালের পশ্চাতে থাকে। চক্ষু জ্যোতিহীন ও অপরিষ্কার হইয়া আসে। চক্ষেব, নাকের ও মুখের চতুর্দ্দিকে চর্ম্ম স্ফীত হয়। রোম উঠিয়া যাইতে থাকে, কিম্বা কোন কোন স্থানের রোম আলুগা হয়। দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া যায, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, তলপেট ফুলিয়া উঠে। ক্ষুধা দিন দিন কমিয়া যায কিন্তু সচরাচর অত্যন্ত পিপাসা থাকে। অবশেষে এত দুর্ব্বল হইয়া যায় যে, আর দাঁড়াইতে পাবে না। এই অবস্থায় উপনীত হইবার সময় বা পবে সচবাচর উদবাময দেখা দেয এবং কিছুদিন পরে মৃত্যু আসিয়া সকল যন্ত্রণাব অবসান কবে।

নক্সভমিকা, আর্সেনিক, চাযনা, ফস্‌ফরাস, লাইকোপোডিয়ম ও সালফার এই বোগের প্রধান ঔষধ।

নক্স।—কোষ্ঠকাঠিন্য, অক্ষুধা, বৈকালে ঘুস্‌ঘুসে জ্বর, অন্যরূপ ঔষধাদি কিম্বা উগ্র গাছগাছড়া খাইয়া থাকিলে, প্রথমেই নক্সভমিকা ব্যবহৃত হয়।

আর্স—। শোথ বোগের মহৌষধ। সার্ব্বাঙ্গিক শোথ বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও নিম্নাঙ্গের শোথে। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও শীর্ণতা, উদরাময, অল্প পরিমাণে ঘন ঘন জল খায়, শরীর শীতল, প্লীহা-যকৃতাদির রোগজনিত শোথে। গর্ভাবস্থার শোথ।

চায়না।—ইহাও সার্ব্বাঙ্গিক শোথ ও প্লীহা-যকৃতাদির রোগ হেতু শোথে মহৌষধ। রক্তস্রাব ও উদরাময়াদির পর শোথে বিশেষ নির্দ্দিষ্ট। বৃদ্ধ বয়সের পীড়া। প্রসবের পর শোথে।

ফস্।—বহুদিনের রোগভোগের পর ও প্রাচীন উদরাময় থাকিলে।

লাইকো।—হৃৎপিণ্ড ও যকৃতের প্রাচীন পীড়াজনিত শোথে। প্রস্রাব লাল, কোষ্ঠবদ্ধ, বৃদ্ধ বয়স।

সাল্ফার—পাঁচড়া, কাউর প্রভৃতি চর্ম্মরোগ বসিয়া যাওয়ার পর শোথে মহৌষধ। প্রাতে উদরাময়ের বৃদ্ধি থাকিলে।

বিসর্প।

(Saint Anthony's fire—সেণ্ট এণ্টনিস ফায়ার)

মানুষের এই রোগ হইলে সচরাচর ইরিসিপেলাস্ Erysipelas বলা যায়। অনেকে অজ্ঞতা হেতু কিম্বা উপহাস ছলে যেমন নিউমোনিযাকে "নীলমণি" বলেন, তেমনই ইবিসিপেলাসকেও অনেকে "ঋষি-বিলাস" বলিয়া থাকেন। পশু-চিকিৎসা গ্রন্থে সেণ্ট এণ্টনিস ফায়াব নাম সমধিক প্রচলিত। ইহা সংক্রামক পীড়া।

এই বোগে শবীরের কোনও একস্থান হঠাৎ ফুলিয়া উঠে। পীড়ার গতি বা অবস্থাভেদে ইহার অনেক প্রকার শ্রেণী বিভাগ বা নামকরণ হইয়া থাকে, কিন্তু তন্মধ্যে দুই প্রকার প্রধান ;—ফোস্কাযুক্ত ও ফোস্কাহীন। স্ফীতস্থান রক্তবর্ণ ও গরম দেখা যায় এবং লাল হইয়া বিস্তৃত হইতে থাকে; কিন্তু ক্রমে ক্রমে উহা সবুজ কিম্বা কাল রং হইয়া যায়। মুখমণ্ডল, গলা ও বুক ইহার প্রিয় স্থান, কিন্তু সচরাচর নাক, কাণ ও গাল প্রভৃতি স্থানেই অধিক দৃষ্ট হয়। এই রোগের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর হয়। মানুষ এই

রোগে হঠাৎ মারা যায় না, কিন্তু গবাদি পশুগণের মধ্যে যেখানে অতি সাংঘাতিকরূপে প্রকাশ পায়, সেখানে অতি শীঘ্র মৃত্যু ঘটে ; এমন কি, সন্ধ্যার পূর্ব্বে যে গরু সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল, সকালে গোয়ালের ভিতর তাহাকে মৃত অবস্থায় দেখা যায়। এরূপ ঘটনা বিরল নহে। গৃহস্থ মনে করেন, হয়ত সর্পাঘাত হইয়াছিল, কিন্তু অনেক স্থলেই মৃত্যুর কারণ সর্প নহে, বিসর্প।

এপিস।—মুখমণ্ডলের অত্যন্ত শোথযুক্ত বিসর্প, চক্ষুর নিকটস্থ স্থান স্ফীত।

বেল।—স্ফীত স্থানের উপর জলপূর্ণ ফোস্কা, চর্ম্মের অত্যন্ত প্রদাহ ও আরক্ততা, জ্বর, দন্ত কট্‌কট করে।

রস।—ফোস্কাযুক্ত বিসর্প, স্ফীত স্থানে চুলকানি।

ক্যান্থা।—বড় বড় ফোস্কা।

ল্যাকে।—আক্রান্ত স্থান পচিয়া যাইতে থাকে, বাঁদিকের পীড়া।

আর্স।—নিতান্ত অবসন্নাবস্থা, গ্যাংগ্রিণ বা পচনযুক্ত।

ব্রাই।—সন্ধিস্থানের বিসর্প।

লিডাম্।—মক্ষিকাদি দংশন হেতু।

হিপার।—পাকিয়া যাওয়া নিশ্চয় হইলে।

সাইলি।—পূঁজ অধিক হইলে।

ক্রমি।

(Worms—ওয়ার্ম্‌স্)

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূতার ন্যায়, কেঁচোর মত, ফিতার মত কয়েক জাতীয় ক্রমি জীবের উদরাভ্যন্তরে বাস করে। ইহারা অসংখ্য পরিমাণেও থাকিতে পারে। ঘোড়াদের পেটে অধিক পরিমাণে ক্রমি থাকে। অপরিষ্কৃত জল ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যদ্বারা ক্রমি বৃদ্ধি পায়। অন্ত্রমধ্যেই ইহাদের বাসস্থান। ইহারা বহুসংখ্যক একত্রে গোলার ন্যায় তাল পাকাইয়া বাস করে। এইরূপে ক্রমি হেতু অন্ত্ররোধ হইয়া কোষ্ঠবদ্ধ হয়, পিত্তকোষের মুখে প্রবেশ করিয়া কামল বা ন্যাবা রোগ উৎপন্ন করে, মৃগীর ন্যায় মূর্চ্ছা, কন্‌ভালশন বা তড়্কা, উদরাময় প্রভৃতি অনেক প্রকার রোগ এবং দুর্ব্বলতা, কার্য্যে অনিচ্ছা, মলদ্বার ও নাসারন্ধ্র কণ্ডূয়ন, দন্তঘর্ষণ প্রভৃতি লক্ষণ ক্রমির অস্তিত্ব হেতু হইয়া থাকে।

সিনা।—জিহ্বাদ্বারা নাসারন্ধ্র ও গুহ্যদ্বার কণ্ডূয়ন বা চাটা, দন্ত কটকট্ করা, সর্ব্বদা খাইতে ইচ্ছা। ছোট ক্রমি বা কেঁচোর মত ক্রমি। ইহা ক্রমির মহৌষধ। ক্রমি হেতু অনেক সময় অন্য পীড়া আরোগ্যে বিঘ্ন জন্মে। যখন দেখা যায়, জ্বর বা অন্য কোন পীড়া সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগেও আরোগ্য হইতেছে না, তখন ক্রমির লক্ষণ পাইলে সিনা প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

চায়না।—বড় ক্রমি বিশেষতঃ কেঁচো ক্রমিতে সুন্দর কার্য্যকারী।

মার্ক-সল।—ইহা বড় ক্রমিতে বিশেষ ফলপ্রদ। সর্ব্বদা আহারে ইচ্ছা, গুহ্যদ্বারে ঘা।

সালফা।—গায়ে এক প্রকার ফুস্‌কুড়ী বাহির হয়, গুহ্যদ্বারে ঘা হয় এবং যদি শক্ত মলের সঙ্গে কেঁচো কৃমি নির্গত হয়।

লাল বা কাল মূত্র।

(Red or Black water—রেড অর ব্ল্যাক ওয়াটার)

মানুষের এই রোগ হইলে রক্তপ্রস্রাব বা হিমাচুরিয়া (Hæmaturia) বলে। কিড্‌নী ব. বৃক্কক, ব্ল্যাডার বা মূত্রস্থলী এবং ইউরেথ্রা বা মূত্রনলী প্রভৃতি স্থান হইতে এই রক্ত নির্গত হয়। প্রসবের ২।৩ সপ্তাহ পর অনেক গাভীর এই রোগ হইয়া থাকে। সচরাচর ঠাণ্ডা লাগিয়াই এই প্রকার বিপদগ্রস্ত হয়। কারণ পৌষ মাঘ মাসে যে সকল গাভী প্রসব হয়, মাঘ বা ফাল্গুন মাসে তাহাদেরই মধ্যে এই রোগ অধিক হইতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে চরাণি মাঠে চরিবার সময় এক প্রকার উত্তেজক চারা গাছ খাইয়া পালের অনেক গরু এই রোগের অধীন হইয়া থাকে।

একেবারে প্রস্রাবের রংএর অবস্থান্তর ব্যতীত এই রোগের প্রথমাবস্থায় পশুগণের বিশেষ কিছু লক্ষণ জানিতে পারা যায় না। ক্রমশঃ ক্ষুধা কম ও নাড়ীর গতির বৈলক্ষণ্য হয়, পূর্ণ এবং চাপা নাড়ী, জাওর কাটা কমিয়া যায়। বিষণ্ণ, নিদ্রালু ও অলস দেখা যায়। পালের অন্যান্য গরুর পশ্চাতে থাকে। পিঠ বাঁকাইয়া বা কুঁয়া হইয়া দাঁড়ায়, অথবা জড়সড় হইয়া শুইয়া থাকে। চর্ম্ম অপরিস্কৃত ও হরিদ্রাভাযুক্ত হয়, শীর্ণ হইয়া যায় ও প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে। প্রথমে ২৩ দিন জলবৎ ভেদ হয়, পরে অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা

জন্মে। প্রস্রাবের পরিমাণও কমিয়া যায় ও ফোঁটা ফোঁটা হইয়া প্রস্রাব নির্গত হয় এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে। প্রস্রাবের রং কাল, লাল, সবুজ, হলদে, ঘন বা ঘোলা প্রভৃতি নানা রকমের হয়, তন্মধ্যে কাল ও লালবর্ণই সচরাচর অধিক দেখা যায়। জ্বর হইলেও প্রস্রাবের রংএর ও ঝাঁজের পরিবর্ত্তন হয়, বসন্তাদি অনেক প্রকার কঠিন রোগের পরও রক্তমূত্র জন্মে।

কিড্নীর রক্ত অনুজ্জ্বল লাল, কাল প্রভৃতি নানা বর্ণের ও তলানি বা সেডিমেণ্ট থাকে। ব্ল্যাডারের রক্ত ঠিক লাল ও তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তের জমাট থাকে এবং ফোঁটা ফোঁটা ভাবে নির্গত হয়। ইউরিথ্রার রক্ত প্রস্রাবের সঙ্গে পৃথক ভাবে বাহির হয়।

একোনাইট।—ঠাণ্ডা লাগিয়া রক্তস্রাব, পরিমাণে বেশী, প্রথমাবস্থা।

ইপিকাক।—শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, বহু রক্তস্রাব ও পেটের যন্ত্রণা, দুর্ব্বলতা, ঘন ঘন মূত্রত্যাগে ইচ্ছা, বিবর্ণ, মৃতবৎ অবস্থা। উজ্জ্বল লাল বা পিঙ্গলবর্ণ মূত্র কিম্বা রক্তমিশ্রিত মলিন বা কাল বর্ণের রক্তময় অথবা ঘোলা প্রস্রাব। উদরাময় থাকিলেও উপকারী। ডাঃ বাস এই রোগের প্রথমাবস্থায় একোনাইট এবং ইপিকাকের অত্যন্ত সুখ্যাতি করেন। তিনি বলেন, প্রায়ই ইহার দুই এক মাত্রা সেবনের পরেই উপকার হইতে দেখা যায়।

ক্যান্থারিস।—অত্যন্ত ব্যস্ততা ও প্রস্রাবনির্গমন সময়ে ভয়ানক যন্ত্রণা। ফোঁটা ফোঁটা রক্তসংযুক্ত প্রস্রাব কিম্বা খাটি রক্ত। ইহা আশু যন্ত্রণানাশক মহৌষধ।

ক্যাম্ফার।—যখন অকস্মাৎ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রোগ প্রকাশ পায়। রাঙ্গা ঘন প্রস্রাব, যন্ত্রণাদায়ক নির্গমন।

বেলেডোনা।—প্রস্রাব ঈষৎ হরিদ্রাভা-সংযুক্ত লাল রংএর, পিছনের পা ছোড়ে, প্রস্রাব করার পর যন্ত্রণা।

লাইকোপোডিয়াম্।—জ্বর সহ লাল মূত্র, তলানি-যুক্ত, পরিমাণে অল্প, চেষ্টা করাতেও শীঘ্র প্রস্রাব হয় না।

নক্সভমিকা।—অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ব্যবহার্য্য। এই পীড়ায় কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে ওপিয়াম এবং প্লাটিনাও বিবেচ্য।

ল্যাকেসিস্।—অত্যন্ত কাল চাপ চাপ মূত্র।

প্রসবের পর রক্তস্রাবে –২০০ শক্তির ইপিকাক।

কষ্টকর প্রসব হেতু—আর্ণিকা।

তলপেটে আঘাতজনিত—আর্ণিকা।

রক্ত জমিয়া যায়—মিলিফোলিয়াম্।

উক্ত্রেদ বসিয়া যাওয়ার পর—সালফার।

ফোঁটা ফোঁটা হইয়া পড়ে—ক্যান্থারিস্।

প্রস্রাব ঘোলা –ফস-এসি।

„ কাদার ন্যায় (Slimy)—পালস্, মার্ক।

„ গাঢ়—মার্ক।

„ সাদা—ফস-এসি, সিনা।

„ কাল—ল্যাকে, নেট্রাম, কল্‌চি।

„ সবুজ—ক্যাম্ফার।

„ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ব্বির ন্যায় পদার্থ সংযুক্ত—ফস্।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ—ক্যান্থা, রস, ফস্-এসি।

সর্ব্বদা মূত্রত্যাগে চেষ্টা—সাল্‌ফার।

প্রস্রাব একেবারে বন্ধ—টেরিবিন্থ, ক্যাম্থা, ওপি।

পালানের প্রদাহ।

(Inflammation of the udder.—ইন্‌ফ্লামেশন অফ্ দি আডার)

তৃতীয় সংস্করণ গো-জীবন দ্বিতীয় ভাগের ৪৬পৃষ্ঠায় যে "দুরন্ত গাভী বশীভূত করিবার উপায়" লেখা হইয়াছে, তাহা আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত কতিপয় কঠোর ব্যবস্থা মাত্র, উহা রোগের চিকিৎসা নহে। দুগ্ধবতী গাভীর প্রায়ই পালানের প্রদাহ হয়, সেই জন্যই গাভী সকল দুধ দিবার সময়ে নড়ে। মানুষেরও স্তনের প্রদাহ হয়, তাহাকে ম্যাষ্টাইটিস্ (Mastitis) বলে। এই প্রদাহ সকল সময়েই হইতে পারে, তন্মধ্যে প্রসবের পর কয়েক সপ্তাহ মধ্যে এবং দুধ বন্ধ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে অধিক দৃষ্ট হয়।

ঠাণ্ডা লাগাই ইহার প্রধান কারণ। শীতভোগ, বহুক্ষণ বৃষ্টির জলে ভিজা, গোয়ালের মেঝে অসমান ও অপরিষ্কৃত থাকা প্রভৃতি কারণে ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রায়ই গাভীদের পালানের প্রদাহ রোগ হয়। সে নিমিত্ত গাভীর বাসগৃহ সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করা চাই, নচেৎ সকল চেষ্টা বিফল হয়। বাছুর দুর্ব্বল কিম্বা অধিক বয়সের হইলে স্তন্যপানে ব্যতিক্রম ঘটে, তাহাতেও এই রোগ জন্মিতে পারে। একটানে দুহিতে না পারা, অসময়ে দোহন করা কিম্বা অপরিচিত ও ভিন্ন ভিন্ন লোক দ্বারা দুগ্ধদোহন, পালানে

অনেকক্ষণ দুগ্ধ সঞ্চিত থাকা বা অতিরিক্ত দুগ্ধ নির্গত হওয়ায় কারণে পালানের প্রদাহ জন্মে। দোহনকারীর হাত ফাটা, খস্‌খসে কিম্বা বড় বড় নখ থাকিলেও গাভী সকল এই রোগের অধীন হয়। পালানের প্রদাহ হইলে পালান বা মোড়টি স্ফীত, শক্ত, গরম ও বেদনাযুক্ত হয় এবং দুহিবার সময় নড়ে।

দুহিতে দুহিতে নড়িলে অনেক গৃহস্থ ক্রোধে অন্ধ হইয়া অতি নির্দয়ভাবে গাভীকে প্রহার করে, নয় ত বাছুরকে খাইতে না দিয়া বাঁধিয়া রাখে। এ সকল ভুল ও অনিষ্টকর। পালানে দুগ্ধ সঞ্চিত হইতে না দিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দোহন করিয়া কিম্বা বাছুরকে খাইতে দিয়া বরং পালানের দুগ্ধ শূন্য করিতে চেষ্টা করায় উপকার হয়। নিম্নলিখিত ঔষধগুলি পালানের প্রদাহ-নিবারণে অমোঘ।

আর্ণিকা।—প্রহার বা আঘাতপ্রাপ্তি হেতু।

একোনাইট।—প্রথমাবস্থায়, পালান গরম, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইলে। ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগোৎপত্তি।

বেলেডোনা।—একোনাইটে উপকার না পাইলে ও পালানটি অত্যন্ত স্ফীত ও লালবর্ণের হইলে উপকারী। প্রসবের পর অল্পদিন মধ্যে প্রদাহ। ইহা ঠুন্‌কোর মহৌষধ।

ব্রাইওনিয়া।—যদি ঠাণ্ডা লাগা কারণ থাকে। গাভী স্থিরভাবে থাকে, কিন্তু বাছুর বাঁটের নিকটে মুখ বাড়াইলে কিম্বা দুহিবার জন্য বাঁটে হাত দিবার উপক্রম করিলেই লাথি ছোড়ে।

ক্যামোমিলা।—যদি ফুলা অত্যন্ত বেশী না হয়, পালানের চর্ম্ম শিথিল এবং টিপিলে ভিতরে গিবার মত বোধ হয়। অত্যন্ত অবাধ্য ও ঈর্ষাপূর্ণ স্বভাব

এপিস।—পালান অত্যন্ত স্ফীত এবং শক্ত। বিসর্প রোগের ন্যায় স্ফীতি।

ফস্‌ফরাস।—শুভ্রবর্ণা ও ক্ষীণকায় লম্বা চেহারার গাভী। কাশিসংযুক্ত।

বাঁটের ঘা।

(Sore teats—সোর্‌ টিট্‌স্‌)

শীতকালে বাঁট ফাটিয়া গেলে কিম্বা দলে দলে বাঁটে ফুস্কুড়ী বাহির হইলে, আর্ণিকা সরিষার তৈল সহ বাহ্যিক প্রয়োগে শীঘ্র আরাম হয়।

আঁচিল হইয়া বাঁটে ঘা হইলে, থুজা লোশন বাহ্যিক প্রয়োগ হিতকর।

বাঁটে স্ফোটক বা ঘা হইলে, হিপার, সাইলিসিয়া, আর্সেনিক এবং সালফার সর্ব্বোত্তম ঔষধ।

দুধ কমিয়া যাওয়া।

(Diminution of milk—ডিমিনিউশন অফ মিল্ক)

অত্যন্ত ঠাণ্ডা কিম্বা রৌদ্র লাগিয়া দুধ কমিয়া যায়। অনেক প্রকার রোগ হইলে দুধ অল্প হয় কিম্বা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। সেরূপ স্থলে ঐ ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি নিবারণ করিতে না পারিলে বা রোগ না সারিলে, পূর্ব্বের মত দুধ হয় না। স্বাস্থ্য ভাল থাকিয়াও দুধ কমিয়া গেলে ক্যামোমিলা অত্যাবশ্যকীয়

ঔষধ। ক্যামোমিলায় উপকার না পাইলে ফসফরাস দ্বারা বেশ ফল পাওয়া যায়। শারীরিক পোষণ কার্য্যের অভাবে দুধ কমিলে ল্যাক্-ডিফ্লোরেটামের যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। এসাফিটিডা সেবনে দুধ বাড়ে। স্তন বড় কিন্তু দুধ অল্প হইলে, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব বিশেষ উপকারী।

রক্তবর্ণ দুগ্ধ।

(Bloody milk—ব্লাডি মিল্ক)

আঘাতাদি লাগিয়া রক্ত পড়িলে আর্ণিকা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অবশ্য প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু যদি এক বা ততোধিক বাঁট হইতে অকস্মাৎ রক্তের রেখার ন্যায় কিম্বা রক্ত-মিশ্রিত দুগ্ধ নির্গত হয়, তবে ইপিকাক সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। ডাঃ রাস ইপিকাক দ্বারা অনেক গরু আরোগ্য করিয়াছেন।

জ্বর।

(Fever—ফিবার)

গরুর যে জ্বর হয়, একথা আমাদের দেশের কেহ মনে করেন বলিয়া আমার মনে হয় না। মানুষের যত রকম রোগ হয়, গবাদি পশুগণেরও ঠিক সেইরূপ সকল প্রকার রোগ হইয়া থাকে। যে সকল হোমিওপ্যাথিক ঔষধে মানুষের যে প্রকার রোগ আরোগ্য হয়, সেই সকল ঔষধ দ্বারা গরুগুলিরও সেই প্রকার পীড়া আরোগ্য করিতে পারা যায়, ইহা আমি স্বীয় গাভীতে বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি।

শীত, তাপ ও ঘর্ম্মের আধিক্য, কঠিন, পূর্ণ ও দ্রুত নাড়ী, দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাস, পিপাসা, অক্ষুধা প্রভৃতি জ্বরের লক্ষণ। সকল বয়সে সকল অবস্থায় জ্বরের আক্রমণ দেখা যায়। প্রধানতঃ দুইটি কারণে জ্বর উৎপন্ন হয়। কোনও যন্ত্রের প্রদাহ বা স্ফোটকাদি জন্মিয়া জ্বর হইলে, তাহাকে প্রাদাহিক জ্বর বা ইন্‌ফ্লামেটরী ফিবার (Inflamatory fever) বলে; আর ম্যালেরিয়াদি বিষ রক্তস্থ হইয়া যে জ্বর হয়, তাহাকে বিষ-দোষজ জ্বর বা স্পেসিফিক্ ফিবার (Specific fever) বলে। জ্বর অনেক প্রকার, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি প্রধান।

১। সবিরাম জ্বর বা ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার্ (Intermittent fever)। এই জ্বর প্রত্যহ হয় এবং কতক সময় ভাল থাকে।

২। স্বল্পবিরাম জ্বর বা রেমিটেণ্ট ফিবার্ (Remittent fever)। এই জ্বর কতক সময় কম পড়ে, কিন্তু সবিরাম জ্বরের মত একেবারে ছাড়ে না এবং অল্প জ্বর থাকিতেই আবার জ্বরের আক্রমণ প্রকাশ পায়।

কি প্রকার জ্বর, জ্বর আছে কি না ইত্যাদি নাড়ী দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। মানুষের যেমন মণিবন্ধে নাড়ীর গতি পরীক্ষা করা হয়, গবাদিরও সেই স্থানে নাড়ীর বেগ পরীক্ষা করা যাইতে পারে। নাড়ী দেখিতে না পারিলেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে পারা যায়। জ্বর-চিকিৎসায় নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রায়ই নির্দ্দেশিত হয়।

একোনাইট।—জ্বরের প্রথমাবস্থায় ২।৩ দিনের জ্বরেই প্রায় একোনাইট নির্দ্দেশিত হয়, কিন্তু মৃদুভাবাপন্ন জ্বরে বা যে জ্বর বেশী ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া যায়, সে জ্বরে একোনাইট

প্রয়োগে অপকার হয়। অত্যন্ত জ্বর, অস্থিরতা, ঘন ঘন পিপাসা একোনাইট প্রয়োগের লক্ষণ। ঠাণ্ডা লাগা, ভয় পাওয়া প্রভৃতি কারণে জ্বর। একোনাইটের সহিত অন্য ঔষধের পর্য্যায় ব্যবহার অহিতকর।

বেলেডোনা।—প্রবল জ্বর, চোক মুখ লাল, অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম হয়, স্ফোটক হওয়া বা কোনও স্থানের গ্ল্যাণ্ড ফুলিয়া উঠা সহ জ্বর।

আর্সেনিক।—দিবা বা রাত্রি দুই প্রহরের পর ২টার মধ্যে জ্বর, খুব উত্তাপ, অস্থিরতা, অল্প অল্প জলপান, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, মধ্যে মধ্যে জিহ্বা বাহির করে, পালাজ্বর বিশেষতঃ দুদিন অন্তর জ্বরে।

চায়না।—কেবল মাত্র দিবসে বিশেষতঃ বৈকালে ৫টার সময় জ্বর হয়। একদিন বা দুদিন অন্তর পালা অথবা একদিন বেশী একদিন কম। খুব শীত ও কম্প সহ জ্বর হয় এবং ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়ে, উত্তাপের সময় নিদ্রা।

জেলসিমিনাম্।—উপসর্গরহিত স্বল্পবিরাম জ্বর, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। বাছুরের পীড়ায় অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ।

এণ্টিম-টার্ট।—অত্যন্ত কাশি সহ জ্বর, ভিজা মেঝেতে বাস, জিহ্বায় সাদা পুরু কোটিং, নিদ্রালুতা।

ক্যামোমিলা।—দন্তোদ্গম সময়, অত্যন্ত অবাধ্য, চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব।—দন্তোদ্গমকালীন জ্বর, মাংসল দেহ, গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি থাকিলে, নিদ্রাবস্থায় মাথা ঘামে।

ব্রাইওনিয়া।—চুপ করিয়া থাকে, পাছে নড়িতে হয় অথবা কেহ গায়ে হাত দেয় সেজন্য ভীত ও সতর্ক থাকে, শুষ্ক কাশি সহ জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ, সকল প্রকার খাদ্যে অরুচি।

আর্ণিকা।—জ্বর আসিবার পূর্ব্বে হাই উঠিতে থাকে, পরে শীতবোধ। সর্ব্বাঙ্গ শীতল, মস্তক গরম, অজ্ঞান হইয়া যায়। প্রসবের পর দুগ্ধজ্বর বা মিল্ক ফিবার। আঘাত-প্রাপ্তিতে জ্বর।

সিনা।—কৃমি হেতু জ্বর, ঘন ঘন ক্ষুধা।

ইউপেটো।—জ্বর আসিবার খানিকক্ষণ পূর্ব্বে খুব খানিকটা জল খায়। একদিন দুই প্রহরের পূর্ব্বেই খুব শীত হইয়া বেশী জ্বর হয়, পরদিন দুই প্রহরের সময় অল্প শীতসহ জ্বর হয়, এই প্রকারের পালা। বৃদ্ধ বয়স। বহুদিনের কাশি থাকিলে, জলাভূমি বা নদীর তীরে যে সংক্রামক জ্বর হয়। শরৎকালের জ্বর।

লাইকো।—বৈকালে ৪টার সময় জ্বর আসে, শীর্ণ শরীর, কাশি ও যকৃতের পীড়া সহ জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা কিন্তু পেট-ফাঁপা, অর্দ্ধদৃষ্টি বা রাতকাণা।

ইগ্নেসিয়া।—শোকাচ্ছন্ন। ধমকান, ভয় দেখান বা প্রহার করিতে যাওয়ার পর জ্বর। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে হাই তোলা, শীতের সময় মাত্র পিপাসা, পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, নাক ডাকাইয়া ঘুমায়, যখন জ্বর থাকে না, তখন সম্পূর্ণ সুস্থতা বোধ করে।

নক্সভমিকা।—তীব্র গাছ-গাছড়া বা কোন প্রকার ঔষধ খাওয়ানের পর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করিতে। শীর্ণ-

কায়, নিয়ত একস্থানে আবদ্ধ থাকে, কোষ্ঠবদ্ধ, অক্ষুধা কিম্বা কোন কোন খাদ্য খায় না, দুরন্ত স্বভাব।

পালসেটিলা।—শান্ত প্রকৃতির গাভী। লক্ষণের ক্রমাগত পরিবর্ত্তন অর্থাৎ কখন শীত কখন গরম বোধ করে, উদরাময় সংযুক্ত, দুইবারের মল একরূপ হয় না, পিপাসা নাই, পচা বা খারাপ খাদ্য খাইয়া পীড়া হইলে।

ইপিকাক্।—ভুক্তবস্তু উদ্গীরণ বা বমন করিলে। লাল বর্ণ রক্তস্রাব, অরুচি, অক্ষুধা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত জ্বর।

রসটক্স।—জলে ভিজা ও অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত জ্বরে।

এপিস।—আর্সেনিক ও চায়নার ন্যায় এপিসও ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ। অপরাহ্ণ ৩টা ৪টায় জ্বর হয়। শীতের সময় জল খায়।

নেট্রাম মিউর।—যে কোন কারণে রক্তক্ষীণতাযুক্ত প্রাচীন সবিরাম জ্বরে, যে জ্বর প্রত্যহ ১০ টার সময় হয়, ক্ষুধা খুব, তৃপ্তির সহিত খায় কিন্তু শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে থাকে। চায়না ও আর্সেনিকের ন্যায় নেট্রামের ২০০ শত শক্তি জ্বরে আশ্চর্য্য কার্য্য করে।

ওপিয়াম্।—অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ, চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত, ভয় প্রাপ্তিহেতু জ্বর, কষ্ট জানায় না। অল্পবয়স্ক ও বৃদ্ধের অধিক প্রয়োজনীয় ঔষধ।

সিপিয়া।—গর্ভাবস্থায় জ্বরে বড় উপকারী।

ল্যাকেসিস।—অনেক প্রকারের ঘ্যাঁচড়াপ্যাঁচা জ্বরে ল্যাকেসিস্ ব্যবহৃত হয়। শীর্ণ শরীর, অত্যন্ত দুর্ব্বল।

সাল্ফার।—অন্য কোন প্রকার ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে যদি কোষ্ঠবদ্ধ না থকে, তবে সাল্ফাব প্রয়োগই ভাল।

জ্বরের চিকিৎসায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারিলে, ঔষধ-নির্ণয় সহজ হইবে।

বয়স কত ও কত দিন পীড়িত?

জ্বর কোন্ সময় হয়?

জ্বর আসিবার সময় শীত হয় কি না?

শীত, তাপ ও ঘর্ম্ম পরপর হয় কি না ও কোন্ অবস্থাটি প্রবল?

জ্বর হইবার পূর্ব্বে পড়িয়া যাওয়া কি কোনরূপ আঘাত লাগা প্রভৃতি আকস্মিক দুর্ঘটনা কিছু ঘটিয়াছে কি না?

গলাফুলা, বসন্ত, উদরাময় প্রভৃতি কোন রোগ হওয়ার অগ্রে কিম্বা পরে জ্বর হইয়াছে?

দাঁত উঠিতেছে অথবা নড়িতেছে কি না?

কতদিন প্রসব হইয়াছে ও কখন গর্ভস্রাব হইয়াছে কি না?

অল্পদিন মধ্যে বাছুর মরিয়া যাওয়ায় শোক পাইয়াছে কি না?

পাড়ায় কোনপ্রকার সংক্রামক পীড়া হইতেছে কি না?

শ্রমসাধ্য কার্য্য করা, জলে ভিজা প্রভৃতি কারণ আছে কি না?

বাসস্থানের অবস্থা কিরূপ, কিসের ঘর, বাতাস ও আলো যাতায়াতের সুবিধা আছে কি না?

কি প্রকার খাদ্য খাইতে পায়?

অস্থিরতা, ব্যাকুলতা আছে কি চুপ করিয়া থাকে?

শুইয়া, না দাঁড়াইয়া থাকে?

ক্ষুধা কিরূপ, খাইতে ব্যগ্র, কি কিছু খায় না?

অতিরিক্ত ঘাস খাইয়া পীড়া হইয়াছে কি না?

পিপাসা থাকিলে পরিমাণে কতটা ও কতবার জল খায় ?

চক্ষু কিরূপ ? মুদ্রিত, অর্দ্ধমুদ্রিত কি রক্তবর্ণ বড় বড় চক্ষু ?

মুখের ভিতর ঘা আছে কি না ও লালা নির্গত হয় কি না ?

ভুক্তবস্তু উদ্গীরণ করে কি না ?

জাওর কাটে কি না ?

জ্বর ছাড়িয়া ছাড়িয়া আসে কি জ্বরের উপর জ্বর আসে ?

সর্দ্দি, কাশি, কোন অঙ্গে শোথ ও ক্ষতাদি আছে কি না ?

নিয়ত একস্থানে বাঁধা থাকে কি মাঠে চরিতে পায় ?

বাহ্যের অবস্থা কিরূপ, কোষ্ঠবদ্ধ কি উদরাময় ?

পেটের ফাঁপ আছে কি না বা পেট ডাকে কি না ?

কাণ, শিং, পা প্রভৃতি ঠাণ্ডা কি গরম ?

নাক, কাণ, মুখ, চোক প্রভৃতিতে কোন স্রাব আছে কি না

স্রাব কিরূপ পদার্থ, গন্ধ ও রং কিরূপ ?

চর্ম্ম শুষ্ক কি ঘর্ম্মযুক্ত ?

গায়ে হাত দিলে রোম উঠে কি না ?

কোন প্রকার অস্বাভাবিক শব্দ করে কি না ?

শীঘ্র স্থানান্তর হইতে আনা হইয়াছে কি না ?

কোন প্রকার চিকিৎসা করা হইয়াছে কি না ?

কিরূপ চিকিৎসা হইয়াছে, মুষ্টিযোগ না দা[illegible]নি ?

এই প্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণানুযায়ী হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই গরু [illegible] রোগমুক্ত হইয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পা[illegible]।

হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ।

গো-জীবন-চতুর্থ ভাগের লিখিত সমস্ত হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ অতি সুলভে দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলে সকল বিষয় জানান যায়।

পঞ্চদশবর্ষব্যাপী অনুসন্ধানের ফল

পেটেণ্ট ঔষধ সমূহ।

রোগের অবস্থা জানাইলে গো, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতি গৃহের পশুগণের সকল প্রকার রোগের বহুপরীক্ষিত মহৌষধ সমূহ আমার নিকটে পাওয়া যায়।

মূল্য প্রত্যেক রোগের জন্য এক শিশি ।০ আনা মাত্র। কিন্তু ক্ষতাদি রোগে দুই প্রকার ঔষধ প্রয়োজন হয়, সেজন্য দুই প্রকার ঔষধ আবশ্যক হইলে ॥০ আট আনা লাগে। ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে থাকে। ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র লাগিবে।

কোনও বিষয়ের উত্তর পাইবার জন্য রিপ্লাইকার্ডে বা ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিবেন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
গো-জীবন কার্য্যালয়।
পোষ্ট মহানাদ, (হুগলী)।